চিরসঙ্গিনী।

বঙ্গকুল-কামিনীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ক উপন্যাস।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত।

প্রথম সহস্র।

কলিকাতা

নূতন বাল্মীকি যন্ত্রে ৩৯ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন,

শ্রীউদয়চরণ পাল দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯১।

পূজ্যাস্পদ

শ্রীযুক্ত বাবু গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

প্রফেসর, লণ্ডন মিসনরি কলেজ, কলিকাতা।

ভক্তি ভাজন,——

আপনি কোন সময়ে আমাকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন বলিয়াই আজ আমি পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, আমাকে কোন প্রকারে উন্নতির সোপানে আরূঢ় হইতে চেষ্টা করিতে দেখিলে আপনি সুখী হইবেন। যাহাহউক, আজ আমার বহু শ্রমলব্ধ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানা অশেষ কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ আপনার করকমলে অর্পণ করিলাম। এই উপহার যদিও আপনার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি আপনার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি আছে, ইহার প্রতি তদ্রূপ থাকিলেই কৃতার্থ হইব।

বিনয়াবনতঃ

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন।

আজ কাল স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকের বহুল প্রচার দেখিয়া আমি ও তাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারিনা। একটী সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক খানা লিখিত হইয়াছে, বিষয়টী শিক্ষার উপযোগী করিবার জন্য স্থানে স্থানে কাল্পনিক কোন বিষয় ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ঘটনার কিছুই কাল্পনিক নহে। শিক্ষা সম্বন্ধে গল্প যেরূপ উপাদেয় বোধ হয় "লেক্‌চার "ততদূর হয় না, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই উপদেশচ্ছলে একটী সামাজিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া নারীগণের জীবনের প্রত্যেক অবস্থার কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপযুক্ত নিয়ম ও কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে, যদি ইহা দ্বারা বঙ্গকুলকামিনীগণের কিঞ্চিন্মাত্রও শিক্ষা লাভ হয়, সকল পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

কলিকাতা।
৭ ই মার্চ্চ ১৮৮৫।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র গুপ্ত।

চিরসঙ্গিনী।

(বঙ্গ-কুলকামিনীগণের কর্ত্তব্য বিষয়ক উপন্যাস।)

অবতরণিকা।

ভাদ্রমাস, শুক্ল পক্ষ রজনী। রাত্রি প্রায় এক প্রহর অতীত হইয়াছে। একটী তরুণ বয়স্ক যুবা গ্রীষ্মাতিশয়ে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া রাস্তায় এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন। হঠাৎ সেই পথে তাঁহার একটী প্রিয় বয়স্য আসিয়া সম্মিলিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যুবকটীর মুখচন্দ্রমা দীপ্তি হীন ছিল, মুখে কথাটী নাই। ধীরে ধীরে পথের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত মৃদু পাদবিক্ষেপে বিচরণ করিতেছিলেন; ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস যুবকের হৃদয়ের বিষণ্নতার পরিচায়ক হইয়া আগন্তুক বয়স্যকে সন্দিহান করিয়া তুলিল। যদিও যুবক স্বয়ং বয়স্যকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন, কিন্তু যুবকের সেই মৃদু হাসি নিবিড় ঘনঘটাচ্ছন্ন আকাশস্থ ঘন মালার আভ্যন্তরিক বিদ্যুতের ন্যায় মুখেই লুকাইয়া রহিল। বয়স্যের নিকট মানসিক ভাব গোপন রাখিতে যথোচিত সচেষ্ট হইলেন কিন্তু তাঁহার সজল চঞ্চল নয়ন, আরক্তিম মুখমণ্ডল, চিন্তাব্যঞ্জক প্রতিকৃতি, মানসিক বিষাদকে আর গোপন থাকিতে দিল না। তিনি মনে করিলেন যে বয়স্য হয়ত, তাঁহার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু তাহা অমূলক! বয়স্য দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে অবশ্যই মনের বিকৃততা জন্মিবার কোন কারণ ঘটিয়া থাকিবে, অতএব

এ বিষয়ে আর কিছু প্রশ্ন না করিয়া তিনিও সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতে লাগিলেন। এই রূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা অতীত হইল। আগন্তুক বয়স্য নানা প্রকার রহস্যসূচক গল্প করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যুবকের মন কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। অবশেষে বয়স্য বিশেষ সন্দিহান হইয়া বলিল "চল এখন বাড়ী যাওয়া যাক্।" যুবক উত্তর করিলেন "এতক্ষণ বাটীতেই ছিলেম বটে, কিন্তু অত্যন্ত গরম বোধ হইল বলিয়া রাস্তায় বাহির হইয়াছি, যদি তোমার কোন বিশেষ আবশ্যক থাকে তুমি যাইতে পার, আমি কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিতেছি।" বয়স্য বলিলেন "যদি অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হইয়া থাকে তবে চল, নদীর ধারে খানিক বেড়াইয়া আসিলেই শরীর শীতল বোধ হইবে।" এই বলিয়া উভয়ে নদীর তীরাভিমুখে গমন করিলেন।

পাঠক! এ যুবকটী কে?—কি জন্যই বা ইহার মনের বিকৃতভাব উপস্থিত হইয়াছে! তবে শুনুন,—জেলার———র অন্তর্গত মোহনপুর গ্রামে কোন ভদ্র পরিবারে ইহার জন্ম। জাতিতে কায়স্থ, বয়স ২৬ বৎসর। ইহার নাম সতীশ চন্দ্র ঘোষ। ইহার পিতা কলিকাতা নগরে কোন সওদাগরী আপীশে ২৫৲ টাকা বেতনে মুচ্ছুদ্দীর কার্য্য করিয়া সামান্যরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। সতীশ বাল্যকালে গ্রামস্থ পাঠশালায় সামান্যরূপ বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষা করিয়া পিতার সহিত কলিকাতা আইসেন, এবং মেট্রপলিটীয়ান ইন্ষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হইয়া ৭ বৎসর অধ্যয়ন করত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সতীশ যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন তখন তাহার বয়স ১৮ বৎসর। ইহার এক বৎসর পর তাহার পিতার মৃত্যু হয়। সতীশ তাহার পিতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। সতীশের মাতা ভিন্ন তাহার পরিবারের মধ্যে তাহার দুই বিধবা পিতৃস্বসা ছিলেন। পিতৃ বিয়োগে সতীশের উপর সাংসারিক সমস্ত ভার পড়িল। সতীশের পিতার সঞ্চিত এমন কোন সম্পত্তি ছিল না, যদ্দ্বারা তাহার পরিবারের ভরণ পোষণ চলিতে পারে, সুতরাং সতীশের কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অগত্যা বিষয় কর্ম্মের চেষ্টা করিতে হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে চাকরি যেরূপ দুর্লভ, বোধ হয় পাঠক মাত্রেই

অবগত আছেন। বিদ্যালয়ের উপাধিগুলি সমস্ত আত্মসাৎ করিলেও পিতা, ভগ্নীপতি অথবা মাতুল, বিশেষ পদস্থ না থাকিলে তাহাদের অন্ন জোটে না। সতীশের ইহার কোনটীই ছিল না। সুতরাং সতীশের ভাগ্যে আর সহজে চাকরী জুটিল না। তিনি ডাকঘরে এক এপ্রেণ্টিশী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। প্রায় বৎসরাধিক অবৈতনিক কার্য্যে পারদর্শিতা দেখাইয়া ঢাকা নগরীতে এক ডাককেরাণীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বেতন কুড়ি টাকা। এই সামান্য উপায় দ্বারা সতীশ নিজের ভরণ পোষণ এবং পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে লাগিলেন। সতীশ সারা দিন আপীশের কায কর্ম্ম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ সময় অবকাশ লাভ করিতেন, বয়স্যগণের সহিত আলাপ ব্যবহারেই তাহা অতিবাহিত করিতেন। উল্লিখিত বয়স্য তাহার একজন বিশেষ বন্ধু ছিলেন। ইহাঁর নাম ললিতমোহন সেন। জাতিতে বৈদ্য। ইনি একজন সমৃদ্ধিশালী লোকের সন্তান।

প্রথম স্তবক।

নদীতটে।

সতীশ ও ললিত উভয়ে হাত ধরাধরি করিয়া নদীতটে উপস্থিত হইলেন। রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। ঢাকা নগরীর নিম্নে বুড়ীগঙ্গা নদী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে। এই নদীর উত্তরতীরে ঢাকা নগরী অবস্থিত। নগরপ্রান্তস্থ নদীতট, সহরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত পোস্তা বাঁধান। মধ্যে মধ্যে নগরবাসীদিগের স্নানাবগাহন সুবিধার জন্য সোপানশ্রেণী সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে। কোন কোন স্থলে বিশ্রামার্থীদিগের সুবিধার জন্য শৃঙ্খলবেষ্টিত শ্যামল দূর্ব্বাদলপরিপূরিত ভূমিখণ্ডের মধ্যে ইষ্টক-মঞ্চ বিরাজ করিতেছে।

ধনী, দুঃখী, সাধু অসাধু প্রভৃতি সাধারণেই অবাধে বিশ্রাম লাভ করিতেছে। কোথাও বা ব্রিটীশ নাগর নাগরীগণ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ হাত ধরাধরি করিয়া প্রণয়ালাপে পরিতৃপ্ত হইতেছে। পোস্তার নিম্ন-দেশে সারি সারি নৌশ্রেণী শ্রেণীবদ্ধরূপে সংলগ্ন রহিয়াছে। নাবিকগণ সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া কেহ বা রন্ধনাদিকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছে, কেহ বা আহারাদি সমাপন করিয়া বিশ্রাম লাভ করিতেছে, কেহ বা নৌকার অনাবৃত অংশে শায়িত হইয়া বারমাসি স্বরে আপনার ভাবে গান করিতেছে। কল্লোলিনী কল কল স্বরে পশ্চিম দিক হইতে প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণ পূর্ব্বদিক হইতে মৃদুমন্দ বাতাস বহিয়া শ্রান্ত নাবিকদিগের শ্রান্তিদূর করিতেছে। বিমল চন্দ্রমা নদীবক্ষে নিপ-তিত হইয়া মৃদুল হিল্লোলের সহিত নৃত্য করিতেছে, অনুমান হইতেছে যেন তটীনী বক্ষ অসংখ্য হীরক রাশিতে পরিপূরিত হইয়া রহিয়াছে। রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, প্রকৃতি তুষ্ণীভাব অবলম্বন করিল, শোকা-কূলের হৃদয়ে শোকাবেগ উদ্বেলিত হইল, ভাবুকের মনে নব নব ভাবের বিকাশ হইতে লাগিল, কবির হৃদয়াকাশে কল্পনা ভাতি প্রতিভাত হইয়া উঠিল, চিন্তাশীলের অন্তর্নিহিত চিন্তা-লহরী প্রবাহিত হইল। সতীশ ও ললিত কিয়ৎকাল এদিক ওদিক পরিভ্রমণ করিয়া এক সোপান শ্রেণীর পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন, কিন্তু সতীশ মনে মনে কি চিন্তা করিতেছেন, ললিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। একবার ভাবিতেছেন সতীশকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আবার, সতীশ পাছে মনে মনে ত্যক্ত হয় ভাবিয়া নিরস্ত হইতেছেন; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ইহার প্রকৃত কারণ অবগত হইতে না পারিতেছেন, সে পর্য্যন্ত ক্রমেই বিষম চিন্তায় অভিভূত হইতেছেন। সতীশ মনের ভাব গোপন করিবার জন্য যথাসাধ্য ত্রুটী করিতেছেন না, কিন্তু কি করিবেন! কোন উপায় অবলম্বন করিয়াও সেই চিন্তানলের ধূম আচ্ছাদিত করিতে পারিতেছেন না। ছিদ্রঘটের জলের ন্যায়, বস্ত্রাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ললিত নিতান্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, যে পর্য্যন্ত আমি ইহার অন্তঃস্থল অবগত হইতে না

পারিব, সে পর্য্যন্ত কখনই স্থিরচিত্তে অবস্থিতি করিতে পারিব না। এতদ্ভিন্ন যদি কোন উপায়ে সতীশের মনাবেগের প্রতিকার না করা যায়, তাহার অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হওয়াও বিচিত্র নহে, অতএব ভালই হউক আর মন্দই হউক, সতীশকে জিজ্ঞাসা করিতেই হইবে। এই বলিয়া সতীশের হস্তধারণ পূর্ব্বক হাসিতে হাসিতে বলিলেন "সতীশ আমি অনেকক্ষণ হইতে তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিব মনে করিয়াছি, কিন্তু লজ্জাবশতই হউক অথবা অন্য কোন কারণেই হউক তোমাকে এপর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা করি নাই, কিন্তু এখন আমি নিতান্ত কৌতূহলী হইয়া তোমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, ভরসা করি তুমি সরল অন্তঃকরণে তাহার প্রকৃত গূঢ়তা প্রকাশ করিয়া আমাকে বাধিত করিবে। অধিকন্তু তোমার মানসিক কোন গোপনীয় ভাব আমার নিকট প্রকাশ করিতে কোন আপত্তি দেখিতেছি না। বিশেষতঃ মনে কোন দুর্ভাবনা উপস্থিত হইলে যদি তাহা প্রকাশ না করা যায়, তাহা হইলে সেই চিন্তানল দাবানলের ন্যায় মনুষ্যের হৃদয়কে এরূপ দগ্ধ করে যে সেই ব্যক্তিকে একবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। আমি এক সপ্তাহ পূর্ব্বে তোমাকে যেরূপ দেখিয়াছি আজ তদপেক্ষা যথেষ্ট রুগ্ন বলিয়া বোধ হইতেছে, যদি তুমি সত্বর ইহার উপায় উদ্ভাবন না কর, নিশ্চয়ই তুমি কার্য্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িবে। আর এক কথা বলিতেছি যে, বয়স্যদিগের নিকট মনের নিগূঢ়তা ব্যক্ত করিলে যেমন কার্য্যকর হয় এমন আর কিছুতেই হয় না। অতএব আমি তোমাকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, তুমি অকপটে সবিস্তার বর্ণনা করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে যত্নবান হও।"

সতীশ কিঞ্চিৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করত বলিতে লাগিলেন, "ললিত, আমি সংসারভোগবাসনাশূন্য হইয়া পড়িয়াছি। আমার মনের উৎসাহ একবারে বিলীন হইয়া গিয়াছে। কার্য্যের উৎসাহতা নাই, মনের স্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে সরলতা নাই; সর্ব্বদা দুশ্চিন্তায় আমার মনকে একবারে বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছে। আর

দেখ, রীতিমত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সাংসারিক সমস্ত ভার আমার স্কন্ধে ন্যস্ত রাখিয়া পিতা পরলোক গত হইয়াছেন। সামান্য অর্থ উপার্জ্জন দ্বারা আমি সেই পরিবার প্রতিপালন করিতেছি। আমি যাহা উপার্জ্জন করিতেছি আমার তাহাই ব্যয় হইতেছে। যাহাহউক পৃথিবীতে জননী ভিন্ন আমার আর আপনার বলিবার কেহই নাই। তিনিও স্থবিরাবস্থাপন্ন হইয়াছেন, হয়ত ২।৩ বৎসরের অধিক আর বাঁচিবেন না; জগদীশ্বর না করেন, তাঁহার অভাবে আমাকে "আমার" বলিয়া যে বলিবে, এমন লোক নাই; সুতরাং আমার পৃথিবীতে থাকিয়া ফল কি! লোকে এই পৃথিবীতে সুখের আশাতেই সকল করিয়া থাকে; সুখের আশায় কার্য্যে তৎপরতা হয়, মনের স্ফূর্ত্তি জন্মে, ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সকলেই এই দুঃখের সংসারে দুঃখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। আমি যে এখন দুঃখের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছি, তুমি কি বলিতে পার যে আমার ইহার পরে সুখ হইবে? কখনই না। যখন এই স্নেহময়ী জননী আমাকে অনন্ত দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া পিতার পশ্চাদ্গামী হইবেন, বলদেখি, তখন আমার কি অবস্থা হইবে? আমি সেই পিতৃমাতৃহীন হতভাগা দুঃখের অনন্ত-সাগরে পতিত হইয়া সময়ের লহরীলীলায় ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকিব।" এই কথা বলিতে বলিতে সতীশের কণ্ঠরোধ হইয়া পড়িল, আর কথা কহিতে পারিলেন না। অনেক চেষ্টায় চিত্তের স্থৈর্য্যতা সম্পাদন করিলেন। কিন্তু নয়নযুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। সতীশের অবস্থা দেখিয়া ললিত ও দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিলেন না, কিঞ্চিৎকাল অধোমুখে অবস্থান করিলেন, এবং পকেট হইতে একখানা রুমাল লইয়া সতীশের ও আপনার চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। ললিত বলিলেন "ভাই সতীশ, আমি এতক্ষণ তোমার মনের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু এখন বিশেষ অবগত হইয়াছি; যাহাহউক আমার মতে তোমার এখন দার পরিগ্রহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। কেননা এই দুঃখের সংসারে স্ত্রী, ভিন্ন আর কেহই মনের শান্তি জন্মাইতে পারে না। বিশেষতঃ পুরুষের দুঃখে দুঃখী,

সুখে সুখী হইবার পাত্র এজগতে স্ত্রী ভিন্ন আর কেহই নাই; অতএব আমার মত এই যে তুমি অনতিবিলম্বে এই কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া মনের শান্তি স্থাপন কর।"

ললিতের কথা শেষ না হইতে হইতেই সতীশ বাষ্পাকুল নয়নে বলিলেন "প্রিয় ললিত, তুমি কি আমার অবস্থা জান না? আমার মত হতভাগ্য লোকের দার পরিগ্রহ করা যত সহজ ব্যাপার তাহাকি তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। বিবাহ একটী সহজ কথা নহে। আজ কাল বিবাহার্থী লোকের অনেকটা থাকা আবশ্যক। ধন, মান, বিদ্যা এবং সহায়তা ব্যতীত লোকের বিবাহ হওয়া কষ্টসাধ্য। এই আবশ্যকীয় বিষয় চতুষ্টয়ের মধ্যে আমার সকলবিষয়েরই অভাব; এই মহদ্ব্যাপারের অনুষ্ঠানব্রতে ব্রতী হওয়া মৎসদৃশ জনগণের পক্ষে দুরাশা মাত্র। দ্বিতীয়তঃ কষ্টশ্রষ্টে কোন প্রকার একটা সুবিধা করিলেও আমার মত অবস্থাপন্ন লোক তদ্দ্বারা সুখী হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আধুনিক স্ত্রীসমাজে বিলাসিতা প্রভৃতি পাশ্চাত্য সভ্যতানুযায়ী চাল চলন প্রবিষ্ট হইয়া স্ত্রীদিগকে ফুলের সাজী করিয়া তুলিয়াছে। বঙ্গীয় যুবকমণ্ডলী ও পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপীড়নে প্রপীড়িত হইয়া তদনুসরণে সতত প্রবৃত্ত হইতেছে। সংপ্রতি স্ত্রী স্বাধীনতা লইয়া সমাজে যে মহা আন্দোলন হইতেছে, তাহাতে যে দুরবস্থাপন্ন লোক দিগের পক্ষে কত বিষময় ফল উৎপাদিত হইবে, কে তাহার প্রতি দৃষ্টি করে? এই কথায় যে আমি স্ত্রীস্বাধীনতার বিরুদ্ধে কিছু বলিতেছি তাহা কখনই মনে করিও না। স্ত্রীদিগকে যে যে বিষয়ে স্বাধীনতা দেওয়া কর্ত্তব্য তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল তাহাদিগের স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিলাসপ্রিয়তার প্রতিপোষণ করা যে দূষনীয় এস্থলে সে বিষয়েই আমার বক্তব্য। যাহা হউক সে বিষয় লইয়া আন্দোলন করা আমার অভিপ্রেত নহে। আমি যদি এখন পাণিগ্রহণ করি, এবং সেই স্ত্রী যদি আধুনিক স্ত্রীদিগের মত একজন হইয়া পড়ে, বল দেখি আমার মত লোকের পক্ষে সেইটী সুখের না হইয়া কিরূপ মহা বিপদের কারণ হইয়া উঠিবে? বিবাহ—শব্দের প্রকৃত নিগূঢ়তা কি?—পরস্পর

ভালবাসাই তাহার প্রধান লক্ষণ। স্ত্রী পুরুষের উভয়ের মধ্যে পরস্পর দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী হইয়া নির্ব্বিবাদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করাই এই ভাল বাসার প্রকৃত সুধাময় ফল। এই বিষময় সংসারসাগর মন্থন করিয়া সুধা উদ্গীরণ করিবার জন্য স্ত্রীই একমাত্র সঙ্গিনী। এই সংসারসাগর পার হইবার জন্য ছায়ারূপিনী স্ত্রীই একমাত্র ভেলা। যাহার সহিত মানবজীবনের উন্নতি অবনতির এত গূঢ় সম্বন্ধ নিহিত রহিয়াছে, তাহার সহিত প্রকৃত ভালবাসা সংস্থাপিত না করিয়া সংসারপ্রান্তরে বিচরণ করিতে গেলে সময়ে যে কত বিপদপাৎ হইতে পারে তাহার ইয়ত্তা নাই। অধুনা প্রায়শই দৃষ্ট হইতেছে যে, স্ত্রীদিগের মনোমত চলিতে না পারিলে প্রায়ই তাহাদের কোমলস্বভাবসুলভ ভালবাসা লাভ করিতে পারা যায় না। কিন্তু তাহাদের মনোমত চলিতে গেলেই অর্থের স্বচ্ছলতার আবশ্যক। আমার সেই অর্থের সম্পূর্ণ অভাব। অতএব আমার পক্ষে তাহার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু——"

সতীশ "কিন্তু" বলিয়াই পুনরায় বিমর্ষ হইলেন। মুখ আরক্তিম হইল; চক্ষু ছল ছল করিয়া অশ্রুপূর্ণ হইল, অনুমান হইতেছে যেন চক্ষের পলকেই দরদর করিয়া জল পড়িতে থাকিবে। সতীশ আর কথা কহিতে পারিলেন না; চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া ললিতের মুখপানে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। ললিত সহসা ঈদৃশ ভাবান্তর দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইলেন। তিনি এতক্ষণ অনুমান করিয়াছিলেন যে সতীশের মনের চাঞ্চল্য অনেক হ্রাস হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। এখন বুঝিতে পারিলেন যে যে কারণে কিম্বা যে বিষয়ের জন্য সতীশের মন এত চঞ্চল হইয়াছে, এতক্ষণ কথা বার্ত্তায় পুনর্ব্বার তাহাই তাহার স্মৃতিপথে আসিয়াছে। যাহা হউক ইহার আভ্যন্তরিক গূঢ়তা যে পর্য্যন্ত বিকাশিত না করিতে পারিব, সে পর্য্যন্ত আর আমার দ্বারা ইহার কিছু সুবিধা হওয়া অসম্ভব। মনে মনে এরূপ চিন্তা করিতেছেন, হঠাৎ চতুর্দ্দিকে বৃক্ষশাখায় পক্ষীর কাকলী শ্রুতিগোচর হইল। ভাবিলেন রাত্রি প্রভাত হইয়াছে, তাই যামিনীর প্রারম্ভের সময় ঘোষনা করিতেছে। ললিত সতীশের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন সতীশ

রাত্রি অনেক হইয়াছে, চল এখন বাসায় যাইয়া বিশ্রাম করি, কাল যাহা বিবেচনা করা যাইবে।”

সতীশ বলিলেন “ললিত, তবে তুমিও আমার সঙ্গে চল, এত রাত্রিতে আর বাসায় যাইয়া কাজ নাই”—আজ একত্রই আমার বাসায় চল, কাল সকালে বাসায় যাইও।”

ললিত সম্মত হইলেন, দুজনে আস্তে আস্তে সতীশের বাসায় উপস্থিত হইলেন।

দ্বিতীয় স্তবক।

সুখের স্বপনে।

রাত্রি অনেক হইয়াছে বলিয়া সতীশের শয়ন কক্ষে তখন কোন আলো ছিল না। সতীশ আলো জ্বালিলেন। সামান্য অবস্থাপন্ন লোক বলিয়া সতীশের শয্যার কোন পারিপাট্য ছিলনা। সামান্য একটী তক্তপোষের উপরে সামান্য একখানা তোষক, তদুপরি দুইটী সামান্য উপাধান স্থাপিত ছিল। তাহার একটি কিছু দীর্ঘাকৃতি। এইটীই সতীশের পার্শ্বে থাকিত; ললিত সমৃদ্ধিশালী লোকের সন্তান বলিয়া অপেক্ষাকৃত কোমল শয্যায় শয়ন করিতেন। সামান্য একখানা তক্তপোষের উপর একখানা সামান্য পাতলা তোষক ততদূর কোমল নহে, সুতরাং এই শয্যায় ললিতের নিদ্রাবেশ হওয়ার ততদূর সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু অধিক রাত্রি জাগরণ জনিত ক্লান্ততা প্রযুক্ত অবিলম্বেই নিদ্রাবেশ হইল। সতীশ উপাধানের এক প্রান্তে দক্ষিণ হস্তোপরি মস্তক ন্যস্ত করিয়া শায়িত হইলেন। মনে অনবরত চিন্তাবেগ প্রবাহিত হইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এপাশ হইতে ওপাশ ফিরিতে লাগিলেন, কিন্তু অনেকক্ষণ পরে একটু নিদ্রাবেশ হইল। প্রবাদ আছে যে মনুষ্যের মনে অনবরত যে চিন্তা জাগরুক থাকে, স্বপ্নে ও তাহাই

পরিলক্ষিত হয়। পাঠকগণ, এপর্য্যন্তও জানিতে পারেন নাই যে সতী
মনে অনবরত কি বিষয়ের চিন্তা বিরাজ করিতেছে—কোন্ চিন্তাতে সত
এই দুর্লভ মানবজীবনকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেছে—কোন্ চিন্তার প্রভা
প্রাণের বয়স্যদিগকে সাদর সম্ভাষণে পরাঙ্মুখ হইতেছে, কোন্ চিন্তার
স্রোত প্রবাহিত হইয়া আজ সতীশের হৃদয় পাথারে উত্তাল তরঙ্গ সমুত্থিত
করিয়া দিয়াছে। যে চিন্তার প্রভাবে সতীশ্ এতাধিক মনোভঙ্গ হইয়াছেন,
সতীশ নয়ন মুদিয়া আজি সে চিত্রেরই অভিনয় দেখিতেছেন। সতী-
শের শয্যার উত্তর প্রান্তে একটী গবাক্ষ ছিল। শয়ন কক্ষে বায়ু সঞ্চালন
মানসে সতত গবাক্ষ দ্বার উন্মুক্ত থাকিত, সুতরাং সেই দিবসও গবাক্ষ
দ্বার রুদ্ধ ছিল না। সতীশ দেখিতেছেন যেন সেই গবাক্ষ দ্বার দিয়া
একটী ষোড়সী কামিনী তাহার শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। ইহার আকৃতি
প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হইতেছিল, তিনি ইহাকে আরও কোন স্থানে দেখিয়
থাকিবেন। কামিনী কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়াই গবাক্ষ দ্বার রুদ্ধ করিলেন
গৃহে আলো জ্বলিতেছিল, নির্ব্বাণ করিলেন এবং আস্তে আস্তে সতীশের
পার্শ্বে বসিলেন। সতীশ নিদ্রাবেশেই শিহরিয়া উঠিলেন; একবার
চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখিলেন যে কেহই সেখানে নাই। আবার চক্ষু
মুদিলেন, দেখেন সেই ষোড়সী কামিনী তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া
স্বকীয় অঞ্চল দ্বারা তাঁহাকে ব্যজন করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে অঞ্চল দ্বারা
শরীর বিনিস্থত স্বেদবিন্দু সমূহ মুছিয়া দিতেছে। সতীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা
করিতেছেন "সুন্দরী! আমি তোমাকে কোন স্থানে দেখিয়া থাকিব মনে
হইতেছে, কিন্তু কোথায় দেখিয়াছি ঠিক মনে পড়িতেছেনা।"

সুন্দরী বলিল "মহাশয়, দেখিয়াছেন বইকি? আমি আপনার সেই
বাল্য সহচরী। আপনি নিতান্ত উদ্বিগ্ন আছেন শুনিয়া আপনাকে
দেখিতে আসিয়াছি। আমাকে কোন দিন দেখিয়াছেন বলিয়া যে
আপনার মনে আছে, আমি ইহাতেই কৃতার্থ মনে করিলাম। যাহা হউক
আপনি কিছু সুস্থ হইয়াছেন কি?"

সতীশ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "আমি যে জন্য ব্যস্ত তাহা
পাইলেই সুস্থ হইব, নচেৎ আমার আর সুস্থ হইবার উপায় নাই।"

সুন্দরী বলিল "মহাশয় আপনার অভিলষিত বস্তু আপনার নিকটেই রহিয়াছে, একটুক চেষ্টা করিলেই পাইতে পারিবেন। আপনি যাহার জন্য এত চিন্তাকুল হইয়াছেন, সেও আপনার জন্য একান্ত অভিভূত আছে। যাহা হউক মনে এইটী স্থির জানিবেন যে, আপনা হইতেও সে অধিক শোচনীয় অবস্থায় নিপতিত হইয়াছে।"

সতীশ সুন্দরীর আশ্বাস বাক্যে চিত্তের অনেক স্থৈর্য্যতা সম্পাদন করিলেন। ক্রমেই সুন্দরীর প্রতি তাহার মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল সুন্দরীর মুখবিনিসৃত বাক্যাবলী তাহার কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎ কাল পরে সুন্দরী বলিল "মহাশয়, আপনি বিশ্রাম করুণ, আমি এখন যাই।" শতীশের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হইল। চক্ষু উম্মিলিত করিয়া দেখেন, সেই অন্ধকারময়ী কক্ষেই আছেন, সেই উপাধানোপরি তাঁহার দক্ষিণ হস্তের উপর মস্তক বিন্যস্ত রহিয়াছে, ললিত তাহার পার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছেন, গবাক্ষদ্বার যেমন উন্মুক্ত ছিল তেমনি রহিয়াছে, দেহ নিসৃত স্বেদবিন্দু সকল একত্রিত হইয়া অবিরল ধারায় বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে! এতক্ষণ যাহা দেখিলেন, কিছুই না। হতাশায় অঙ্গ শিহরিয়া উঠিল, বক্ষস্থল ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। মর্ম্মবেদনা পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর হইয়া হৃদয়কে বিকল করিয়া তুলিল রাত্রি প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। একবার মনে করিলেন, এখন আর নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। আবার মনে করিলেন, সুসংবাদে মিথ্যা কথা যেরূপ সুখকর, বিকার প্রাপ্ত বাক্‌রোধী রোগীর প্রলাপ বাক্য যেরূপ আশাপ্রদ, অন্ধের স্বপ্নদর্শন যেরূপ আনন্দদায়ক, যদি আমিও পুনরায় নিদ্রাবেশে সেইরূপ অভিলষিত বিষয় লাভে ক্ষণ কালের জন্য ও সুখী হইতে পারি, তথাপি আপনাকে আপনি শ্লাঘ্য মনে করিব।" এই বলিয়া পুনরায় নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু চেষ্টা বিফল হইল। আর নিদ্রা আসিল না। রাত্রি প্রভাত হইল ললিত জাগরিত হইলেন, দেখিলেন সতীশ চঞ্চল অন্তরে এপাশ ওপাশ ফিরিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে একবার একবার তাহার মুখপানে তাকাইতেছেন। ললিত উঠিয়া বসিলেন, সতীশকে ও উঠিতে বলিলেন

কিন্তু সতীশ কোন উত্তর করিলেন না। আবারও বলিলেন, তাহাতেও উত্তর করিলেন না। ললিত সতীশের হাত ধরিয়া তুলিলেন। তখন আর সতীশ না উঠিয়া পারিলেন না।

অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনে লোক যেরূপ চমৎকৃত হয়, বজ্রনিনাদ শ্রবণে লোক যেরূপ স্তম্ভিত হয়, সতীশ তদবস্থা হইয়া ললিতের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সতীশের সেই ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন নিশ্চিতই মনে মনে কাহারও মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছেন। ললিত একথা ওকথা বলিয়া তাহার মনের গতি অন্যদিকে ধাবিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহা কে শুনে! দাবানল কি কখন শিশির সিঞ্চনে নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে? সতীশের হৃদয়কন্দরের স্তরে স্তরে আজ যে চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, সামান্য প্রবোধবন্ধন কি আজ সেই স্রোতের গতিরোধ করিতে পারে! যে বিরহপবন আজ সতীশের হৃদয়সাগর তরঙ্গিত করিয়াছে, কার সাধ্য যে আজ তাহা শান্ত করিতে পারে!! সতীশের হৃদয়ের তখনকার চিত্র অঙ্কিত করিতে পারে, কার সাধ্য। পাঠকগণের মধ্যে যদি সতীশের মত অবস্থায় কেহ কখনও পতিত হইয়া থাকেন, তবে তিনি বুঝিবেন; যদি কেহই সেরূপ না হয়েন, তবে সতীশের মত অবস্থা আপনার কল্পনা করিয়া নিন, সংসারে আপনার ও কেহ নাই, একথা মনে করুণ; সংসারে যে বিষয় লাভে আপনাকে সুখী মনে করিতে পারেন, সে লাভের আশা অন্তঃকরণ হইতে দূরীভূত করুণ—তাহা হইলেই সতীশের হৃদয়ের ছবি আপনার হৃদয়ে চিত্রিত হইবে—তবেই বুঝিতে পারিবেন সতীশ কি অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন।

ললিত বলিলেন "প্রিয় সতীশ, তোমাকে আর কত বলিব। এই দুঃখের জগতে কেহই সুখী হইতে পারে না, অথচ যার যার অবস্থা বিবেচনা করিয়া সকলেই নিজকে নিজে সুখী বোধ করিতেছে। যদি তাহা না করিত, তবে এই সংসার এতদিনে বনাকীর্ণ হইয়া যাইত। যাহার যে বিষয়ের অভাব হইত সে ব্যক্তিই সেই আশায় হতাশ হইয়া বিবেকী হইত। তাহা হইলে এতদিনে এই বিশ্বসংসার জনশূন্য অরণ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। আর একটী কথা এই যে তোমার মনে যে বিষয়ই

কেন না থাকুক, হতাশ না হইয়া অধ্যবসায়ের সহিত তাহা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টাকর, অবশ্যই কৃতকার্য্য হইবে। জগদীশ্বর যাহার অন্তরে যে বস্তু বা বিষয়ের জন্য আশার সঞ্চার করিয়াছেন, সেই অভিপ্সীত বস্তু লাভের একটী ক্ষমতাও তাহাকে দিয়াছেন; আর যাহাকে সেইরূপ ক্ষমতা দেন নাই তাহার হৃদয়ে ও তদ্রূপ কোন আশার সঞ্চার করেন নাই। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে বামন চন্দ্রকে ধরিতে ইচ্ছা করিত, খোঁড়া গিরি লঙ্ঘন করিতে চেষ্টিত হইত। আমি অনুমান করি যে, তুমি যাহাই কেন মনে না করিয়া থাক, চেষ্টা কর অবশ্যই ফল লাভ হইবে।"

ললিতের এবম্বিধ প্রবোধ বাক্যে সতীশের কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল। গত রজনীতে নিদ্রিতাবস্থায় যাহা দেখিয়াছেন, এতক্ষণ কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছিলেন, সুতরাং ললিত যাহা বলিয়াছিলেন সকল কথা তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয় নাই। ললিতের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন "ভাই ললিত, ভালবাসার কি অনির্ব্বচনীয় শক্তি! যিনি একবার ইহার কুহকে পতিত হইয়াছেন, ইহার বিরহে কি বিষময় ফল উৎপাদন করে, তাহা তিনিই বুঝিয়াছেন।" সতীশের এই কথা শুনিয়াই ললিত তাহার মনের ভাব কতক বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন "সতীশ যদি কোন বাধা না থাকে তবে তোমার মনের কথাটী প্রকাশ করিয়া বলিতে পার। কাল যখন তোমার সহিত নদীতটে বায়ু সেবনার্থ গমন করিয়াছিলাম, তখন হইতেই, এই বিষয়টী জানিবার জন্য আমার একান্ত কৌতূহল জন্মিয়াছে।"

সতীশ কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। ভাবিলেন ললিত একজন সমৃদ্ধিশালী লোকের সন্তান। তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইবার [illegible] ললিতের দ্বারা যতদূর সম্ভাবনা এত আর কিছুতেই নহে; বিশেষতঃ [illegible] তাহার একজন প্রকৃত বন্ধু; সুতরাং ললিতের নিকট মনের ভাল বাসি- করিতে কোন বাধা দেখিলেন না এবং গত রজনীর সমস্ত বৃত্তান্ত [illegible] হইলে- লেন। ললিত শুনিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং যাহাতে কোন চঞ্চল- বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন তদ্বিষয়ে চেষ্টা করিতে কৃতসংকল্প নিকট বলিত,

পাঠক! কিছু কালের জন্য সতীশের নিকট হইতে বিদায় হইয়া তাহার আকাঙ্খিত বিষয়টীর প্রতি মনোযোগ বিধান করুণ।

তৃতীয় স্তবক।

উন্মাদিনী।

জনাকীর্ণ নগর আর পল্লীগ্রাম উভয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বহুল পার্থক্যতা আছে; পল্লীগ্রামে নগরের শিল্প নৈপুণ্যতা কিছুই পরিলক্ষিত হয়না, আবার পল্লীতে সেই বিশ্বশিল্পীর যে সকল অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যর ছবি বিরাজ করিতেছে, তাহাতে কাহার মন আকর্ষণ না করে! গৃহ হইতে বাহির হইলে সামান্য গন্তব্য পথের উভয় পার্শ্বে নানা জাতীয় বৃক্ষশ্রেণীর শোভা সন্দর্শন করিয়া কাহার মন বিমুগ্ধ না হয়! মোহন-পুর গ্রামটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে, পল্লী গ্রামের মধ্যে একটী শ্রেষ্ট গ্রাম ছিল। এই গ্রামের ঈশান কোণে সতীশের পিতা অবস্থিতি করিতেন। যদিও সতীশের পিতা একজন সামান্য মুহুরীর কায করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু দেশহিতৈষীতা, বিদ্যোৎসাহিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে তাঁহার অন্তঃকরণ বিভূষিত ছিল; তিনি স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। যদিও তাহার পরিবার লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না, অথবা তাহার দুঃখের [illegible] সন্তান কিছু ছিলনা বটে, কিন্তু তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য [illegible]না করি[illegible] অসাধারণ চেষ্টায় আপন বাড়ীতে একটী বালিকা বিদ্যালর না করিত, করিয়া গ্রামস্থ বালিকা গণের শিক্ষার উপায় করিয়াছিলেন। যে বিষয়ের [illegible]ন বিষয় স্কুল হইতে বাড়ী আসিতেন, স্বয়ং বালিকাগণের হইত। তাহা হই[illegible] করত যথাসাধ্য পারিতোষিক প্রদান করিতেন। সেই পরিগণিত হইত। [illegible]াদিনী নাম্নী একটী বালিকা অধ্যয়ন করিত। বালি-

কাটী যদিও রূপে রম্ভা কি তিলোত্তমার সহিত উপমার উপযুক্তা না হউক, কিন্তু গুণে সাধারণের উদাহরণ স্থল হইবার সম্ভাবনা। সতীশের বাড়ীর পশ্চিমে একটী সামান্য পুকুর আছে, তাহার অপর পারে উন্মাদিনীর পিতা অবস্থিতি করেন। তাহার পিতার নাম আশুতোষ মিত্র। আশুতোষ কলিকাতায় দালালী কার্য্য করিয়া সামান্য অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন। উন্মাদিনীই তাহার একমাত্র সন্তান। সাংসারিক ব্যয় অধিকছিলনা বলিয়া আশুতোষ কিঞ্চিৎ অর্থ ও সঞ্চয় করিয়াছিলেন। উন্মাদিনীর যখন ৮ বৎসর বয়ক্রম, আশুতোষ তখন হঠাৎ বাতব্যাধি রোগগ্রস্থ হইয়া বাড়ীতে আইসেন; তৎপর আর বিষয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে না পারিয়া বাড়ীতে বসিয়া সঞ্চিত যাহা কিছু ছিল তাহাই ব্যয় করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী শিশুকাল হইতেই তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। সে যেসময় পাঠশালায় অধ্যয়ন করিতে যাইত তদ্ভিন্ন অপর সকল সময়েই রুগ্ন পিতার শয্যাপার্শ্বে পাঠ্য পুস্তক লইয়া বসিয়া থাকিত; এবং সর্ব্বদা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিত। আশুতোষ পীড়িতাবস্থায় প্রায় দুই তিন বৎসর বাড়ীতে থাকিয়া সুযোগ্য চিকীৎসক দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিলেন, কিন্তু কিছুতেই রোগের শান্তি হইল না, বরং ক্রমশ স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল; তখন আশুতোষ উন্মাদিনী ও তাহার জননীর ভবিষ্যত কষ্টের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তিনি যাহা চিন্তাকরিতেন, কাহাকে ও প্রকাশ করিয়া বলিতেন না।

উন্মাদিনী যখন পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস করিতে যাইত, অন্যান্য বালিকা দিগের ন্যায় বালস্বভাবসুলভ চপলতা প্রকাশ করিত না। সতীশ যত দিন গ্রাম্য পাঠশালায় বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিল, সে সততই পাঠশালা হইতে আসিয়া বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে যত্ন করিত। উন্মাদিনী লেখা পড়ায় বিশেষ মনোযোগী ছিল বলিয়া সতীশ তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং কখন কখন কাগজ, কলম, পেন্‌সীল প্রভৃতির অভাব হইলে তাহা পূরণ করিতেন। উন্মাদিনীর সহিত যদি কখন কোন চঞ্চলমতি বালিকার সহিত ঝগড়া হইত, অমনি আসিয়া সতীশের নিকট বলিত,

সতীশ তাহা মীমাংশা করিয়া দিতেন; বাস্তবিক সতীশ তাহাকে প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন।

এক দিবস সতীশের পিতা বাড়ী আসিয়াছেন, তখন বালিকাগণ সকলে একত্রিত হইয়া সতীশের পিতার নিকট আসিয়া তাঁহার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। সতীশ তখন বাড়ীতেই ছিলেন। উন্মাদিনী সতীশের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহার পিতার নিকট দাঁড়াইয়াছে, হঠাৎ সতীশের পিতার নয়ন সেই দিকে পতিত হইল। সতীশের পিতা উন্মাদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক তাহার হাতে একটী মিঠাই দিতে হস্ত প্রসারিত করিলে, উন্মাদিনী লজ্জিতা হইয়া সতীশের মুখের দিকে একবার চাহিয়াই তাহার পশ্চাৎ গিয়া দুই হাতে সতীশের উরুদেশ জড়াইয়া ধরিল। পাঠকগণ! উন্মাদিনীর সরলতার ভাব আপন মনে একবার ভাব দেখি! ভালবাসার কেমন একটী চিত্র, আপন হৃদয়ে একবার আঁক দেখি!! এ ভালবাসা যে অকৃতিম ভালবাসা তার কি সন্দেহ আছে, বল দেখি!! উন্মাদিনীর তখনকার ভাব দেখিয়া নিশ্চিতই বোধ হইল যেন সতীশ তাহার আপনার কেহ হইবে, এবং সতীশের পিতা অপর লোক, তাই সতীশের পিতার প্রদত্ত বস্তু গ্রহণ করিবে কি না, অনুমতির অপেক্ষায় সতীশের মুখের দিকে চাহিয়াই তাহার পশ্চাদ্ভাগে গিয়াছে। সতীশ উন্মাদিনীর দুই হস্ত ধরিয়া সম্মুখে আনিলেন এবং আপনার দক্ষিণ হস্তে উন্মাদিনীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া পিতার নিকট প্রসারিত করিলেন; পিতা উন্মাদিনীকে মিঠাইটী প্রদান করিয়া খাইতে বলিলেন। উন্মাদিনী আর তখন খাইল না, হাতেই রাখিল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য বালিকাগণ আপন আপন বাটী চলিয়া গেলে উন্মাদিনী সতীশের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অন্দর মহলে প্রবেশ করিল এবং সতীশের পিতার প্রদত্ত মিঠাইটীর অর্দ্ধাংশ সতীশের হাতে দিয়া বলিল "আপনি এই আধখানা খান।" সতীশ উন্মাদিনীর এই প্রকার ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত হইয়া বলিলেন "তুমি এটী সমস্তই খাও আমার জন্য বাড়ীতে আরও আছে।"

উন্মাদিনী বাম হস্তে সতীশের বাম হস্ত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে

মিঠাইটী লইয়া অধোমুখী হইয়া বলিল "যদি আপনি এইটুকু না খান, তবে আমি ও খাইব না।"

সতীশের মনে তখন অনির্ব্বচনীয় এক ভাবের উদয় হইল। সতীশ উন্মাদিনীকে বলিলেন যে, "আমি খাইলেই যদি তুমি সন্তুষ্ট হও তবে আমার মুখে তুলিয়া দেও।" উন্মাদিনী সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া সতীশের মুখে মিঠাই দিলেন, সতীশ ও উন্মাদিনীর হস্ত হইতে অপরার্দ্ধ লইয়া উন্মাদিনীকে খাওয়াইয়া দিলেন। তখন দিবা প্রায় অবসান হইয়াছে, সতীশ জানিতেন যে উন্মাদিনীর পিতা নিতান্ত পীড়িত, সুতরাং উন্মাদিনীকে বলিলেন, "উন্মাদ! এখন বাড়ী যাবে কি?"

উন্মাদিনী বলিল "হাঁ! বাবা বড় পীড়িত আছেন, সন্ধ্যা ও প্রায় হইল, আজ বড় বিলম্ব হইয়াছে। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার আমার সঙ্গে আসিয়া বাবাকে ব'লে যান, তবে বড় ভাল হয়, নতুবা বাবা আমাকে গালাগালি দিবেন।

সতীশ উন্মাদিনীর কথা শুনিয়া বলিলেন "তবে চল আমি এখনি তোমার বাবাকে বলিয়া আসিব; তোমার কিছু ভয় নাই, আমি বিশেষ রূপে তাঁকে বলিয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া সতীশ উন্মাদিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ধীরে ধীরে তাহাদের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। উন্মাদিনীর জননী কিছু উগ্রস্বভাবা স্ত্রীলোক ছিলেন। উন্মাদিনী এত বিলম্বে আসিয়াছে বলিয়া একবারে খড়্গ হস্ত হইয়া উঠিলেন। বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া সতীশ উন্মাদিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, সুতরাং উন্মাদিনী একটু পূর্ব্বে বাড়ীতে প্রবেশ করিয়াছিল। তখন উন্মাদিনীর মাতা সতীশকে দেখিতে পাইয়াছিল না। উন্মাদিনী জননীর কথা শুনিয়া ভয়ে একান্ত জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মধ্যে মধ্যে একবার একবার সতীশের আগমনাপেক্ষায় ফিরিয়া চাহিতে আরম্ভ করিল, বোধ হইল যেন সতীশ তাহাকে তাহার মাতার আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় মনে করিয়াই তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অন্তরাল হইতে তাঁহার মাতার তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া সতীশের মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হইল; সতীশ দ্রুত পদে উন্মাদিনীর জননীর নিকট উপস্থিত

হইয়া বিনয়নম্রবচনে বলিতে লাগিলেন " মাত! আজ আমাকে ক্ষমা করিবেন; আমিই আজ উন্মাদিনীকে এতক্ষণ আসিতে দেই নাই। আমার পিতা মহাশয় আজ বাড়ী আসিয়াছেন, তাই ইহাকে কিছু কালের জন্য অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। উন্মাদিনী অনেকক্ষণ আসিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু আমিই তাহাকে আসিতে দি নাই। এই কথা বলিবার জন্য আমি আপনার নিকট আসিয়াছি, অতএব প্রার্থনা করি, আমাকে আজকার জন্য ক্ষমা করুণ; আমি আর কখন ও এরূপ করিবনা; আজ উন্মাদিনীকে আর এজন্য কিছু বলিবেন না।" উন্মাদিনীর মাতা সতীশের সেই বিনয়পূর্ণ মধুর বচনে নিতান্ত সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "আমি জানিতামনা যে তোমার পিতা আসিয়াছেন, আর তুমি তাহাকে অপেক্ষা করিতে বলিয়াছ বলিয়া তাহার এত বিলম্ব হইয়াছে; আমি মনে করিয়াছিলাম যে পাড়ার কোন বালিকার সহিত খেলা করিয়া সময় কাটাইতেছে; আমি ইচ্ছাকরি যে আমি এজন্য উন্মাদিনীকে যাহা বলিয়াছি সে জন্য তুমি দুঃখিত হইবেনা। আমি না জানিয়াই এ রূপ করিয়াছি।"

উন্মাদিনীর মাতার কথা শুনিয়া শতীশ নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। সতীশ যখন উন্মাদিনীর মাতাকে ঐ প্রকার বলিতেছিলেন, উন্মাদিনী তখন সতীশের হাত ধরিয়া অধোমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সতীশ উন্মাদিনীকে তাহার জননীর নিকট আনিয়া আস্তে আস্তে বলিলেন " উন্মাদ, রাত্রি হইয়াছে, আমি এখন বিদায় হই।" উন্মাদিনী লজ্জায় আর কিছুই বলিলেন না। সতীশ যতক্ষণ পুকুরের অপর পারে গিয়া বৃক্ষের অন্তরালে পড়িলেন, উন্মাদিনী ততক্ষণ এক-দৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। উন্মাদিনীর জননী তাহা দেখিতে পাইলেন, কিন্তু কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অথবা ইহার কারণ জানিবার জন্য তাঁহার তত ঔৎসুক্য ও জন্মিল না; সোজা সুজি মনে করিলেন যে সতীশ যে তাহাকে তাহার তিরস্কার হইতে রক্ষা করিয়াছে, এই জন্যই বোধহয় তাহার পানে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছে। এদিকে যে সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর সতীশের প্রাণে প্রাণে বাঁধিয়া রাখিয়াছে,

তাহা কে বুঝিবে! উন্মাদিনী যে আজীবন সতীশের পশ্চাদ্‌গামীনী হইয়া তাহার পদে পদে পাদবিক্ষেপ করিবে, তাহা কাহার মনে জাগিয়াছে! সতীশের হৃদয়ের সহিত উন্মাদিনীর হৃদয় যে এক হইয়া গিয়াছে তাহা কে বুঝিতে পারিয়াছে? সতীশ কিম্বা উন্মাদিনী কেহই এপর্য্যন্ত মনে করে নাই যে, উন্মাদিনী সতীশের দুঃখজীবনের সঙ্গিনী হইবে। ইহা কেবল তাহাদের অন্তরাত্মা জানিয়াছে তাহাদের পরস্পরের প্রাণে জানিয়াছে, তাহা নাহইলে তাহাদের মধ্যে এই অনির্ব্বচনীয় ভালবাসা কি কখনও সম্ভবে? প্রণয় কি পদার্থ?—একের প্রাণের সহিত অন্যের প্রাণের আকর্ষণই ভালবাসা, একের হৃদয়ের সহিত অন্যের হৃদয়ের মিলনই প্রণয়। যেমন এক বস্তুর সহিত অন্য বস্তুর সম্বন্ধ থাকিলে, একে অন্যকে আকর্ষণ করিয়া থাকে, সেই আকর্ষণে উভয় পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া দৃঢ় সংলগ্ন হয়, সেইরূপ এক জনের প্রাণের সহিত অন্যজনের প্রাণ আকৃষ্ট হইয়া যে ভালবাসা জন্মায় তাহার স্থায়ীত্বকেই প্রণয় বলে। অধিকন্তু দুইটী পদার্থ একি পদার্থে নির্ম্মিত না হইলে, অথবা একই প্রকার গুণ না থাকিলে একে অন্যকে আকর্ষণ করিতে পারেনা। সতীশের প্রাণ ও উন্মাদিনীর প্রাণ যে একই পদার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা এখন পর্য্যন্ত সতীশ কিম্বা উন্মাদিনী কেহই বুঝিতে পারে নাই, কেবল তাহাদের প্রাণেই বুঝিয়াছে। তাহাতেই আজ উন্মাদিনীর প্রাণ উন্মাদিনীকে বলিয়া দিতেছে,—দেখাইয়া দিতেছে যে, যে আজ তোমাকে তোমার জননীর বাক্য যন্ত্রণা হইতে রক্ষা করিল, সেই তোমাকে চিরকাল সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিবে; যে সতীশের কোমল হৃদয়কে আজ তোমার জননীর বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়াছে, সেই হৃদয় চিরকাল তোমার দুঃখে সন্তাপিত হইবে,—যে প্রাণ, তোমার দুঃখে আজ ব্যথা পাইয়াছে, সেই প্রাণ অনন্তকাল তোমার প্রাণের সহিত মিশিয়া থাকিবে; তুমি আজ যাহার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ, অনন্তকাল ইহার দিকে চাহিয়া থাকিবে। তুমি কি চাহিবে? তোমার প্রাণের উত্তেজনায় চাহিতে হইবে। নারীগণ! একবার এই কোমল মতি বালিকার প্রতি দৃষ্টি কর—একবার ইহার প্রাণের চিত্র তোমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত কর;

তবেই বুঝিতে পারিবে, কেন সেই সীতা সতী রাজভোগ বাসনা তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া দুর্ব্বিসহ কষ্টভোগ করিতে পতির অনুগমন করত বনবাসিনী হইয়াছিলেন—কেনইবা সাবিত্রী সতী আপন প্রাণের বাসনা পরিত্যাগ করত প্রাণপতির মৃতদেহ বক্ষে করিয়া নিবিড় কাননে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তোমরাও ত সেই নারীকূলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ—তোমরাও ত সেই রূপ পতিকে পাণিদান করিয়াছ—তবে কেন তাঁহাদের মত ছায়ারূপিণী পতির অনুগামিনী হও না? পতির দুঃখে তোমাদের হৃদয় কেন বিগলিত হয় না? তোমরা ও কেন লক্ষ লক্ষ সাবিত্রী হইয়া চিরস্মরণীয় হওনা? তবে কি তোমরা সেরূপ করিতে পার না? তবে কি তোমরা সেরূপ হইতে পারনা? অবশ্যই পার। মন হইতে বিলাসিতা পরহিংসা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তি পরিহার কর, সরলতাকে হৃদয়াসনে আসীন কর, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পদে স্বামীর হিতোপদেশকে হৃদয়ে দৃঢ় রূপে সম্বর্দ্ধ কর, নিয়ত মধুরালাপে, সৎপরামর্শে স্বামীকে কুপথগামী হইতে নিবৃত্তি কর, তখন বুঝিবে যে, এই সংসার কি সুখের স্থান; এই সংসারই স্বর্গ, ইহা অপেক্ষা আর দ্বিতীয় স্বর্গ নাই, ইহাই প্রকৃত সুখের আলয়।

শৈশবে প্রণয়।

সতীশ বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আপন আলয়ে গমন করিলেন। এদিকে তাহার বিলম্ব দেখিয়া তাহার পিতা ও মাতা সতীশের সম্পর্কে নানা প্রকার কথাবার্ত্তা আরম্ভ করিয়াছেন। সতীশ অন্তরাল হইতে একটুকু আভাস পাইয়া বিশেষরূপ শুনিবার জন্ম প্রচ্ছন্নভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সতীশের পিতা বলিতেছেন "আমার ইচ্ছা হয় যে আশুতোষের মেয়েটীর সহিত সতীশকে বিবাহ দি।"

সতীশের মাতা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আমার ইচ্ছাও তাই বটে, কিন্তু আজ কাল আশুবাবু নিতান্ত পীড়িত অবস্থায় বাড়ী আছেন; তিনি নিতান্ত খারাপ অবস্থায় আছেন; সতীশের মুখে শুনিয়াছি, তিনি সেরূপ কাতর হইয়া পড়িয়াছেন, বোধ হয় বাঁচিবেন না। সতীশ

নিয়তই আশুবাবুর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকে এবং উন্মাদিনীকে সর্ব্বদা দুঃখিনী বলিয়া হাত ধরিয়া আমাদের বাড়ীতে লইয়া আইসে। আমার বোধ হয় সতীশ উন্মাদিনীকে ভাল বাসে। যদি আপনার এরূপ ইচ্ছা হয় তবে একবার উন্মাদিনীর পিতার নিকট প্রস্তাব করিতে পারেন। কিন্তু ভদ্রলোক আজকাল যে অবস্থায় আছেন, বোধহয় ইচ্ছা থাকিলেও সম্মত না হইতে পারেন। কারণ আমাদের অবস্থাও ততদূর ভাল নয় যে তাঁহার এই অসময়ে আমাদের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য চলিবে; বিশেষতঃ উন্মাদিনী ভাল লেখা পড়া শিখিতেছে। দুই এক বৎসর পরে ভাল পাত্রেই সমর্পণ করিতে পারিবে।

গৃহিণীর কথা শুনিয়া সতীশের পিতা বলিলেন "আমার এইরূপ প্রস্তাব করিতে ইচ্ছা হইয়াছে বলিয়া আজকালই যে করিতে হইবে এরূপ অভিপ্রায় নহে। বিশেষতঃ সতীশ এখন এণ্ট্রেন্স ও পাশ করে নাই। তাহার পূর্ব্বে ত বিবাহ হওয়াই উচিত নহে। ভাল, সতীশ অনেকক্ষণ গিয়েছে, এখনও আসিতেছে না কেন? তুমি একবার খানিক এগিয়ে দেখে এস দেখি।"

সতীশ এইকথা শুনিয়া মনে করিলেন, হয়ত এখন আমার জননী বাহিরে আসিবেন, অতএব আর আমার এ অবস্থায় অপেক্ষা করা উচিত নহে, এই বলিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে আঙ্গিনায় উপস্থিত হইলেন। সতীশের পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বিলম্ব হইল কেন?"

সতীশ বলিলেন "আশুতোষ মিত্র মহাশয়, অত্যন্ত পীড়িত আছেন, তাই তাঁহার নিকট কিছুকাল বসিয়াছিলাম।"

সতীশের পিতা বলিলেন "তিনি এখন কেমন আছেন; তাঁহাকে এখন কোন্ ডাক্তার দেখিতেছেন?"

সতীশ। তাঁহার অবস্থা বড় ভাল নয়; কিন্তু কোন্ ডাক্তার দেখিতেছেন জানি না। সে দিন উন্মাদিনী বলিয়াছিল যে সূর্য্যবাবু দেখিতেছেন।

পিতা। কাল সকালে একবার আমাকে স্মরণ করিয়া দিবে, আমি একবার দেখিয়া আসিব।

সতীশ "যে আজ্ঞে" বলিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। অন্তরালে দাঁড়াইয়া সতীশ যাহা শুনিলেন ইহাতেই সতীশের মনে উন্মাদিনীর সহিত তাহার বিবাহের কথা প্রথমে উদয় হইল। ইতিপূর্ব্বে যদিও তাহাকে অত্যন্ত প্রাণের সহিত ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু তাহার সহিত যে বৈবাহিক সম্বন্ধে বদ্ধ হইবে ইহা কখনই ভাবেন নাই। অদ্য হইতেই সতীশের মনে সেই ভাবের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল; হৃদয়ে ভাল বাসা দৃঢ়রূপে সম্বদ্ধ হইতে লাগিল। পর দিন প্রত্যুষে সতীশের পিতা গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে একটী লোক আসিয়া বলিল, "মহাশয়, আশুতোষ মিত্র মহাশয় প্রায় চারিমাস যাবত পীড়িত এবং শয্যাগত আছেন, তিনি আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিয়াছেন, অনুগ্রহ পূর্ব্বক একবার গেলে নিতান্ত অনুগৃহীত হইবেন। সতীশের পিতা শুনিবামাত্রই তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে গমন করিলেন। অনেক কথাবার্ত্তার পর আশুতোষ মিত্র বলিলেন "ঘোষ মহাশয়, আমি যে শয্যায় পতিত হইয়াছি, বোধ হইতেছে যে এই শয্যাই আমার অন্তিম শয্যারূপে পরিগণিত হইবে। যাহাহউক আপনাকে একটী কথা বলিতে আমার একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে। যদি, বিরক্তি প্রকাশ করিবেন না বলিয়া আশ্বস্ত করেন, তবে বলিতে পারি।"

সতীশের পিতা নিতান্ত সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। পর নিন্দা প্রভৃতি কোন অসৎপ্রবৃত্তি কখনও তাহার হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে নাই। তিনি শুনিবা মাত্রই বলিলেন "মহাশয় আপনার যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, আমি কোনরূপ বিরক্তি প্রকাশ করিব না।"

সতীশের পিতার কথা শুনিয়া আশুতোষ নিতান্ত প্রীত হইলেন। ব্যাধির যাতনায় বসিয়া থাকিতে নিতান্ত কষ্ট হইত বলিয়া অনবরতই শুইয়া থাকিতেন; তখন তাঁহার বসিতে ইচ্ছা হইল, সুতরাং উঠিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু উঠিতে পারিলেন না। সতীশের পিতা তাঁহাকে ধরিয়া বসাইলেন। প্রথমতঃ আপনার শারীরিক ও মানসিক যাতনা সম্পর্কে অনেক প্রকার আলাপ ব্যবহার করিয়া পরে বলিলেন "গতকল্য আপনার পুত্র শ্রীমান্ সতীশ আমাদের বাড়ী আসিয়াছিল; আসিবামাত্রই আমি

তাহাকে আমার নিকট কিছু কালের জন্য বসিতে বলিলাম এবং নানা প্রকার কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম ; বাস্তবিক তাহার মিষ্টালাপ এবং বিনীত স্বভাবে আমি এতদূর প্রীত হইয়াছি যে আমার একান্ত বাসনা হইয়াছে আমার তনয়া উন্মাদিনীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করি।”

পাঠকের বোধ হয় মনে আছে যে গতকল্য সতীশের পিতা ও তাহার জননী আপনা আপনিই এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, এবং সতীশের পিতারও মনোগত ভাব ছিল যে, তিনিই আশুতোষ বাবুর নিকট এই প্রস্তাব করিবেন ; কিন্তু যখন আশুতোষ বাবুকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এই প্রস্তাব করিতে হইল, তখন আর তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনিও বলিলেন “আমিও আপনার নিকট এই প্রস্তাব করিব বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সতীশ ও উন্মাদিনীর পরস্পর যেরূপ ভালবাসার বিষয় অবগত হইয়াছি, তাহাতে যদি এরূপ ঘটনা হয়, ভরসা করি কার্য্যটীর পরিণাম নিতান্ত সুখেরই হইবে। যাহাহউক সতীশ ও উন্মাদিনী কেহই এখন বিবাহের উপযুক্ত হয় নাই। যদি এখনই ইহাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পাদন হইয়া যায়, তবে ইহাদের উভয়েরই পরিণাম খারাপ হইতে পারে। অতএব যদি আপনার একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে যে সতীশকে উন্মাদিনীর পাণিদান করিবেন, আমিও এপর্য্যন্ত বলিতে পারি যে আমিও উন্মাদিনীর সহিত সতীশের বিবাহ দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম। আমার ও একান্ত ইচ্ছা যে সতীশ উন্মাদিনীর পাণিগ্রহণ করে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত এল, এ, পরীক্ষা না দেয় সে পার্য্যন্ত তাহার বিবাহ না হওয়াই মত। আমি ও সতীশকে শীঘ্রই কলিকাতা লইয়া যাইতেছি, আপনি ও উন্মাদিনীব বিদ্যাশিক্ষা সম্পর্কে একটুকু মনোযোগ বিধান করিবেন। বিশেষতঃ উন্মাদিনীর তত্ত্বাবধানের জন্য আমার বাটীতে বিশেষরূপে বলিয়া যাইব।”

সতীশের পিতার প্রস্তাবে আশুতোষও সম্মতি প্রদান করিলেন এবং বলিলেন যে, “আমি আজ হইতেই উন্মাদিনীকে সতীশের হস্তে সমর্পণ করিলাম, এখন আপনি যেরূপ সুবিধা বোধ করেন তদনুরূপ কার্য্য

করিবেন। উন্মাদিনীকে আজ হইতেই আপনার পুত্রবধূ বলিয়া মনে করিবেন। আমি যে শয্যায় শায়িত হইয়াছি, আজ হ'ক, কাল হ'ক, কি দুমাস পরে হ'ক এই শয্যাই আমার শেষ শয্যা হইবে।" এই কথা বলিতে বলিতেই আশুতোষের চক্ষে জল আসিয়া পড়িল, আর কথা কহিতে পারিলেন না, বস্ত্রের এক পার্শ্ব দিয়া চক্ষু মুছিয়া ফেলিলেন। পাঠক, মনে করিতে পারেন যে আশুতোষ তাঁহার প্রিয়তমা তনয়ার পাণিদানের প্রস্তাব করিতেছেন, এ প্রস্তাব তাহার পক্ষে সুখের প্রস্তাবই বটে; তবে তাহার চক্ষে জল আসিবার কারণ কি? তবে কি এই অশ্রু আশু-তোষের আনন্দাশ্রু হইবে? তাহা নয়—আশুতোষ একটী তরুণ বয়স্ক যুবক; পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পার্থিব সুখভোগে এখনও পরিতৃপ্ত হয় নাই, কিন্তু ইহারই মধ্যে তাঁহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে হইতেছে, ইহার মধ্যেই তাহাকে পরকালের জন্য চিন্তা করিতে হইতেছে। কোথা আশুতোষ আত্মীয় স্বজন সমভিব্যাহারে অতুল আনন্দে একমাত্র তনয়ার উদ্বাহকার্য্য সম্পাদন করিবে, না আজ মৃত্যু শয্যায় শায়িত হইয়া, উত্থান শক্তি রহিত হইয়া সেই তনয়াকে অসময়েই অন্যের হস্তে সমর্পণ করিতে হইতেছে! আশুতোষের পক্ষে ইহা হইতে আর কি কষ্ট হইতে পারে!

আশুতোষের অবস্থা দেখিয়া সতীশের পিতা অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। লোকে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলে তাহার কোন প্রকার শান্তির উপায় নাই, সুতরাং সতীশের পিতা আর আশুতোষের চিত্তের স্থৈর্য্যতা সম্পাদন করিতে পারিলেন না; কেবল এইমাত্র বলিলেন যে, মানবদেহ ব্যাধির মন্দির স্বরূপ; পৃথিবীতে এমন কোন মনুষ্য এপর্য্যন্ত জন্ম গ্রহণ করে নাই যে একবারও ব্যাধির যাতনা ভোগ না করিয়াছে। অতএব আপনার এবিষয় মনে করিয়া নিয়ত হতাশ হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। অদৃষ্টে যত দিন কষ্ট আছে, ভোগ করিতে হইবে। অতএব সে বিষয়ে চিন্তা না করিয়া যাহাতে আরোগ্যলাভ করিতে পারেন তাহার যথোচিত উপায় বিধান করুণ। এই বলিয়া সতীশের পিতা গাত্রোত্থান করিলেন। উন্মাদিনীর জননী আশুতোষের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বলিলেন "আপনি যে প্রস্তাব করিলেন

তাহা হইলে নিতান্ত সুখের বিষয়ই বটে, কিন্তু সতীশের পিতার অবস্থাও ততদূর উন্নত নয় যে, যদ্দ্বারা অসময়ে আমাদের কিছু সাহায্য হইতে পারিবে, সতীশও এখন বালক, তাহার ও লেখা পড়ার পরিণাম কি হয়, নিশ্চিত নাই; এরূপ অবস্থায় এক্ষণে এপ্রকার করা আমার মতে ততদূর সঙ্গত বোধ হয় না। উন্মাদিনী নিকটে থাকিয়া পূর্ব্বাপর সকল কথাই শুনিয়াছিলেন; সতীশের সহিত যে তাহার বিবাহ হইবে এইটী বিশেষরূপ অবগত হইয়া মনে মনে নিতান্ত আনন্দিত হইল। উন্মাদিনীর যখন দশ বৎসর বয়ক্রম তখন এইরূপ কথা বার্ত্তা হয়। ভিন্ন ভিন্ন রুচি সম্পন্ন পাঠক পাঠিকা গণের মধ্যে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, এই প্রস্তাবে উন্মাদিনীর মনে আনন্দ হওয়া অসম্ভব, কারণ উন্মাদিনীর বয়স এক্ষণে দশ বৎসর মাত্র; বিবাহ সম্পর্কে সুখ দুঃখ, অথবা কি প্রকার স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য, এরূপ বিচারশক্তি এখনও জন্মে নাই। ইহার উত্তরে এইমাত্র বলিতে পারি যে, মধ্যে মধ্যে দশ কিম্বা একাদশ বৎসর বর্ষীয়া বালিকাগণের বুদ্ধি পরিপক্কতার যতদূর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, বিংশতি বর্ষীয়া যুবতীগণের মধ্যে ও তদনুরূপ একটী পাওয়া দুষ্কর। আধুনিক কোন সম্প্রাদায় চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে বালিকাদিগের বিবাহ অন্যায় বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদের মতে দশ বৎসরে কন্যাগণকে পরিণীতা করিতে পারিলে কোন অনিষ্ট হয় বলিয়া অনুভূত হয় না। পূরাকালের যে সমস্ত সাধ্যা সতীদিগের গুণ অদ্যাপিও পৃথিবীতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা প্রভৃতির সাধারণের দ্বারা ঘোষিত হইতেছে, তাঁহারাও প্রায় সকলেই নবম বৎসরে পরিণীতা হইয়াছিলেন। আজ কাল যাঁহারা বিশংতি কি দ্বাবিশংতি বৎসর বয়সে রীতিমত জ্ঞানলাভ করিয়া পরিণীত হইতেছেন, এপর্য্যন্ত কেহ কি তাঁহাদের এক জনেরও সমতুল্যা হইতে পারিয়াছেন? অথবা কোন কালে হইতে পারিবেন, কেহকি এরূপ ভাব, ভ্রমে ও মনে স্থান দিতে পারেন? পূরাকালে যখন সহমরণ প্রথা ভারতে প্রচলিত ছিল,—যখন আর্য্যরমণীগণ নিজের প্রাণ অপেক্ষাও স্বামীকে অধিক মনে করিতেন, স্বামীবিচ্ছেদকে, প্রাণ বিসর্জ্জন হইতেও অধিক কষ্টকর বোধ করিতেন,—জীবন্তদেহকে অগ্নিদগ্ধকরিতে যে কষ্ট হয়, পতিবিয়োগ

জনিত দুঃখ তাহা হইতেও যাঁহারা অধিক মনে করিতেন—তাঁহারা প্রায়ই দশ-বৎসরবয়সের মধ্যেই পরিণীতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা কি শিক্ষিতা ছিলেন না? তাহারা কি স্বামী স্ত্রীতে কি সম্বন্ধ,জানিতেন না? তাঁহারাই কিএকমাত্র পতিপ্রাণগতা ছিলেন না? বোধ হয় মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবেন যে, তাঁহারা তরুণ বয়স হইতেই স্বামী সহগামিনী হইয়া যেরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ভূমণ্ডলে কোন কালে কোন জাতিতে সেরূপ পরিলক্ষিত হয় নাই। বালিকা দিগের সাধারণ জ্ঞান জন্মিলেই উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা শিক্ষিতা করিতে চেষ্টা করা অভিভাবকগণের একান্ত কর্ত্তব্য। সেই শিক্ষক কে? কাহার দ্বারা বালিকাগণ রীরিমত শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারে? কে তাহাদের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিতে পারে?-যাঁহারা চিরকাল তাহাদিগকে সঙ্গিনী করিয়া এই দুস্তর সংসার সাগর অনায়াসে অতিক্রম করিতে চান, যাঁহারা তাহাদিগকে আপনাপন সুখ দুঃখের অংশী করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই ইহাদের এক মাত্র শিক্ষক—তাঁহারাই ইহাদিগের অন্তরে সুনীতির অঙ্কুর উৎপাদন করিয়া সুশিক্ষিত করিতে বাধ্য। তাঁহারা কে? অর্থাৎ স্বামী। অতএব যদি বালিকাগণের প্রকৃত শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহা-দিগকে স্বামীর অধীন না করা যায়, কোন্ মূঢ় মানব অস্বীকার করিবে যে, ভবিষ্যতে তাহাদের দ্বারা সংসার কার্য্যক্ষেত্রে বিষময় ফল প্রসূন হওয়া অসম্ভব? কোন্ মূঢ়মতি স্বীকার করিতে পারে যে তাহারাই প্রকৃত পক্ষে পুরুষের সঙ্গিনী হইয়া তাহাদের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া এবং সংসার সাগর অতিক্রম করিবে? বালিকাগণ, বুদ্ধির পরিপক্কতার সঙ্গে সঙ্গে যে শিক্ষা লাভ করে, যেমন তাহারা পূর্ণ বয়স্ক হইতে থাকে, তাহাদের হৃদয়ে ও সেই শিক্ষা দৃঢ়সম্বন্ধ হইতে থাকে। উন্মাদিনীর এখন হিতাহিত বিবেচনা শক্তি জন্মিতেছে, সতীশের সহিত তাহার বিবাহ হইবে এই কথা শুনিবা মাত্রই তাহার মনে এই ভাবের উদয় হইল যে, যে ব্যক্তি, তাহার সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকা সত্বেই যখন তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছে, যদি তাহার সহিত তাহার বিবাহ হয় ভবিষ্যতে ইহা অপেক্ষাও অনেক গুরুতর বিপদে রক্ষা পাইবে। সুতরাং উন্মাদিনী মনে মনে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন, কিন্তু এতদূর সাবধানতার সহিত চলিতে লাগিলেন

যেন কেহ তাহার মনের কথা বুঝিতে না পারে। এদিকে পাঠশালায় যাইবার সময় উপস্থিত হইল। কিন্তু আজ আর উন্মাদিনী পাঠশালায় যাইতে তত তাড়াতাড়ি করিতেছে না। উন্মাদিনীর পিতা উন্মাদিনীকে বলিলেন "উন্মাদ, বেলা হইল এখন পাঠশালায় যাও।" উন্মাদিনী পিতার অনুমতি পাইয়া একটুক তাড়াতাড়ি করিয়া পাঠশালায় গমন করিলেন। অন্যদিন পাঠশালায় যাইবার পূর্ব্বেই সতীশের জননীর নিকট হইয়া যাইতেন সেদিন আর তাহা করিলেন না। সোজা সুজি পাঠশালায় গমন করিল।

পঞ্চম স্তবক।

প্রণয়ের দৃঢ়তা।

সতীশের পিতা বাড়ী আসিয়া গৃহিণীর নিকট আশুতোষ বাবুর সমস্ত প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন। সতীশের জননী পূর্ব্ব হইতেই উন্মাদিনীকে ভাল বাসিতেন; এসকল কথা শুনিয়া উন্মাদিনীর প্রতি আরও অধিকতর স্নেহ জন্মিল। সতীশের পিতা ও মাতা উভয়ে সতীশের নিকট এবিষয় গোপন রাখিতে চেষ্টা করিলেন; কারণ পাছে, লজ্জা বশতই হউক; কিম্বা অন্য কোন কারণেই হউক উন্মাদিনীর প্রতি তাহার আন্তরিক ভাবের বৈলক্ষণ্য হইলে ভবিষ্যতে আশানুরূপ ফল লাভ হইবে না। সুতরাং তাঁহারা কেহই আর সেই কথা প্রকাশ করিলেন না। উন্মাদিনী যখন পাঠশালায় গিযাছে, সতীশ ও তখন বাড়ীতে ছিলেন না। সতীশ বাড়ী আসিলে সতীশের পিতা উন্মাদিনীকে ডাকিয়া আনিবার জন্য সতীশকে পাঠাইয়া দিলেন; সতীশ ও সরল অন্তঃকরণে বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পাঠশালায় উন্মাদিনীর নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অন্যান্য দিবস উন্মাদিনী সতীশকে দেখিবা মাত্র সরল ভাবে যেরূপ কথা বার্ত্তা বলিত, আজ আর সেরূপ করিলেন না। পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সঙ্কুচিতা হইয়া সতীশের নিকটে আসিলেন। সতীশ তাহার দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উন্মাদিনীর দক্ষিণ

হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। উন্মাদিনী বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই মৃদুস্বরে সতীশকে বলিল "আপনি এখন আমার হাত ছাড়িয়া দিন।" সতীশ হাত ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু উভয়ে একত্রে সতীশের পিতার নিকট উপনীত হইল। সতীশের জননী তখন সেই ঘরে ছিলেন; উন্মাদিনীকে অধোমুখী হইয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া সতীশের পিতা উন্মাদিনীকে বলিলেন "বাছা উন্মাদ্, অমন করে দাঁড়াইয়া আছ কেন, আমার নিকট এস।" উন্মাদিনী মৃদুমৃদু পাদ বিক্ষেপ করিয়া সতীশের পিতার নিকট গেল; সতীশের পিতা উন্মাদিনীকে একটী মিঠাই দিবার জন্য সতীশের মাতাকে বলিলেন, সতীশের মাতা একটী মিঠাই লইয়া উন্মাদিনীর নিকট আগমন পূর্ব্বক "বাছা নেও" বলিয়া হস্ত প্রসারিত করিলেন, সে লজ্জায় অধোমুখী হইয়া মাথা নাড়িয়া নিতে অনিচ্ছা প্রদর্শন করিল। সতীশের জননী সতীশের পিতার মুখ পানে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক উন্মাদিনীর হস্ত ধরিয়া আপন ক্রোড়ে আনিলেন এবং মিঠাইটী মুখে তুলিয়া দিয়া স্নেহভরে মুখচুম্বন করত আপনার বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। উন্মাদিনীও সতীশের জননীর বক্ষে মিলিত হইয়া রহিল। আহা! সে সময়কার দৃশ্যটী কি চমৎকারই হইয়াছিল। সেই মুখচুম্বন কি প্রকার অনির্ব্বচনীয় স্নেহব্যঞ্জক বলিয়া বোধ হইল। পাঠক পাঠিকা গণ! তোমরা কি বুঝিতে পার, এটী কোন্ প্রকার স্নেহ—তোমরা কি ভ্রমেও মনে করিয়া থাক যে এরূপ স্নেহ কি হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে? এযে অপত্যস্নেহ। সতীশের জন্য সতীশের মাতার যে স্নেহ, সতীশের স্ত্রী ও তাঁহার সেইস্নেহের অংশী হইবে বলিয়া সতীশের মাতার আজিকার এই সস্নেহ মুখচুম্বন তোমাদিগকে চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। উন্মাদিনী ও সতীশের মাতার ক্রোড়ে তাহার বক্ষ স্থল জড়াইয়া এমতভাবে রহিল যেন আজ হইতেই উন্মাদিনী তাঁহার আপনা হইল, আজই যেন উন্মাদিনী সতীশের হস্তে তাঁহার আত্ম-সমর্পণ করিল। উন্মাদিনীর সহৃদয়তা দেখিয়া সতীশের পিতার হৃদয় আনন্দে নাচিয়া উঠিল। চক্ষু হইতে অবিরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। সতীশকে বলিলেন "বাছা সতীশ, তোমাকে আগামী কল্য আমার সহিত কলিকাতায় যাইতে হইবে। এখানে লেখা পড়ার সুবিধা

হইবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ আজকাল ইংরাজী বিদ্যার আদর হইয়াছে ; ইংরাজী না জানিলে অর্থোপার্জ্জন করা সুকঠিন ; আমার এমন কোন বিষয় নাই যে চাকুরী ব্যতিত তাহার সাহার্য্যে দশ দিবস অতিবাহিত হইতে পারে ; অতএব তোমার এখন কলিকাতায় থাকিয়া বিদ্যাভ্যাস করাই যুক্তিসিদ্ধ।

সতীশ "যে আজ্ঞা" বলিয়া কলিকাতা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে চলিলেন। কিন্তু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, তিনি কলিকাতা গেলে উন্মাদিনীর লেখা পড়ার পক্ষে আর তত্দূর মনোযোগ বিধান করিবার কেহই রহিল না। বিশেষতঃ উন্মাদিনীর পিতা যেরূপ পীড়িত, তাহাতেই তাহার লেখা পড়ার বিশেষ বিঘ্ন জন্মিতেছে ; কাগজ, কলম, পেন্সিল প্রভৃতি পাইবার অসুবিধা হইতেছে ; তিনি বাড়ী হইতে কলিকাতা আসিলে আরও হইবার সম্ভাবনা। এমন আত্মীয় ও কেহ নাই যে, যাহার নিকট এবিষয়ে অনুরোধ করিয়া যাইবেন ; সুতরাং সতীশ একটু বিষন্ন হইলেন। কাহাকে ও কিছু বলিতে পারিলেন না। পরদিন প্রাতঃকালে সতীশ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন "মহাশয় যদি আজ আমাকে কলিকাতা যাইতে হয়, তবে একবার আশুবাবুকে দেখিয়া আসিতে ইচ্ছাকরি, যদি অনুমতি করেন তবে যাইতে পারি।" সতীশের পিতা সতীশের কথা শুনিয়া আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইলেন এবং বলিলেন "বৎস সতীশ, তোমার কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় প্রীত হইলাম ; লোকের সহিত আলাপ ব্যবহার করিবার জন্য যে তোমার একান্ত ইচ্ছা আছে, ইহাতে আমি যৎপরোনাস্তি সন্তোষ লাভ করিলাম, তুমি স্বচ্ছন্দে আশুবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আইস।"

পিতার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া সতীর আশুতোষ বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "আমাকে বাবা আজ তাঁহার সহিত কলিকাতা যাইতে অনুমতি করিয়াছেন, অতএব আপনার সহিত সক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। আশীর্ব্বাদ করিবেন, আমি যেন সফল-মনোরথ হই।" আশুতোষ বাবু সতীশের বিনয়নম্র সদ্ব্যহারে সর্ব্বদাই প্রীত

ছিলেন, একথা শুনিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলেন এবং বলিলেন "জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি দীর্ঘজীবি হও, এবং তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হউক।

সতীশ যখন আশুতোষ বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন উন্মাদিনী অন্তরালে দাঁড়াইয়া সকলই শুনিল। সতীশ দূর দেশে যাইবেন, তাহার সহিত আর শীঘ্র দেখা হইবে না, তাহার লেখাপড়ার প্রতি দৃষ্টি করিবার আর কেহ এমন নাই, এই সমস্ত চিন্তা করিতে করিতে পুকুরের ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সতীশের ও বাসনা ছিল যে উন্মাদিনীকে কিছু বলিয়া যাইবেন, কিন্তু যখন আশুবাবুর নিকট হইতে বিদায় হইয়া ঘর হইতে বাহির হইলেন, তখন আর উন্মাদিনীকে দেখিতে পাইলেন না। সতীশ উন্মাদিনীর জননীর নিকট বিদায় লইতে গিয়া এদিক উদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে না পাইয়া বিষণ্ণ বদনে প্রত্যাগমন করিলেন। পুষ্করিণীর ধারে আসিয়া দেখেন উন্মাদিনী বিষণ্ণ বদনে অধোমুখী হইয়া বসিয়া দুই হাতে একটী বৃক্ষের পত্রকে খণ্ড খণ্ড করিতেছে। সতীশ দেখিবামাত্র উন্মাদিনীর হাত ধরিয়া উঠাইলেন এবং বলিলেন "উন্মাদ্! আমি অদ্য কলিকাতা রওয়ানা হইব, তোমার জন্য কি আনিব বল দেখি?"

উন্মাদিনী কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বনে থাকিয়া মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিল; দেখিল যে নিকটে কেহই নাই। সতীশের মুখের দিকে একবার চাহিয়া পুনরায় অধোমুখী হইল এবং বলিল "আপনি যে আজ কলিকাতা যাইবেন তাহা আমি কালই শুনিয়াছি, কিন্তু আমার একটী কথা স্মরণ রাখিবেন,—আপনি যত দিন বাড়ীতে ছিলেন আমার লেখাপড়া সম্পর্কে যখন যাহার অভাব হইত আমি তখনই আপনার নিকট হইতে তাহা প্রাপ্ত হইতাম; এখন আপনি স্থানান্তরে যাইতেছেন সুতরাং আমার সেই সকল অসুবিধা দূরীকরণের উপায় আর কিছুই নাই, অতএব নিবেদন, আমি যখন যাহার জন্য আপনাকে লিখিব যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা পাঠাইয়া দেন তবে বড় বাধিত হইব। আর সময়ে সময়ে আমাকে পত্র লিখিয়া স্মরণ করিবেন।

উন্মাদিনীর বিষণ্ণতা দেখিয়া সতীশের হৃদয়ে ভয়ানক ব্যথা লাগিল। সতীশ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "উন্মাদ! তুমি যখন যে জন্য আমাকে লিখিবে, আমি তখনই তোমাকে তাহা পাঠাইয়া দিব। তুমি সর্ব্বদা লেখাপড়া করিবে। প্রতিদিন আমার জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাড়ী আসিবে। আমি যখন ছুটী পাইব তখনই আসিয়া তোমাকে দেখিয়া যাইব।' এই বলিয়া সতীশ উন্মাদিনীর নিকট বিদায় হইয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। উন্মাদিনী একদৃষ্টে সতীশের দিকে চাহিয়া রহিল; সতীশ ও দুই পা গমন করিয়া এক এক বার পশ্চাদ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যতক্ষণ সতীশ রাস্তার পার্শ্বস্থ বৃক্ষের আড়ালে প্রবেশ করিল, ততক্ষণ উন্মাদিনী দাঁড়াইয়া ছিল। সতীশ অদৃশ্য হইলে পর উন্মাদিনী বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিল।

সতীশ কলিকাতা চলিয়া গেলেন। ক্রমে সাতবৎসর কাল মেট্রপলিটিয়ান ইন্‌ষ্টিটিউসনে অধ্যয়ন করিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। কিন্তু বৃত্তি প্রাপ্ত না হওয়াতে পড়ার বিশেষ অসুবিধা জন্মিল। সতীশের পিতা অনন্যোপায় হইয়া সতীশকে লইয়া কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট সমস্ত অবস্থা জ্ঞাপন করাতে কলেজে ফ্রী পড়িবার অনুমতি পাইলেন। লোকের যখন ভাগ্য-লক্ষ্মী অপ্রসন্না হন, এবং যাহার পরিণাম দুঃখেই অতিবাহিত হইবার হয়, তাহার সুবিধা ও অসুবিধা হইয়া দাঁড়ায়। এদিকে সতীশ বিনা বেতনে কলেজে পড়িতে লাগিলেন, কিন্তু ছয়মাস অতীত হইতে না হইতেই হঠাৎ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়া, সতীশকে অকূল দুঃখ সাগরে ভাসাইয়া, তাহার পিতা মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। সতীশের তখন কলিকাতা থাকার অসুবিধা হইয়া পড়িল। তিনি ও নিতান্ত দুঃখের সহিত কলেজ পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আসিলেন।

ইতিমধ্যে উন্মাদিনী যখন যে অভাবে পড়িতেন, সতীশকে পত্র লিখিলে সতীশ তৎক্ষণাৎ তাহা পাঠাইয়া দিতেন। সতীশের কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে উন্মাদিনীর পিতার মৃত্যু হইয়াছিল;

উন্মাদিনীর জননী তাহাকে লইয়া নিতান্ত কষ্টে পতিত হইলেন। আশুতোষ বাবুর মৃত্যুর কতিপয় দিবস পরে উন্মাদিনীর মাতা উন্মাদিনীকে লইয়া তাহার মাতুলালয়ে গমন করিলেন। উন্মাদিনীর মাতুল সত্বর উন্মাদিনীকে বিবাহ দেওয়া উপযুক্ত বোধ করিয়া, পাত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আশুতোষ বাবু জীবিতাবস্থায় উন্মাদিনীর বিবাহ সম্পর্কে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, উন্মাদিনীর জননী তাহা তাঁহার ভ্রাতার নিকট বলিলেন, কিন্তু তিনি এ প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া অন্য পাত্রের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

সতীশের বাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্বে উন্মাদিনী ও তাহার জননী স্থানান্তরে গিয়াছে বলিয়া সতীশের সহিত দেখা হইল না। সতীশ তাঁহার জননীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন যে তাহারা উন্মাদিনীর মাতুলালয়ে গিয়াছে। উন্মাদিনীর মাতুলবাড়ী কোথায় ছিল সতীশ তাহা অবগত ছিলেন না, সুতরাং উন্মাদিনীকে আর কিছু জানাইতে পারিলেন না অথবা উন্মাদিনীরও কিছু জানিতে পারিলেন না। সতীশ বাড়ীতে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত করিয়াই বিষয় কর্ম্মের চেষ্টায় পুনরায় কলিকাতা আসিলেন। এই আগমনের পরেই তিনি কলিকাতা হইতে ঢাকায় পরিবর্ত্তিত হইয়া আইসেন।

উন্মাদিনীর মাতুল একজন ব্যবসায়ী লোক ছিলেন। বিদ্যাবুদ্ধি ততদূর ছিল না। স্বার্থ সাধনের জন্য কোন গর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। একদা উন্মাদিনী এবং তাহার জননী বসিয়া আছেন, উন্মাদিনী একখানা পুস্তক পাঠ করিতেছে, এমন সময় তাহার মাতুল আসিয়া বলিল "আজ উন্মাদিনীর জন্য এক পাত্র সুস্থির করিয়া আসিয়াছি। পাত্রটী দেখ্‌তে শুন্তে দিব্বি কার্ত্তিকের মত, বাঙ্গলাতে একজন মুচ্ছুদ্দী। তাহার নিজের একটী কাপড়ের কারবার আছে। বেশ দুই টাকার সম্ভাবনাও আছে।

উন্মাদিনীর মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন ; "ছেলেটীর বয়স কি ?"

মাতুল বলিলেন "৪০। ৪৫ বৎসর হইবে। ইনি পূর্ব্বে এক বিবাহ করিয়াছিলেন ; সেই স্ত্রী একটী কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া পরলোক

গমন করিয়াছে। কন্যাটীও দেখিতে উন্মাদিনীর মত, বয়সও এই হইবে।”

উন্মাদিনীর জননী, সঙ্গতিপন্ন লোক শুনিয়া, প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, এবং বলিলেন যে, “আমি উন্মাদিনীকে ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারিব না, অতএব যদি তাহার একটা সুবিধা করিতে পার তাহা হইলে বিশেষ ভাল হয়।”

মাতুল বলিলেন, “ভাল কথা, তাহারও সুবিধা করা যাইবে; তুমি ইচ্ছা করিলে উন্মাদিনীকে নিয়া আপন বাটীতেও থাকিতে পারিবে।”

উন্মাদিনীর জননী ভ্রাতার কথা শুনিয়া নিতান্ত সুখী হইলেন। যতক্ষণ উন্মাদিনীর জননী ও উন্মাদিনীর মাতুল এসমস্ত প্রস্তাব করিতেছিলেন, উন্মাদিনী ও সেখানে উপবিষ্টা থাকিয়া সমস্ত অবগত হইলেন। উন্মাদিনী ক্রোধে অধীরা হইলেন, কিন্তু কিছুই বলিতে পারিলেন না; অন্তরের বেগ অন্তরেই বিলীন করিলেন। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এসময়ে কাহাকেইবা আশ্রয় করিয়া এ বিপদ সাগর হইতে মুক্তি লাভ করিবেন; ধরাতলে এমন কেহই নাই আজ যাঁহাকে তাহার মনের কপাট খুলিয়া দেখাইবেন,—এমন কেহ নাই, যে হৃদয়ের ব্যথা বুঝিয়া ব্যথিত হইবে! যে সংসারসমুদ্রে জননীই তাহার একমাত্র ভেলা—জননীই তাহার এক মাত্র কাণ্ডারী—আজ সেই জননীই তাহাকে উত্তাল তরঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছে! সেই জননীই আজ তাহার জীবনের সুখবন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছে! সেই জননীই আজ তাহার চিরসেবিত আশাবৃক্ষের সমূলোৎপাটন করিতেছে!! উন্মাদিনী একমনে জগদীশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন “হে পরমপিতা জগদীশ্বর! তুমি বিপত্তারণ, তুমি অগতির গতি, নিঃসহায়ের সহায়, বিপন্নের আশ্রয়! এই দুঃখময় সংসাররূপ অকূল সমুদ্রে তুমিই একমাত্র ভেলা; এই নিঃসহায়া পিতৃহীনা হতভাগিনী আজ সময়ের তরঙ্গে পতিত হইয়া তোমার চরণে আশ্রয় লইতেছে; হে দিন বন্ধো! অবলাকে রক্ষা কর। হে পতিত পাবন! অবলা—দুর্ব্বলা, স্বামী ভিন্ন তাহাদের আর বল নাই; এ হতভাগিনী এ পর্য্যন্ত সেধন লাভে ও বঞ্চিত আছে; হে অনাথশরণ, তোমার চরণে এই প্রার্থনা করিতেছি যে, দুঃখিনী শিশুকাল হইতে যাঁহাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যাঁহাকে

আশ্রয় করিয়া অকূল সংসার-পাথার অতিক্রম করিতে আশা করিয়াছে, যাঁহার অকৃত্রিম ভালবাসার বিনিময়ে অনেক দিন হইতেই এজীবন বিক্রয় করিয়াছে, তাহার হৃদয়ে অভাগিনীর এই দুঃখ জাগাইয়া দাও—তাহার হৃদয়ে এই নিদারুণ দুঃখ-ধ্বনি প্রতিধ্বনিত কর। তিনিই এসংসারে একমাত্র লক্ষ্য। অনাথশরণ সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বর যেন হতভাগিনীর কান্না শ্রবণ করিলেন। তিনি উন্মাদিনীর মনে এরূপ ভাব উদ্দীপন করিয়া দিলেন, যাহাতে উন্মাদিনী সাহসে ভর করিয়া, হৃদয়কে দৃঢ় করিয়া, সেই মুহূর্ত্তেই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "আমার ভয় কি? জননী আমার কি করিতে পারিবেন? আমি আশৈশব যাঁহাকে পাণিদান করিব বলিয়া মনে মনে পূজা করিতেছি, পিতা মুমূর্ষ অবস্থায় যাঁহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি তাঁহাকেই পাণিদান করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব; ইহাতে যদি আমার প্রাণও যায় তাহাতেও কুণ্ঠিত হইব না। এইপ্রকার অনুতাপ করিয়া উন্মাদিনী তাহার জননীর নিকট হইতে চলিয়া গেল। উন্মাদিনীর জননী তাহাকে দুইতিন বার ডাকিলেন, কিন্তু উন্মাদিনী উত্তর করিল না। যে জননী অপত্য স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া অর্থলোভে আত্মজ সন্তানের ভাবি সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, সে জননীর পুনঃ পুনঃ আহ্বানকে তৃণবৎ ও জ্ঞান করিল না। একখানি নির্জন গৃহে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। উন্মাদিনীর জননী তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন, দেখিলেন উন্মাদিনী বামকরে কপোল বিন্যাস করিয়া এক খণ্ড তৃণ দ্বারা মৃত্তিকাতে কি লিখিতেছে। দেখিতে দেখিতে টল্ টল্ করিয়া একবিন্দু অশ্রুজল মৃত্তিকাতে পতিত হইল। উন্মাদিনী অঙ্গুলি দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিল। উন্মাদিনীর মাতা ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ ক্রোধান্বিত ভাবে বলিতে লাগিলেন "উন্মাদ্, তুই কি কচ্ছিস্; মিছা-মিছি চোখের জল ফেলিতেছিস্ কেন? এ যে বড় অমঙ্গলের চিহ্ন।" উন্মাদিনী আর দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিল না। বামকরে অঞ্চল দ্বারা চক্ষের জল মুছিয়া, লজ্জার শিরে জলাঞ্জলি দিয়া, গদ গদ স্বরে বলিতে লাগিল "মা আমি কি তোমার এতই নিগ্রহের পাত্র হইয়াছি, যে তুমি আমাকে একবারে অকূল সমুদ্রে ডুবাইতে প্রস্তুত হইয়াছ! আমি কি তোমার

এতই কষ্টদায়ক হইয়াছি যে তুমি স্বহস্তে আমার গলদেশে ছুরিকা বিদ্ধ করিবার জন্য ছুরিকা শাণিত করিতেছ! আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়া কি তোমার একটুকু কষ্ট হয় নাই যে, যে কষ্ট স্মরণ করিয়াও তুমি আমার প্রাণের জন্য একটুকু মমতা করিতে পার না? মা, আমি কি তোমার এতই গলগ্রহ হইয়াছি যে তুমি আর আমার ভার বহন করিতে পার না! যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে আমার গলায় কলসী বাঁধিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ কর, নতুবা কোন হিংস্র জন্তুর মুখে আমাকে নিক্ষেপ কর, এখনি গ্রাস করিয়া আমার কষ্টের শান্তি করুক। মা! তুমি যে সামান্য অর্থ লালসায় মুগ্ধ হইয়া আমার চিরজীবনের সুখের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছ, তোমার পতিকৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া মহাপাপে কলঙ্কিত হইতে যাইতেছে, যদি হঠাৎ আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, তবে কি প্রকারে তোমার এই অসদিচ্ছা ফলবতী হইবে? কি প্রকারে তোমার জীবিকা নির্ব্বাহ হইবে?—এসকল চিন্তা করিয়াও কিঁ তোমার মনের এই স্বার্থপরতার ভাব অন্তর্হিত করিতে পার না? মা! তুমি আমার গর্ভধারিণী, আমি তোমার গর্ভজ সন্তান; তোমাকে আর কি বলিব; তুমিই এসংসারে আমার একমাত্র রক্ষক, তুমিই যদি ভক্ষক হও, আমি আর কার কাছে একথা বলিব? আমি আর কার কাছে মনের কষ্ট জানাইব? কেইবা আমার ব্যথায় ব্যথিত হইয়া আমাকে ক্রোড়ে করিবে? মা, আমি তোমার কন্যা। ভাবিয়া দেখ যে, নারীগণের বিবাহের উপর ভবিষ্যজীবনের সুখ দুঃখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। যখন একবার বিবাহ হইলে এজীবনে আর দ্বিতীয় বার পরিণীতা হইতে পারিবনা, তখন পূর্ব্বেই ভবিষ্যতের অবস্থা যতদূর সম্ভব হইতে পারে ভাবিয়া কার্য্যক্ষেত্রে পাদ বিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য; তাহাতে তুমি এক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে না দেখিয়া না শুনিয়া, কেবল ঐশ্বর্য্যশালী বলিয়াই আমাকে এজীবনের মত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। মা! আমি তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি যদি এসংসারে কেহ আমার স্বামী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তবে যাঁহার হস্তে পিতা মহাশয় আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তিনিই আমার স্বামী; যদি আমার বিবাহ দ্বারা তোমার কোন সুখ ও সুবিধা হইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সাত বৎসর পূর্ব্বে যাঁহাকে ভাল বাসিয়াছি

তাঁহা দ্বারাই হইবে। তদ্ভিন্ন আর তোমার কিছুতেই কিছু হইবে না, বরং আমার প্রাণ যাইবে। যদি তুমি আমার দিকে চাও, যদি আমার জন্য তোমার একটুকু মমতা থাকে, তবে অদ্যই মোহনপুরে চল, অন্যথা রজনী প্রভাত হইলে আর আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে না।"

উন্মাদিনীর ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে তাহার মাতা অত্যন্ত কোপিতা হইলেন। কিন্তু তখন আর অধিক কিছু বলিলেন না। ভ্রাতার নিকট সংক্ষেপতঃ উন্মাদিনীর মানসিক ভাব ব্যক্ত করিয়া বলিলেন যে "আজ উন্মাদিনীকে লইয়া মোহনপুরে যাওয়াই কর্ত্তব্য। সেখানে গিয়া আমি উন্মাদিনীকে অনেক প্রকারে প্রবোধ দিয়া সম্মত করিতে চেষ্টা করিব, যদি তাহাতে ও সম্মত না হয়, অগত্যা সতীশের নিকট লইয়া যাইব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া আসিব, এতদ্ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।" উন্মাদিনীর মাতুল ও এই পরামর্শে সম্মত হইয়া উন্মাদিনী ও তাহার জননীর মোহনপুরে আসিবার আয়োজন করিয়া দিলেন। তাহারা বিদায় হইয়া সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে মোহনপুরে উপস্থিত হইল। উন্মাদিনী বাটী পৌঁছিয়া অনতিবিলম্বে সতীশের জননীর নিকট উপস্থিত হইল। দেখিল সতীশের জননী একখান শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন এবং হস্তে কিছুই নাই। উন্মাদিনীকে দেখিয়া সতীশের জননী দুঃখ সম্বরণ করিতে পারিলেন না; তথাপি হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক বক্ষে ধারণ করিয়া কিয়ৎকাল বিলাপ ও পরিতাপ করিলেন। উন্মাদিনী বুঝিতে পারিলেন যে সতীশের পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে, কিন্তু সতীশ কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, অথবা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসী হইলেন না, কেবল বাটীর এদিকে ওদিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সতীশের জননী উন্মাদিনীর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া সতই বলিতে লাগিলেন, "সতীশ এখন ঢাকায় এক কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত আছে। সে তোমার বিষয় সর্ব্বদাই লিখিয়া থাকে, তুমি এখানে ছিলে না বলিয়া তোমাকে বলিতে পারি নাই, সে শারীরিক ভাল আছে।"

উন্মাদিনী সতীশের মাতাকে নিতান্ত বুদ্ধিমতী বলিয়া জানিতেন, অথচ উন্মাদিনীর জন্য যে তাঁহার আন্তরিক ভালবাসা ছিল ইহা সম্যক্ রূপে

বুঝিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ সতীশের জননীর নিকট বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "মাত! আমার পিতা মৃত্যুশয্যায় আপনাদের হস্তে আমাকে সমর্পন করিয়া গিয়াছেন; আমি আর অধিক কিছু বলিতে পারিনা, আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে আমাকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করুন।"

পতিশোকবিধুরা সতীশের জননী উন্মাদিনীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও শোকার্ত্ত হইয়া বলিলেন "উন্মাদ, যখন অসময় উপস্থিত হয়, আত্মীয় ও শত্রু হইয়া দাঁড়ায়। যাহাহউক তুমি সতীশকে এবিষয় জ্ঞাপন কর।"

উন্মাদিনীও এই পরামর্শ ই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়া বাড়ীতে প্রত্যাগমন করিলেন। এদিকে জননী উন্মাদিনীকে না দেখিয়া হতাশ অন্তঃকরণে এদিক ওদিক বেড়াইতেছেন; কিয়ৎকাল পরে দেখিলেন উন্মাদিনী আসিতেছে; সুতরাং সেদিন আর কিছু বলিলেন না। রাত্রি হইয়াছে বলিয়া আর রান্নার ও আয়োজন করিলেন না, কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া শুইয়া পড়িলেন। অনেক দূর হইতে আসিয়াছেন বলিয়া বিশেষ ক্লান্ত হইয়াছিলেন, সুতরাং শুইবামাত্রই নিদ্রাবেশ হইল। উন্মাদিনী একখণ্ড কাগজ লইয়া সতীশের নিকট পত্র লিখিতে বসিলেন। যখন কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিলেন, "কি লিখিবেন, সতীশকে কি সংবাদ দিবেন—সতীশ এসংবাদ পাইয়াইবা কিরূপ মনে করিবেন"—এসকল চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন; অনেক ক্ষণে মনের স্থৈর্য্যতা সম্পাদন করিয়া পত্র লিখিলেন। যাহা লিখিলেন পাঠক পাঠিকাগণের অবগতির জন্য তাহা নিম্নে সন্নিবেশিত করা গেল।

"প্রিয়তম, অনেক দিবস হইতেই তোমাকে প্রিয়তম বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি, তুমি তাহা জান কিনা জানি না। যদি জানিয়া থাক, তবে এতদিন আমাকে জানাও নাই কেন, তাহা বলিতে পারি না। আমি এ পর্য্যন্ত তোমাকে আর কখনও "তুমি" বলিয়া সম্বোধন করি নাই; আজ হয়ত তুমি রাগ করিতে পার—যদি মনের কথা বলি এবং গত সাত বৎসর হইতে যে, তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে পূজা করিয়া আসিতেছি, যদি তাহা ঘৃণাক্ষরে ও হৃদয়ে স্থান দিয়া থাক তবে বোধহয় কখনই রাগ

করিবেনা। আমি শিশুকালেই তোমার ভালবাসার বিনিময়ে আমার মন ও প্রাণকে তোমার নিকট বিক্রয় করিয়াছি; মনে করিয়াছিলাম যে, তোমার সঙ্গিনী হইয়া—তোমাকে আশ্রয় করিয়া—এই দুঃখময় সংসার সমুদ্র অতিক্রম করিব। কিন্তু জননী ও মাতুল পাষণ্ড হইয়া আমার সেই আশাতরী অকূলে মগ্ন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আমাকে এই অকূল বিপদসাগরে ত্রাণ করিবার আর কেহই নাই। স্ত্রীলোকের স্বামীই একমাত্র বল—স্বামীই সম্বল—আমি যখন গত সাত বৎসর হইতেই তোমাকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, তখন আমার এই বিপদ উদ্ধার কর্ত্তা তুমি বই আর কেহই নাই। যদি তুমি একদিনও আমাকে তোমার "ভালবাসার উন্মাদিনী" বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাক, তবে এই পত্র প্রাপ্তি মাত্র তোমার উন্মাদিনীকে রক্ষা করিবার উপায় অবলম্বন করিবে। আজ তোমার উন্মাদিনী যথার্থই "উন্মাদিনী" হইয়াছে। প্রাণেশ্বর! আর কিছু লিখিতে পারিলাম না—অনেক কথা লিখিবার ছিল সে সকল কথা মনে হইয়াই দুঃখসাগর উথলিয়া উঠিল—চক্ষে জল আসিল আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। যদি আমার প্রাণের জন্য তোমার একটুকু কষ্ট বোধ হয় তবে শীঘ্র আমাকে রক্ষা কবিবে।"

তোমার———

উন্মাদিনী———

সতীশ অতি ধীরে ধীরে পত্রখানি পাঠ করিলেন। পড়িবার সময় শরীর শিহরিয়া উঠিতেছিল, চক্ষু উজ্জ্বল ও আরক্তিম হইতেছিল, আবার মধ্যে মধ্যে নিস্তেজও হইতেছিল, যেন রক্তের চলাচল পর্য্যন্ত বন্ধ হইতেছে। পাঠ শেষ হইলে সতীশের বক্ষস্থল ক্রমে স্ফীত হইতে লাগিল—গভীর শব্দে একটী দীর্ঘ নিশ্বাস বাহির হইল। ক্রমে শরীর অসাড় হইয়া পড়িল। চক্ষু নিশ্চল, শরীর নিশ্চল এবং সমস্ত জ্ঞান লোপ হইল। শরীর নাড়িবার শক্তি নাই—ইচ্ছাও নাই। শরীর অত্যন্ত ভারি কি হালকা হইয়াছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না। কোথায় আছেন, কি করিতেছিলেন অথবা কি করিবেন, কিছুই জ্ঞান নাই। কেবল একমাত্র চিন্তা উন্মাদিনী। তিনি অন্তরে বাহিরে উন্মাদিনীকে

দেখিতে লাগিলেন, বোধ হইল যেন উন্মাদিনী তাহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি রক্ত বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে; বোধ হইল যেন উন্মাদিনী বাতাস হইয়া নিশ্বাসের সহিত তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করত তাহার শারীরিক ক্রিয়া বন্ধ করিয়া ফেলিল। ক্রমে জ্ঞান সঞ্চার হইতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে সকল কথা স্মৃতিপথে উদিত হইল। এই ভাবে অনেক কাল অতিবাহিত করিয়া সতীশ কাগজ কলম লইয়া উন্মাদিনীকে পত্র লিখিতে বসিলেন, এবং লিখিলেনঃ——

প্রাণের উন্মাদিনী!

"তোমার পত্র পাইলাম, পত্রখানা প্রথমে পাঠ করিয়াই চলৎশক্তি রহিত জড় পিণ্ডবৎ আসীন ছিলাম, কিন্তু অধিকক্ষণ আর থাকিতে পারিলাম না। তোমার পত্রের প্রত্যেক কথায় আমার হৃদয়সাগরে যে তরঙ্গ উত্থিত করিয়াছে তাহা কাহাকে দেখাইব! আমার হৃদয় পটে যে চিত্র চিত্রিত হইয়াছে তাহা কে দেখিবে। তুমি দেখিবে? এস, কিন্তু হায়! দুঃখের বিষয় এই যে মানবচক্ষু প্রাণ দেখিতে সক্ষম নহে।

যে দিন তুমিও মন প্রাণ আমাকে সমর্পণ করিয়াছ আমিও সেই দিন হইতে তাহার বিনিময়ে এই শরীর পর্য্যন্ত তোমাকে প্রত্যর্পণ করিয়াছি; তুমি সরলা, তাই এতদিন বুঝিতে পার নাই। কেন পার নাই, তাহা জানি না। যাহাহউক তোমার পবিত্র বাসনা পূর্ণ হওয়া যদি সেই সর্ব্বনিয়ন্তা জগদীশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তবে নিশ্চয়ই, তোমার ও আমার এ বাসনা পূর্ণ হইবে। এই পাপদুঃখময় সংসার সাগরের অনন্ত-তরঙ্গ ও আমাদের এই আশাতরী মগ্ন করিতে সক্ষম হইবে না। মনকে দৃঢ় করিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে ডাক, তিনিই তাহার সমুচিত উপায় বিধান করিবেন। তুমি ভীত হইও না। আমিও সদুপায় বিধানে সচেষ্ট রহিলাম।"

তোমারই সতীশ—

ষষ্ঠ স্তবক।

—০:*:০—

নিরাশার উদ্দীপনে।

সতীশ উন্মাদিনীর নিকট পত্র প্রেরণ করিয়া অবধি এক মুহূর্ত্তও সুস্থচিত্তে থাকিতে পারিলেন না। অনবরতই মনে নানা প্রকার চিন্তালহরী উঠিতে লাগিল। আজ আর কাজ কর্ম্ম কিছু ভাল লাগিতেছে না। মনে নানাপ্রকার প্রশ্ন উদিত হইতেছে, আবার মনই নানা ভাবে তাহার মীমাংসা করিতেছে। একবার ভাবিতেছেন, উন্মাদিনীর জন্য আমার এত ব্যস্ততা কেন! কি জন্য উন্মাদিনীর পত্র পাইয়া আমার হৃদয় এত ব্যাকুল হইয়াছে? উন্মাদিনী বা কেন মদ্‌গত প্রাণ হইয়া মনের কপাট খুলিয়া আমাকে তাহার মর্ম্মবেদনা জানাইয়াছে! ইহার কারণ কি? ভালবাসাই ইহার কারণ—ভাল বাসাই ইহার মূলভিত্তি। যে ভালবাসার প্রভাবে মানবগণ এই দুস্তর সংসার সাগর অনায়াসে অতিক্রম করে, এইটী সেই অকৃত্রিম ভালবাসা—এ ভালবাসাতে কোন প্রকার ভেল নাই, কোন প্রকার কপটতা নাই—কপটতা ইহার নিকটবর্ত্তীও হইতে পারে না। এই ভালবাসার প্রভাবেই এই বিশ্বসংসার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে; এই ভালবাসার জন্য পৃথিবীর সৃষ্টি, এ ভালবাসার অভাবে পৃথিবী কিছুই নয়—যতক্ষণ মনুষ্যের হৃদয়ে এই অকৃত্রিম ভালবাসার অঙ্কুর অঙ্কুরিত না হয়, যতদিন মনুষ্যমণ্ডলী এই ভালবাসা অবলম্বনে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট না হয়, ততক্ষণ কোন কার্য্যই সুসাধিত হইতে পারে না। এই ভালবাসায় লোককে অনবরত বিপদে পাতিত করে, আবার এই ভালবাসায় লোকে অসংখ্য বিপদ হইতে উদ্ধার হয়। লোকে ভালবাসার জন্য চুরি, নরহত্যা প্রভৃতি অসংখ্য গর্হিত কার্য্যও করিয়া থাকে, এমন্ কি অনেককে ভালবাসার জন্য আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিতেও দেখা যায়। মহাত্মা রামচন্দ্র

এই ভালবাসার জন্য সমুদ্র পার হইয়া সবংশে রাক্ষসকুলতিলক রাবণের বধ সাধন করিলেন ; এই ভালবাসার প্রভাবে বনের বানরগণ রামচন্দ্রের অনুগত হইল—এই ভালবাসার প্রভাবে বিভীষণ আত্মভ্রাতা পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের শরণাগত হইলেন, এমন কি, রাবণের বিনাশ সম্পর্কে বিভীষণই প্রধান নেতা ছিলেন। এই ভালবাসার প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণ কুরু-দিগের বিরুদ্ধে পাণ্ডবদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন, এই ভালবাসার প্রভাবে ভীম কর্তৃক কীচকবংশ নিপাত হয়। যাহাহউক আজ আমিও তদ্রূপ ভালবাসার সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইয়াছি ; পিতার জীবিতাবস্থা হইতেই যখন উন্মাদিনীগত প্রাণ হইয়া রহিয়াছি—তিনিই যখন উন্মাদিনীর হৃদয়ে আমার হৃদয় বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছেন—যদি এমন কোন আততায়ী সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে তদর্থে এই জীবন পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিব, কিন্তু প্রাণান্তেও সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে দিব না। শিশু-কাল হইতে হৃদয়ে যে আশাবৃক্ষ রোপণ করিয়া এ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত করিয়াছি, কোন্ প্রাণে আজ তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে দিব ? আর আমি সমক্ষে দাঁড়াইয়া তাহার পতন দেখিব ! তাহা কখনই হইতে পারিবে না। যে প্রকারেই হউক উন্মাদিনীকে রক্ষা করিয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিব।” আবার ভাবিলেন, “আমি দূর দেশে অবস্থিতি করিতেছি, কি প্রকারেই বা উন্মাদিনীর উপায় চেষ্টা করিব। উন্মাদিনীর জননী ও মাতুল তাহার শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছে ; তাঁহারা যদি কোন ছলনাক্রমে উন্মাদিনীকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়া তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করে, সরলা অবলা তাহাতেই বা কি করিবে ? হয়ত আত্মহত্যা করিবে। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গৃহ হইতে বহির্গত হইয়াই হাটীতে হাটীতে সহরের উত্তর প্রান্তস্থিত বিস্তীর্ণ প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন। প্রান্তরটী প্রকৃতির একটী মনোহর চিত্র। ইহার চতুর্দ্দিকে বৃত্তাকারে একটী প্রশস্ত রাজপথ ইহাকে আবর্ত্তন করিয়া রহিয়াছে। রাস্তার উত্তর পার্শ্বে অত্যুচ্চ বৃক্ষ রাজি বায়ুস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এসময় সূর্য্য পশ্চিম গগনের শোভা হরণ করিয়া অস্তাচলের গুহাশায়ী হইতেছেন। দক্ষিণ দিগ হইতে মৃদুল বাতাস ধীরে ধীরে বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখায় প্রতিঘাত

হইয়া শন্ শন্ শব্দ করিতেছে। ছাত্রগণ বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ দলে দলে প্রান্তরের মধ্য দিয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতেছে। কোথাও বা ইংরেজ রমণীগণ পুত্র কন্যা সহ শকটারোহণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; কেহ বা শকটের বেগ সম্বরণ পূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর বেড়াইতেছে, আর বালক বালিকাগণ লাফালাফি করিয়া একে অন্যের উপরে পড়িয়া আমোদ করিতেছে;—কেহ বা পথশ্রমে কাতর হইয়া কোন বৃক্ষের মূলদেশে বসিয়া শ্রান্তিদূর করিতেছে। রাখালগণ গোপাল লইয়া প্রান্তরাভ্যন্তরস্থ পথ দিয়া চলিয়া যাইতেছে। সারাদিনের পরিশ্রমের পর শান্তিলাভ করিবে, এই আশ্বাসে অনির্ব্বচনীয় স্ফূর্ত্তির সহিত তাড়াতাড়ি গাভি বৎসগণকে তাড়াইতেছে। কেহ কেহ পাচনি স্কন্ধে স্থাপন করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া আপনার ভাবে গান করিতেছে। মৃদুমন্দ বাতাস সেই তরুণ কণ্ঠবিনিসৃত সুমধুর স্বরকে বহন করত সমীপবর্ত্তী লোক সমূহের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করিয়া সুধাবর্ষণ করিতেছে। আহা! সে সময়ের প্রাকৃতিক ভাব অবলোকন করিয়া কোন মূঢ় মানব বিমুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে! এরূপ স্থানই প্রকৃত শান্তি নিকেতন; এরূপ স্থানের দৃশ্যই সন্তপ্ত হৃদয় হইতে ক্ষণকালের জন্য দুঃখ দূর করিয়া শান্তিদান করিতে পারে। পাঠক! এ সকল দেখিয়াও সতীশের হৃদয়াগ্নি ক্ষণকালের জন্যও নির্ব্বাপিত হইল না, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর হইয়া অন্তরাত্মাকে দগ্ধাঙ্গার করিয়া তুলিল। মনকে কত প্রকার বুঝাইতে লাগিলেন কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না। উন্মাদিনীর ছবি হৃদয়পটে অনবরত প্রতিফলিত হইতেছে। মনে ভাবিলেন, "বাল্যকাল হইতে অন্তরুদ্যানে যে আশাবৃক্ষ রোপণ করিয়া এতদূর বাড়াইয়াছিলাম, হতাশা-পবনে আজ তাহাকে সমূলে উৎপাটিত করিল।" আর বসিলেন না; ধীরে ধীরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পরেই যাহা হইয়াছিল পাঠক অবগত আছেন।

সপ্তম স্তবক।

—০:*:০—

প্রকৃত বন্ধুত্ব।

ললিত সতীশের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় গেলেন, কিন্তু সর্ব্বদাই সতীশের বিষয় তাঁহার হৃদয়ে জাগিতে আরম্ভ করিল। ললিত তখন কলেজে বি, এ ক্লাসে পড়েন। দেখিতে দেখিতে বেলা দশটা বাজিয়া গেল ; তাড়াতাড়ি আহার করিয়া কলেজে গেলেন। কিন্তু যে তিন চারি ঘণ্টা সেখানে রহিলেন, সততই সতীশের কথা মনে পড়িতে লাগিল। ছুটীর পর বাড়ী আসিলেন। অন্যান্য দিন বাড়ী আসিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম লাভ করত বেড়াইতে বাহির হন, আজ আর তাহা করিলেন না ; বই কয়খানা রাখিয়া অমনি সতীশের আপীশে গমন করিলেন। যাইয়া দেখিলেন সতীশ সেখানে নাই। অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে সতীশ আজ আপীশে যান নাই। মনে নিতান্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল, এবং দ্রুতবেগে সতীশের বাসায় আসিলেন। সতীশও ললিতের অপেক্ষা করিতেছিলেন ; যখন দেখিলেন যে তখন পর্য্যন্ত ও ললিত আসিল না, একখানা কাগজ লইয়া ললিতের নিকট পত্র লিখিতেছিলেন ; এমন সময়েই ললিত বাবু আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহাকে দেখিয়া কাগজ খানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ললিত সতীশের হস্ত হইতে ছেঁড়া কাগজগুলি কাড়িয়া লইয়া পড়িতে ইচ্ছা করিলেন, কিন্তু পড়িতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লিখিতেছিলে ?"

সতীশ বলিল "তোমার বিলম্ব দেখিয়া একখানা পত্র লিখিতেছিলাম ; তোমাকে দেখিয়া সেই কাগজখানা ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছি।

ললিত বলিলেন "কি লিখিয়াছিলে সত্য বলিবে কি ?"

সতীশ। তোমাকে যাহা লিখিয়াছিলাম, তোমার নিকট গোপন করিব কেন।

ললিত। আমার বিশ্বাস যে, লিখিয়া যতদূর জানান যায়, মুখে ততদূর হয় না।

সতীশ। সেটা তোমার ভ্রম। মুখে যত প্রকাশ করা যায় হাতে তত আসে না। যাহাহউক আমি তোমাকে একখানা পত্র দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছি, যদি আর কাহাকে না বল, তবে দেখাইতে পারি।

ললিত। (দুঃখিত হইয়া) কি সতীশ! তোমার মনে এখনও এ বিশ্বাস টুকু হয় নাই যে, আমি তোমার বিষয় অন্যকে বলিব না! যাহোক্ ভাই, আমি আজ তোমার কথায় মনে বড় ব্যথা পাইলাম।

সতীশ। প্রিয় ললিত, ক্ষমা কর ভাই। আমার মন আজ যেরূপ হই-য়াছে তুমি বেশ জান। তবে আমার মনে নানা প্রকার ভাবের উদয় হয় বলিয়াই তোমাকে এরূপ বলিয়াছি, কিন্তু তুমি যে ইহাতে দুঃখিত হইবে এরূপ মনে করি নাই। (উন্মাদিনীর পত্রখানা প্রদান করিয়া) এই দেখ,—

ললিত। পত্রখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া কিয়ৎকাল মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক রহিলেন। অনন্তর সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ইহার কোন উত্তর দিয়েছ কি?

সতীশ। হ্যাঁ, দিয়েছি বটে। কিন্তু যে উত্তর দিয়েছি, তাহার কিছুই করিতে পারিতেছি না।

ললিত। আমি দেখিতেছি যে তুমি এখানে থাকিয়া ইহার কিছুই করিতে পারিবে না, অতএব আমার মতে তোমার কিছু দিনের জন্য ছুটী লইয়া বাড়ী যাওয়া কর্ত্তব্য। পরে সেখানে যাহা উচিত বোধ কর তাহাই করিবে।

সতীশ কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "ভাই ললিত, তুমি যাহা বলিয়াছ, আমিও মনে মনে তাহাই ভাবিয়াছি বটে, কিন্তু যদি ছুটী না পাই তাহা হইলে কি উপায় করিব? চাকরি আমার সর্ব্বস্ব; চাকরী ব্যতীত আমার অন্য সংস্থান নাই। যদি তাহা যায়, তবে কি উপায়েই বা নিজের এবং জননীর ভরণপোষণ করিব। যাহাহউক, প্রিয় ললিত! তোমায় নিশ্চয় বলিতেছি যে, যদি আমার মনের এরূপ ভাব আরও

কতিপয় দিবস থাকে, তবে আমার কাজকর্ম করা সুকঠিন হইবে। ভাই ললিত, আমি একেবারে নিঃসহায়। এখন তুমি যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই বল।''

ললিত সতীশের পারিবারিক অবস্থা বিশেষ অবগত ছিলেন, সুতরাং সে কথায় আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তুমি ছুটীর প্রার্থনা কর, যদি একান্ত বিদায় না পাও এবং তোমার চাকরী যায়, আমি তোমাকে মাসিক কুড়ি টাকা করিয়া সাহায্য করিব। বাস্তবিক তোমার এখন থাকা কর্ত্তব্য নহে। আর যদি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু এরূপ দিনরাত্র চিন্তা করিয়া মানসিক বিকৃততা জন্মাইলে প্রাণের হানি হওয়াও বিচিত্র নহে; বিশেষতঃ তুমিই তোমার জননীর একমাত্র লক্ষ্য। এ পৃথিবীতে আমার বলিতে তাঁহার আর কেহই নাই। তোমার ব্যতিক্রম হইলে সে অনাথিনীর আর উপায় নাই। অতএব আমি তোমাকে একখানা আবেদন পত্র লিখিয়া দিতেছি, তুমি কাল এইখানা উপস্থিত করিয়া যে হুকুম হয় তাহা আমাকে বলিবে এবং যদি কোন প্রকারে মঞ্জুর না হয় তবে কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আসিবে। তুমি কার্য্যের জন্য কোন ভাবনা করিবে না।" এই বলিয়া ললিত একখানা আবেদন পত্র লিখিয়া সতীশের হস্তে প্রদান করিয়া বাসায় গমন করিলেন।

সতীশ আবেদনপত্র খানার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিলেন এবং পর দিবস নিয়মিত সময়ে আহারাদি করিয়া আপীশে গমন করিলেন। আপীশের কর্ত্তা তখনও আসেন নাই। সতীশ তাহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারী অর্থাৎ হেড কেরাণীর নিকট পত্র খানা উপস্থিত করিয়া অনেক প্রকার মিনতি করিলেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই কর্ণপাত না করিয়া বরং পূর্ব্ব দিবস যে সতীশ অনুপস্থিত ছিলেন, তাহার জন্যই যথেষ্ট তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সতীশ তখনই মনে মনে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার চাকরীর আর আশা নাই। তথাপি ভদ্রতার অনুরোধ বড় কর্ত্তার অপেক্ষায় রহিলেন। আপীশের বড় কর্ত্তা আপীশের বাড়ীর দ্বিতল গৃহেই থাকিতেন। তিনি ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ,

প্রভৃতি সমাজের অগ্রগণ্য জাতি ভিন্ন অন্য জাতীয় ভদ্রলোক ছিলেন। উল্লিখিত কয়েকটী জাতি ভিন্ন অন্য জাতির হাতে কাগজ কলম উঠিলে তাঁহাদের যেরূপ নবাবী চাল্ চলন হয়, তাঁহার তাহা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন ছিল না। উপরের কামরায় থাকেন বলিয়া ২০।২৫ টা শিঁড়ি অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়, সুতরাং কর্ত্তা আর একটার পূর্ব্বে আপীশে জুটিতে পারেন না। সতীশ বিষণ্ণ বদনে কর্ত্তার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, এমন সময় কর্ত্তা মহাশয় পাদুকা শব্দে আপীশ কম্পিত করত অবতীর্ণ হইয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সতীশ ধীরে ধীরে আবেদন পত্রখানা হাতে করিয়া কর্ত্তার নিকট উপনীত হইলেন। কর্ত্তা সতীশের প্রতি আরক্ত নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াই, জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জন্য এখানে আসিয়াছ?" সতীশ কম্পিত কলেবর হইয়া আবেদন পত্র খানা সম্মুখে দিয়া সাধ্যমত বিনীতভাবে আপন মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিলেন। কর্ত্তা "অগ্রাহ্য" বলিয়া অর্ডার লিখিলেন। সতীশ চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় কিয়ৎকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া নিতান্ত বিনীতভাবে বলিলেন, মহাশয় আমি নিতান্ত দরিদ্র। এই চাকরীর উপর আমার এবং আমার জননী ও দুইটী পিতৃস্বসার জীবনের সমস্ত নির্ভর করে। সম্প্রতি আমার পারিবারিক কোন বিষয়ের বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া এক মাসের বিদায় প্রার্থনা করিতেছি, অতএব প্রার্থনা, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করত আমাকে প্রতিপালন করুন।" সতীশের বিনীত বাক্য শুনিয়া কর্ত্তা আরও উগ্রমূর্ত্তি হইলেন এবং বলিলেন "ছুটী পাইবে না, ইচ্ছা হয় চাকরী পরিত্যাগ করিয়া যাও।" সতীশও নিতান্ত দুঃখিত হইয়া "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রত্যাগমন করিলেন!

সতীশ মনের কষ্টে চাকরী পরিত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এখন আরও একটী দুর্ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইল। যে কষ্টে এই চাকরীটীর যোগাড় করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় সতীশের মত অবস্থাপন্ন পাঠকমাত্রকে আর অধিক বলিতে হইবে না। সতীশ, যদিও ললিতের কথার উপর নির্ভর করিয়া চাকরী পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু ললিতের কোন কার্য্য না করিলে অনর্থক তাহার টাকা গ্রহণ করি-

বেন, এইটী তাঁহার অন্য এক চিন্তা হইল। একে উন্মাদিনীর চিন্তানল তাঁহার হৃদয়কে অহর্নিশি দগ্ধ করিতেছে, তাহাতে আবার অর্থ-চিন্তা-বায়ু প্রবাহিত হইয়া অগ্নিকে দ্বিগুণতর প্রজ্বলিত করিয়া তুলিল। ধীরে ধীরে বাসায় আসিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না, কেবল ললিতের আগমন চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ললিত আসিয়া উপস্থিত হইলে ললিতকে পূর্ব্বাপর সমস্ত বিবৃত কবিলেন। ললিত শুনিয়া দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু সতীশ যে সাহসে ভর করিয়া তাহার পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন এইজন্য সতীশকে ধন্য-বাদ দিলেন এবং বলিলেন "সতীশ তুমি অবিলম্বে বাড়ী যাইবার আয়োজন কর।"

সতীশ ললিতের কথানুসারে বাড়ী যাওয়ার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হই-লেন, কিন্তু হাতে একটি পয়সাও নাই। ললিত সতীশের ভাব ভঙ্গিতে প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারিয়া বলিলেন, সতীশ, আমি ক্ষণকালের জন্য বাসায় যাইতেছি, আবার এখনই আসিব। এই বলিয়া ললিত বাসা হইতে পঞ্চাশটী মুদ্রা লইয়া অর্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যেই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এদিকে সতীশের সমস্ত প্রস্তুত হইয়াছে দেখিয়া ললিত সতীশের হস্তে পঞ্চাশটী মুদ্রা দিয়া বলিলেন "সতীশ আমি জানি তোমার নিকট এখন কিছুই নাই, অতএব এই পঞ্চাশটী টাকা দিতেছি; ইহা দ্বারা এখনকার আবশ্যকীয় কার্য্য উদ্ধার কর; পরে যখন আবশ্যক হইবে, আমাকে লিখিলে আমি পাঠাইয়া দিব।"

অর্থ যে কি পদার্থ, যে একবার তাহার ভ্রূকুটীতে পতিত হইয়াছে সে বই আর কেহ জানে না। অর্থহীন লোক পৃথিবীতে মনুষ্য মধ্যেই পরিগণিত নহে। যাহার অর্থ নাই তাহার আহ্লাদ নাই, আমোদ নাই, কার্য্যলিপ্সা নাই, উদ্যমশীলতা নাই। সর্ব্বদা নিস্তেজ জড় পদার্থের ন্যায় সময়ের আবর্ত্তনে ইতস্ততঃ ঘুর্ণায়মান থাকে। অর্থই মনুষ্যের তেজ, অর্থই মনুষ্যের চেষ্টা। দুঃখের বিরুদ্ধে লড়াই করিবার জন্য অর্থই প্রধান অস্ত্র। অর্থহীন ব্যক্তি দুঃখের সময়ে যদি কোন উপায়ে অর্থ প্রাপ্ত হয়, তখন যেন সে হাতে আকাশ পায়। সতীশ যে বিপদে পতিত

হইয়াছিলেন, এবং যেরূপ রিক্ত হস্ত হইয়া বাড়ীতে যাইতেছিলেন, তেমন সময়ে ললিতের প্রদত্ত মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দিত হইলেন। অত্যন্ত কষ্টের পরে যদি সামান্য একটুকও সুখের কারণ ঘটিয়া উঠে, লোকে সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইয়া ক্ষণকালের জন্য এরূপ আনন্দ অনুভব করে যে, তাহা তখন ব্যক্ত করিতে পারে না। সতীশ আনন্দাতিশয়ে আর কিছুই বলিতে পারিলেন না, কেবল ললিতের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিলেন "প্রিয় ললিত, তোমাকে আর কি বলিব। জগতে লোকে আপনার সহোদর হইতেও যদ্রূপ প্রত্যাশা করিতে না পারে, আমি তোমা হইতে তাহার শতগুণ অধিক প্রাপ্ত হইলাম। আমি একদিন স্বপ্নেও ভাবি নাই যে এই জগতে তোমার ন্যায় আমার কোন বন্ধু আছে। অধিক আর কি বলিব, তুমি আজ যাহা করিলে, আমি আমার ভবিষ্যজীবনে ইহার সহস্রাংশের একাংশ ও করিতে পারিব কিনা সন্দেহ। যাহাহউক আমি আজ হইতে তোমার ক্রীত হইলাম। তুমি যখন আমাকে যাহা বলিবে আমি প্রাণপণে তাহা করিব।"

কতকগুলি লোকের প্রকৃতি এই যে তাহারা আত্মপ্রসংশা শুনিতে ভাল বাসে, কিন্তু ললিত সেই প্রকৃতির লোক ছিলেন না। ললিতের হৃদয় সরলতা ও পরোপকারিতায় গঠিত ছিল। আবেগময়ী দয়া তাঁহার হৃদয়ে সতত বিরাজ করিত। তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মপ্রসংশাবাদ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং সতীশের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "সতীশ, আমি প্রসংশাবাদ শ্রবণ করিবার জন্য তোমাকে এই টাকা কখনও দেই নাই, অথবা দানশীল নামে অভিহিত হওয়াও আমার অভিপ্রেত নহে। তোমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়া অবধিই আমি তোমার সহিত বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছি। তুমি আমার বন্ধু, ভ্রাতৃ সদৃশ; যদি আমার অর্থে তোমার উপকার না হয় তবে আর সৌহার্দ্দ্য কি? আর এক কথা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম যে, তুমি আমার বস্তুতে তোমার অধিকার আছে বলিয়া একবারও মনে করিয়া কোন একটী কথা বলিলে না। তুমি এতগুলি আবান্তক কথা না বলিয়া যদি সরলভাবে এইমাত্র

বলিতে যে "তোমার ধনে আমারও অধিকার আছে" তাহা হইলে বোধ হয় আমি সমধিক সন্তুষ্ট হইতাম। যাহাহউক আর বৃথা সময় অতিবাহিত করা যুক্তিযুক্ত নহে; তুমি এখন জগদীশ্বরকে স্মরণ করিয়া নৌকা-রোহণ কর।"

সতীশ ললিতের অকপট ও প্রণয়পূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং ললিতকে সঙ্গে করিয়া ধীরে ধীরে নদী তটে আগমন পূর্ব্বক নৌকায় আরোহণ করিলেন। নৌকা খোলা হইলে সতীশ নৌকার অনাবৃত স্থানে দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং যতক্ষণ সে সতীশের দৃষ্টিপথের অন্তরাল না হইল, ততক্ষণ উভয়েই উভয়ের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। নৌকা অদৃশ্য হইলে ললিত বাসায় প্রস্থান করিলেন।

অষ্টম স্তবক।

আশার ছলনা।

উন্মাদিনী সতীশের পত্র পাইয়া কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন, কিন্তু মনের চাঞ্চল্য আর দূর হইল না। তিনি সতীশের পত্রের বিষয় আপন জননীকে জ্ঞাপন করিলেন না, কিন্তু সতীশের মাতাকে সমস্তই জানাইলেন। পাঠক! সতীশের পত্রের বিষয় তাঁহার জননীকে জানান, উন্মাদিনীর পক্ষে কর্ত্তব্য কিনা, এ বিষয়ে প্রশ্ন করিবেন না। যদিও উন্মাদিনীর এই ব্যবহার তাহার নির্লজ্জতার পরিচায়ক হইতে পারে, কিন্তু উন্মাদিনী যে তাদৃশ নির্লজ্জা ছিলেন না, তাহা আপনারা পূর্ব্বেই জানিয়াছেন। এখন উন্মাদিনী নিঃসহায়া, যদি লজ্জার অনুরোধে সতীশের জননীর নিকট সমস্ত বিষয় অপ্রকাশ রাখিতে যান, তবে আর তাঁহার জীবন রক্ষা হয় না। উন্মাদিনী এজন্যই আজ আপনাদিগের নিকট এতদূর নির্লজ্জা

হইয়া পড়িয়াছে। বোধহয় ঘটনা বিবেচনা করিয়া অনাথিনীকে ক্ষমা করিবেন।

এদিকে উন্মাদিনীর মাতুল তাঁহার আপন প্রস্তাবিত পাত্রের পক্ষ হইতে পাঁচশত টাকা গ্রহণ পূর্ব্বক উন্মাদিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিয়া দিন ধার্য্য করিয়াছেন। এ বিষয়ে যে এতদূর হইয়াছে, উন্মাদিনীর মাতা ও সবিশেষ অবগত ছিলেন না। এক দিবস উন্মাদিনী বাড়ীতে নির্জ্জনে বসিয়া "নলোপাখ্যান" নামক একখানা পুস্তক পড়িতেছেন, এমন সময় তাঁহার মাতুল অপর দুইজন ভদ্রলোক সমভিব্যাহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উন্মাদিনী তাঁহার মাতুলের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন, এবং গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অন্তরালে থাকিয়া দেখিলেন যে আঙ্গিনায় আরও দুইটী লোক দণ্ডায়মান আছে। এই লোক দুটীকে কখনও দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হইল না; কিন্তু হঠাৎ তাঁহার শরীর শিহরিয়া উঠিল; মনে নানা প্রকার কুতর্ক উপস্থিত হইতে লাগিল। ভাবিলেন, বোধ হয় মাতুল যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন, এ তাঁহাদের কেহ হইবে।" এই বলিয়া বাহিরে আসিতেই তাঁহার মাতুল তাঁহাকে বাহিরে আসিতে নিষেধ করিলেন। উন্মাদিনী বুঝিতে পারিলেন যে, যাহা ভাবিয়াছেন তাহাই ঠিক হইল। আর ঘরের বাহিরে আসিলেন না।

উন্মাদিনীর জননী তখন ঘরে ছিলেন না, এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গিয়াছিলেন; কিছুকাল পরেই আসিয়া দেখিলেন, ভাই আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আরও দুইটী ভদ্রলোক। তিনি দেখিয়াই বুঝিলেন যে, উন্মাদিনীকে দেখিতে আসিয়াছে; অমনি ব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং তাড়াতাড়ি চিরুণি ও তৈল লইয়া উন্মাদিনীর কেশ বিন্যাসে তৎপর হইলেন। উন্মাদিনী জননীর ব্যস্ততা দেখিয়া ক্রোধে অধীরা হইলেন; কতকক্ষণ ক্রোধাবেগ সম্বরণ করিয়া রহিলেন, কিন্তু আর থাকিতে পারিলেন না; ক্রোধে অধীরা হইয়া সজল নয়নে বলিলেন "মা, কোন্ সাধে তুমি আমাকে সাজাইতে আসিয়াছ? যদি আমার মন প্রাণ আজ তোমার সাজে সাজিতে সাধ না করে, তবে এ সাজে

ফল কি? যদি আমার মনকে কেহ দেখিতে সাধ না করে, তবে বাহিরে অবয়ব দর্শনে তাহার কি লাভ হইবে? পিঞ্জরে বিহঙ্গিনী থাকে বলিয়া সেই বিহঙ্গিনীর স্নেহে পিঞ্জরের আদর করে, বিহঙ্গ বিনা তাহার তত আদর থাকে না। মুক্তার আদরে সকলেই গলায় সূতা ধারণ করে, মুক্তা বিনা কেবল সূতাকে কেহ আদর করে না—যদি আমার প্রাণ এখন বহির্গত হইয়া যায়, তুমি কি আমার দেহের তত দূর আদর করিবে? কখনই না। পৃথিবীতে কেবল প্রাণের আদর, কায়ার কোন আদর নাই। তবে তুমি আমার কায়াকে সজ্জিভূত করিয়া দেখাইলে কি ফল লাভ হইবে? মা, আমি যে তোমার মতের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছি, ইহা আমার অন্যায় বটে, কিন্তু তুমি ভাবিয়া দেখ যে, যখন পিতা জীবিতাবস্থায় আমাকে এক ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তখনই তাঁহাকে আমার আত্ম সমর্পণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, আমিও তাহার অনুমতি ক্রমে সতীশকে আত্মসমর্পণ করিয়াছি; তুমি কি প্রকারে আমাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতেছ? তুমি যাঁহার সহধর্ম্মিণী, কি প্রকারে তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট করিয়া ধর্ম্ম লঙ্ঘন করিতেছ। যদিও আমি এখন নির্লজ্জার মত তোমার সহিত এরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছি, এ বিষয় কি তোমার নিজের বিবেচনা করা উচিত হয় না? তোমাকে আর কি বলিব? মা সন্তানের যত কষ্ট বুঝিতে পারে, পিতা তত দূর বুঝে না, কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তুমি তাহার বিপরীত করিতেছ। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই কর; কিন্তু ধর্ম্মের প্রতি একবার লক্ষ্য করিও।”

উন্মাদিনীর জননী উন্মাদিনীর ঈদৃশ মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন; কিন্তু কি করিবেন? অর্থের কুহকে পড়িয়া হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়াছেন। যখনই উন্মাদিনীর কথা শুনিয়া মনকে ফিরাইতে চেষ্টা করেন, অর্থের কথা মনে করিয়া আবার তখনই তাহা ভুলিতেছেন। কি করিবেন, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছেন না, সুতরাং ভ্রাতার নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। তিনি কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “ভাল, যদি উন্মাদিনী কথায় একান্তই বশীভূত না হয়, তবে তাহাকে সতীশের নিকট লইয়া যাইবে বলিয়া এখান হইতে যাত্রা কর।

আমি এই ভদ্রলোক দুটীকে বিদায় করিয়া দিতেছি। তাঁহাদিগকে বলিয়া দেওয়া হইবে যে তাঁহারা বিবাহের যথোচিত আয়োজন করেন। এদিকে আমরা উন্মাদিনী লইয়া সেখানে উপস্থিত হইব। যদি একবার সেখানে নিতে পারি, তবে আর কোন গোলমাল হইবে না। উন্মাদিনীও লজ্জাবশতঃ কিছু বলিতে সাহসী হইবে না। দুই চারি দিন পরে তাহার মনের কষ্টেরও অনেক লাঘব হইবে।"

উন্মাদিনীর জননীও এই কথায় সম্মতা হইলেন। ভদ্রলোক দুইটী চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য যে, উন্মাদিনীর মাতুল তাঁহাদিগকে তাহার কুপরামর্শের বিষয় সমস্ত বলিয়াছিলেন। আগন্তুক ব্যক্তিদ্বয় বাটীর বাহির হইতে না হইতেই উন্মাদিনীর নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মাতুল অনেক প্রকার কাল্পনিক অনুতাপ করিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী সরলা বালিকা, অর্থভুক স্বার্থপর মাতুল যে অভিষ্ট সিদ্ধির জন্য এত শিষ্টাচার প্রদর্শন করিতেছেন, তাহার অনুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না। কেবল ইহাই বুঝিলেন যে মাতুল এখন অবশ্যই তাহার হিতকামনা করিতেছে। এখন উন্মাদিনী মাতুলের দুই এক কথায় উত্তর দিতে লাগিলেন। অনেক পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন যে, দুষ্টমতিগণ আপন দুরাভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য অনায়াসেই কোন না কোন হেতু উদ্ভাবন করিতে পারে; ইহাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব নিতান্ত প্রখর। এদিকে মাতুল উন্মাদিনীর মনস্তুষ্টির জন্য নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা বলিতেছেন, অন্যদিকে কি উপায়ে উন্মাদিনীকে বাড়ীর বাহির করিবেন তাহার উপায় চিন্তা করিতে করিতেই মনে করিলেন যে, যদি উন্মাদিনীকে সতীশের নিকট লইয়া যাইব বলিয়া প্রকাশ করি, তবে অবশ্যই তাহার মনে অন্য কোন সন্দেহ উপস্থিত হইবে না। এই উপায়ে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া অভিলষিত স্থানে লইয়া যাইব।" এই বলিয়া উন্মাদিনীর জননীকে আহ্বান করত বলিতে লাগিলেন "আমরা এতদিন যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম তাহাতে যখন উন্মাদিনীর একান্তই বাসনা নাই, তখন তাহার পিতার প্রতিশ্রুত এবং তাহার অভিপ্রেত সতীশের সহিতই বিবাহ হওয়া কর্ত্তব্য। অতএব আর বিলম্ব করিয়া প্রয়োজন নাই। শুনিলাম সতীশ

এখন ঢাকায় আছে ; অতএব উন্মাদিনীকে লইয়া সেখানে যাওয়া কর্ত্তব্য।"

উন্মাদিনী এতক্ষণ মনে মনে নানা প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, হঠাৎ এ প্রস্তাব শুনিয়া যেন হাতে আকাশ পাইলেন। গভীর ঘন ঘটার পর দিবাকরকর যেরূপ নয়নানন্দদায়ক হয়, উন্মাদিনীর মুখে তদ্রূপ মৃদু মৃদু হাসি খেলিতে লাগিল। উন্মাদিনী প্রকারান্তরে তাঁহার সম্মতি প্রদর্শন করিলেন। এক দিবসের মধ্যেই সমস্ত আয়োজন হইল, পরদিবস প্রত্যুষে উন্মাদিনী তাঁহার জননী ও মাতুল সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন।

সতীশের সহিত দেখা হইবে, আজ সতীশকে মনের কপাট খুলিয়া দেখাইবেন, সতীশের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া আনন্দে অতিবাহিত করিবেন, এই সমস্ত চিন্তা করিয়া উন্মাদিনী আনন্দ উপভোগ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু তাহার মনে স্ফূর্ত্তি হইতেছেনা, মনকে কত প্রকার বুঝাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, যতই প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিতেছেন ততই যেন ভয়ের সঞ্চার হইতেছে ; মনে হতাশার উদ্দীপনা হইতেছে ; থাকিয়া থাকিয়া অন্তরাত্মা কাঁপিতেছে। কেন এরূপ হইতেছে, উন্মাদিনী কিছুই বুঝিতে পারিতেছেন না ; মনে ভাবিতেছেন যে, অত্যন্ত মনোদুঃখের পর সহসা সুখের আশা পাইয়াছেন এবং সতত তাহাই চিন্তা করিতেছেন, সুতরাং সুখলাভ হইতে পারিবে কি না, এই দ্বিধা মনে উদয় হইয়াই এত ভীত করিতেছে। এদিকে যে তাহার মাতুল তাঁহার আশাতে নৈরাশ করিতে মায়াজাল বিস্তার করিয়াছেন, তাহা স্বপ্নে ও জানেন না। কেবল তাঁহার অন্তরাত্মাই জানিয়াছে।

উন্মাদীনীর মাতুল যে স্থানে বিবাহ স্থির করিয়াছিলেন, সে স্থানটী মোহনপুর হইতে চারিক্রোশ ব্যবধান ছিল ; সুতরাং সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানে উপস্থিত হইলেন। নদীর ঘাটে নৌকা লাগিবামাত্রই একটী সুসজ্জিত শিবিকা লইয়া চারিজন বেহারা উপস্থিত হইল। তাহাদের সঙ্গে ৪।৫টী ভদ্রলোক ছিল ; দেখিয়া বোধ হইল যেন তাহারা অনেকক্ষণ হইতেই নৌকার প্রতীক্ষা করিতেছিল। নৌকা তীরসংলগ্ন দেখিয়া উন্মাদিনী সচকিত ভাবে জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা" এখানে

নৌকা লাগাইবার কারণ কি? এ শিবিকা কোথা হইতে আসিল।
এই কথা বলিতে বলিতেই মূর্চ্ছিত হইলেন; উন্মাদিনীর জননী কন্যার এ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। তখন তাঁহার মনে হইল যে, উন্মাদিনীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে একাজ করিয়া ভাল হয় নাই; এখনও উন্মাদিনী যখন মনের পরিবর্ত্তন কিছুই করিতে পারে নাই, তখন এবিবাহ কখনই সুখের হইবার সম্ভাবনা নাই। জননী অনেক চেষ্টায় উন্মাদিনীর সংজ্ঞা লাভ করাইলেন। উন্মাদিনী সংজ্ঞালাভ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিলেন না। মনে করিলেন "যে মাতাকে এত বুঝাইয়া ও কিছু করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে আর কিছু বলিবেন না।" এই বলিয়া অধোমুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। জননী "উন্মাদ, উন্মাদ" বলিয়া পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু একটী কথাও বলিলেন না; সাক্ষাৎ জড়পিণ্ডবৎ উপবিষ্ট রহিলেন। হতাশায় শরীরকে নিশ্চল করিয়া ফেলিল; মস্তিষ্ক হইতে অগ্নিতেজ নির্গত হইতে লাগিল; ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে তীর হইতে দুই তিন জন নৌকারোহণ করিলেন। তাহাদের এক ব্যক্তি উন্মাদিনীকে দেখিবার জন্য গিয়াছিল, উন্মাদিনী তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিলেন।

সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে; নৌকা তীরে সংলগ্ন হইবামাত্রই বরের বাড়ীতে খবর পাঠান হইয়াছিল, সুতরাং দেখিতে দেখিতে স্ত্রী পুরুষ অন্যূন কুড়ি জন আসিয়া উপস্থিত হইল, উন্মাদিনীর মাতুল যে ছলনা করিয়া উন্মাদিনীকে এখানে বিবাহ দিতে আনিয়াছে, এ বিষয় বাড়ীর দুই তিনটী লোক বই আর কেহই জানিত না, সুতরাং আগন্তুক দিগের সকলে "নূতন বউ" দেখিবার জন্য একবার অধৈর্য্য হইয়া পড়িল; কতক আসিয়া নৌকার উপরে চড়িল, কেহ এদিক উদিক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। উন্মাদিনী এ সকল দেখিয়া একবারে বিকলা হইলেন। কিন্তু কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। যখন এখানে আসিয়াছেন, তখন তাহাদের ইচ্ছামত কাজ করিতেই হইবে, এইটী স্থির করিলেন। উন্মাদিনীর জননী উন্মাদিনীকে গাত্রোত্থান করিয়া শিবিকারোহণ করিতে বলিলেন। উন্মাদিনী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক "যাই, যখন শত্রুর

হস্তে পড়িয়াছি, তখন যাহা বলে তাহাই করিতে হইবে, ঈশ্বর যদি দিন দেন তবে দেখিব।" এই বলিয়া, একখানা কাগজ ও একটী পেন্‌সিল লইয়া শিবিকারোহণ করিলেন। নদীর ঘাট হইতে গ্রাম অতি নিকটবর্ত্তী ছিল, সুতরাং দেখিতে দেখিতে গ্রামে পৌঁছিল। উন্মাদিনীকে সকলে দেখিতে আসিল। উন্মাদিনীর বয়স তখন সতর বৎসর। হিন্দুর ঘরে এত বড় অবিবাহিতা মেয়ে থাকা লজ্জাকর মনে করিয়া কেহ কেহ নানা কথা কহিতে লাগিলেন; কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, "বউ বেশ বড় সড় আছে, ঘরকন্না আপনি বুঝিয়া লইতে পারিবে, ছেলে মেয়ে দুটার ও গড় চলিবে" এরূপ অনেক অনেক প্রকার কথা বার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। সাধারণতঃ এরূপ কথা বার্ত্তা শুনিয়া লোকের মনে রাগ জন্মে, কিন্তু উন্মাদিনী রাগত না হইয়া বরং এক সুযোগ পাইলেন। তিনি মনে করিলেন যে, যাহারা তাহাকে মিথ্যা ভান করিয়া কষ্ট দিতে আনিয়াছে, তাহাদের বিশেষ জব্দ করিবেন। উন্মাদিনীর সমবয়স্কা কতক বালিকা তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া নানা প্রকার কথা বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু উন্মাদিনী তাহাদিগকে আর কিছু না বলিয়া "এখন যাও, একটু পরে সকল কথা বলিব" কেবল এই মাত্র বলিয়া বিদায় করিলেন।

নবম স্তবক।

—০:*:০—

আত্মরক্ষা।

পাঠক পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে উন্মাদিনী নৌকা হইতে একখানা কাগজ ও একটী পেন্‌সিল লইয়া গিয়াছিলেন; সকলে চলিয়া গেলে উন্মাদিনী নির্জ্জনে বসিয়া লিখিলেন:—

"আপনারা বোধ হয় জানেন যে হিন্দুর ঘরে কখনই এত বড় মেয়ে থাকে না। আমার বয়স এখন সতর বৎসর। সাত বৎসর হইল, মোহনপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশ চন্দ্র ঘোষের সহিত আমার পরিণয় কার্য্য

সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিনি এখন বিদেশে কার্য্যস্থলে আছেন। আমার জননী ও মাতুল আমার স্বামীর নিকট লইয়া যাইবেন বলিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছেন; কিন্তু এখানে শুনিতে পাইলাম যে আমার পুনরায় বিবাহ করাইবার জন্য এখানে আনিয়াছেন। হিন্দুকুলরমণীগণের কি প্রকারে দুই বিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত, তাহা বুঝিতে পারি না। দ্বিতীয়তঃ আমার স্বামী বর্ত্তমান থাকিতে পুনরায় এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান কতদূর সঙ্গত, আপনারাই বুঝিতে পারেন। যদিও আমার মাতুল অর্থলোভে এতাদৃশ গর্হিত কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু আপনাদের এ বিষয় বিবেচনা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। অধিক আর কি বলিব; রমণীগণের সতীত্বই ধন; যদি আপনারা হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া একটী কুলরমণীর সে ধন হরণ করেন অথবা তদর্থে অন্যকে সহায়তা করেন, আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, আপনারা লোকত ধর্ম্মত প্রত্যবায়ের অধীন হইবেন। আমি স্ত্রীলোক, এক্ষণে সম্পূর্ণ নিঃসহায়া; আপন সতীত্ব রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিব; যদি একান্ত অক্ষম হই, তবে প্রাণ পর্য্যন্তও পরিত্যাগ করিব, তথাপি বিশ্বাসঘাতক হইব না।"

লিখিতে লিখিতেই একদল স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং আর অধিক কিছু লিখিতে ইচ্ছা থাকিলে ও লিখিতে পারিলেন না। মেয়েরা নানাপ্রকার কথাবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, কিন্তু উন্মাদিনী কোন কথারই উত্তর দিতেছেন না; কাহারও সহিত তাঁহার আলাপ করিতে একবারেই প্রবৃত্তি হইতেছে না; মণিহারা ফণির ন্যায় ছট্ ফট্ করিয়া কাটাইতেছেন। তাঁহার এরূপ অবস্থা দেখিয়া আগন্তুক দিগের মধ্যে একটী স্ত্রীলোক বলিলেন "তোমাকে এত উন্মনস্ক দেখা যাইতেছে কেন?" উন্মাদিনী প্রথমে কিছুই উত্তর করিলেন না; দ্বিতীয়বার জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি লিখিত কাগজখানা তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলেন যে, "বাড়ীর কর্ত্তাকে এই কাগজখানা দিয়া বলিবেন, তিনি যেন অনুগ্রহ-পূর্ব্বক একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।"

এই কথা শুনিবামাত্র স্ত্রীলোকটী যেন একবারে স্তম্ভিত হইলেন এবং বলিলেন "তুমি কি আশ্চর্য্য কথা বলিতেছ! এ বাড়ীর কর্ত্তা যে,

সে তোমার স্বামী হইবে। সে কি প্রকারে বিবাহের পূর্ব্বেই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে!" উন্মাদিনী যতই বিবাহের কথা শুনেন, ততই তাঁহার হৃদয়ানল দ্বিগুণতর প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে; কিন্তু অনেক যত্নে মনোবেগ সম্বরণ করেন। স্ত্রীলোকটীর কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা প্রকাশ না করিয়া, ধীরে ধীরে বলিলেন তিনি যেই হউন না কেন, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক, এই কাগজখানা তাঁহাকে দিন, যদি তাঁহার ইচ্ছা হয় তিনি স্বয়ংই আসিবেন, আপনার কিছু বলিতে হইবে না।

এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দর্শনে স্ত্রীলোকটী সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, এবং আর অধিক বাক্য ব্যয় না করিয়া, কাগজখানা হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। বাড়ীর কর্ত্তা অর্থাৎ বর সে সময় নানা প্রকার কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত ছিলেন সুতরাং পত্রবাহিকা স্ত্রীলোকটী সহসা কাগজখানা দিতে সাহসী হইলেন না, কিন্তু তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কর্ত্তা ও কার্য্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তাহার সম্মুখে যে স্ত্রীলোকটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রতি মনোযোগ বিধান করিতে সুযোগ পাইতেছেন না। দৈবাৎ তাঁহার প্রতি কর্ত্তার চক্ষু পড়িল। তিনি মৃদু হাস্য করিয়া তাঁহার তদবস্থায় দাঁড়াইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেই স্ত্রীলোকটী হস্তস্থিত কাগজখানা প্রদান করিলেন। কর্ত্তা কাগজখানা পাঠ করিয়া স্বকপোলে হস্ত বিন্যাশ পূর্ব্বক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কাগজে কি লেখা রহিয়াছে জানিবার জন্য স্ত্রীলোকটী বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তিনি কিছু বলিতে পারিলেন না; চিত্র লিখিত পুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। চতুর্দ্দিগস্থ কর্ম্মচারীবর্গ নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেকে কর্ত্তার অনুমতি প্রার্থী হইয়া নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিন্তু তিনি কোন কথাতেই উত্তর করিতেছেন না। রজনী প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে; অধিবাসের সময় প্রায় উপস্থিত—সকলে কর্ত্তাকে কার্য্য ত্যাগ করিয়া অধিবাসাদি স্ত্রীআচারের জন্য প্রস্তুত হইতে বলিতেছে—কিন্তু কর্ত্তা কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেছেন না। বারম্বার কাগজখানা এ পিঠ ও পিঠ

করিয়া পড়িতেছেন, আর ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমন সময়ে তাঁহার এক আত্মীয় স্ত্রীলোক আসিয়া উপস্থিত শুভানুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিলেন। কর্ত্তা তদুত্তরে এইমাত্র বলিলেন, "সকলের পূর্ব্বে পাত্রীর সহিত আমার একবার সাক্ষাৎ হওয়া আবশ্যক।"

এই অশ্রুতপূর্ব্ব কথা শুনিয়া নিকটবর্ত্তী সকলেই সাতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন; কেহ কেহ কর্ত্তাকে নিতান্ত নির্লজ্জ মনে করিয়া স্বগতঃ অনেক অনেক ভৎসনাও করিলেন। কিন্তু "কর্ত্তা" বলিয়া কেহ বিশেষ একটা কিছু বলিতে পারিলেন না। সকলেই কর্ত্তার অভিপ্রায়ানুসারে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। উন্মাদিনী তখন একটী নির্জ্জন গৃহে ছিলেন, কর্ত্তাও সেখানে উপস্থিত হইলেন। উন্মাদিনী কর্ত্তাকে দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া গৃহের এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তিনি কিয়ৎকাল উন্মাদিনীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন "তোমার কি বক্তব্য আছে বল।" উন্মাদিনী একান্ত করুণস্বরে বলিতে লাগিলেন "আমার যাহা বক্তব্য তাহা প্রায় লিখিয়াই দিয়াছি, তদ্ব্যতীত আর বলিবার কিছু নাই।"

পাঠক, পূর্ব্বেই জানেন যে, উন্মাদিনী দেখিতে ততদূর নিন্দনীয়া ছিলেন না, তবে গৃহস্তের ঘরের "বউ" যেরূপ হওয়া উচিত তিনি তদনুরূপা ছিলেন; তাহাতে পূর্ণ যৌবন বিকাশিত হইয়া সৌন্দর্য্যের সমধিক আধিক্য বৃদ্ধি করিয়াছিল। কর্ত্তা উন্মাদিনীকে দেখিয়া একবারে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি উন্মাদিনীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন "দেখ, আমি তোমার পূর্ব্বাপর সকল অবস্থা অবগত হইয়াছি; তোমার পিতা জীবিতাবস্থায় যে তোমাকে অন্যের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি তাহা বিশেষ জানি; এতদ্ভিন্ন তোমার আর কোন বিবাহ হয় নাই; তুমি ইহাকেই প্রকৃত বিবাহ মনে করিয়া আমাকে প্রতারণা করিতে প্রস্তুত হইয়াছ। তুমি বয়স্থা এবং বুদ্ধিমতী; তুমি বোধ হয় জান যে আমাদের হিন্দুসমাজের বালিকাগণ আপন ইচ্ছানুরূপ স্বামীকে পাণিদান করিতে সক্ষম হয় না, কারণ তাহারা সর্ব্বদাই তাহাদের অভিভাবকের অধীন। যদি কোন বালিকা একজনকে পতিত্বে বরণ করিবে বলিয়া মনে করে, তাহার অভিভাবকের ইচ্ছা না থাকিলে

কখনই সেই পতিলাভ করিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয়ত, অভিভাবকই হউক অথবা কন্যাই হউক, যাহার সহিত যাহার নির্ব্বন্ধ সংঘটিত হইয়া রহিয়াছে, কেহই তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। অতএব আমার অনুরোধ এই যে, যখন তোমার সহিত আমার বিবাহ হইবে বলিয়া তোমার জননী ও মাতুল ইচ্ছা করিয়াছেন, এবং তুমিও এখানে আনীত হইয়াছ, তখন ইহাতে কোন প্রকার প্রতিবন্ধক না জন্মাইয়া আমাকে পাণিদান করত পরিতৃপ্ত কর।"

কর্ত্তার কথা শুনিবামাত্রই উন্মাদিনী অগ্নিবৎ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি আমা হইতে বয়োজ্যেষ্ঠ, আপনাকে প্রবোধ দেওয়া অথবা প্রবোধ দেওয়ার উদ্দেশ্যে কিছু বলা আমার পক্ষে শোভা পায় না। তবে উপস্থিত সম্পর্কে দুই একটী কথা বলা একান্ত কর্ত্তব্য, ইহাতে যদি আপনি অন্যরূপ বুঝেন, তবে আপনার যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় তাহাই করিবেন। ভাবিয়া দেখুন, আমার পিতা জীবিতাবস্থায় আমাকে একজনের হস্তে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন; সুতরাং তিনি যে বস্তু দান করিয়া গিয়াছেন, এখন তাহাতে তাঁহার কিম্বা আমার জননী অথবা আমার কিছুই স্বত্ব অথবা অধিকার নাই। যাঁহাকে দান করিয়াছেন তিনিই অধিকারী। সেই বস্তু অন্যকে প্রত্যর্পণ করা সে ব্যক্তি ভিন্ন আর কাহার অধিকার আছে? সুতরাং আমার নিজ দেহে যখন আমারই অধিকার নাই, তখন আমি কি প্রকারে সেই ব্যক্তির অনুমতি ব্যতীত আপনাকে পাণিদান করিতে পারি? দ্বিতীয়তঃ পিতা যাহার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি দীর্ঘকাল হইতেই তদ্গত প্রাণ হইয়া আছি; আমি তাঁহাকে ব্যতীত আর কাহাকেও জানি না। যদি আপনার সহিত আমার বিবাহ হয় তবে সেইটী কখনই সুখের হইবে না। কেননা, যাহার সহিত আজীবন অতিবাহিত করিব বলিয়া মন প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, যাঁহাকে অনেক দিন হইতে ভাল বাসিয়া আসিয়াছি, আজ কি বলিয়া তাঁহা হইতে ভালবাসা ফিরিয়া আনিব? তৃতীয়তঃ, যাঁহার সহিত চিরকাল কাটাইতে হইবে, তাহার সহিত আন্তরিক ভালবাসা স্থাপিত না হইলে, কি প্রকারে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে? এ বিষয়ে আপ-

নাকে আর অধিক বলিতে ইচ্ছা করি না। একণে আপনার যাহা অভি-প্রায় তাহাই করুন।"

উন্মাদিনীর কথা শুনিয়া কর্ত্তা একবারে ক্রোধে অধীর হইলেন; ভাবিলেন যে যখন সহজে বশীভূত করিতে পারিলেন না তখন একবার ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য কোন উপায়ে চেষ্টা করিবেন। বিশেষতঃ যখন তাহারই বাড়ীতে উপস্থিত আছে, তখন যাহাই কেন না করে তাহাই শোভা পাইবে। এই বলিয়া ক্রোধে কম্পিত কলেবর হইয়া বলিলেন "দেখ, তোমাকে অনেক প্রকার বলিলাম, কিন্তু কোন প্রকারেই শুনিতেছ না; তোমার জননী ও মাতুল মিথ্যা ছলনা করিয়া আমাকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্থ করিয়াছে, যদি তুমি সহজে আমাকে পাণিদান না কর, আমি নিশ্চয়ই তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই কার্য্য করিব। আর তোমার জননী ও মাতুলকে ইহার সমুচিত প্রতিফল দিব।"

ব্যাধ-শরবিদ্ধা কুরুঙ্গিণীর ন্যায় বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া উন্মাদিনী ধর ফর করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের বেগ আর সহ্য করিতে পারিতেছেন না—বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছে; মস্তিষ্ক ও কর্ণ দ্বারা অগ্নিতেজ বাহির হইতেছে। মনে করিতেছেন যে যদি কেহ সহায়কারী থাকিত তবে এই মুহূর্ত্তেই এই দুরাত্মাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া মনের শান্তি স্থাপন করিতেন। কিন্তু হায়! কি করিবেন? একে অবলা, তাহাতে আবার অপরের বাড়ীতে, অথচ সহায় কেহই নাই, সুতরাং কিছুই করিতে পারিতেছেন না,—কেবল মধ্যে মধ্যে এক একবার আরক্ত লোচনে কর্ত্তার প্রতি তীব্র দৃষ্টি করিতেছেন। কিয়ৎকাল এই ভাবে চিন্তা করিতে করিতে এক প্রকার জ্ঞানহারা হইলেন; মনে করিলেন, আমি কেনইবা ভয় করিতেছি? যদি ইহাকে ভয় করিয়া চলিতে হয় তবে কখনই আমার সেই জীবন সর্ব্বস্ব সতীশকে পাইব না। যদি তাঁহাকেই না পাই, তবে আমার বৃথা জীবন ধারণেই বা ফল কি! আমি এই দুর্ঘটনার প্রতিবন্ধক হওয়াতে যদি আমার প্রাণ যায় তাহাও শ্লাঘ্য; এই ভাবিয়া ক্রোধে অধীরা হইয়া প্রকাশ্য ভাবে বলিলেন"মহাশয়! আপনি ভদ্রবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, ভদ্রলোক বলিয়া সাধারণ্যে পরিচিত। আপনি বলিতে পারেন, কোন্

ভদ্রলোক অন্যের সহধর্ম্মিণীকে আপনার গৃহিনী করিবার জন্য বল প্রয়োগ করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকে? আমি আপনাকে আর অধিক কিছু বলিতে চাই না, যদি আপনার সম্মান রক্ষা করিতে অনুমাত্রও বাসনা থাকে, তবে মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া আমাকে আমার পিত্রালয়ে প্রেরণ করুণ, নতুবা নিশ্চয়ই জানিবেন যে, কোন ক্রমেই আপনার ইচ্ছা ফলবতী হইবে না। আমি যথাশক্তি তাহার প্রতিবিধান চেষ্টা করিব।” এই বলিয়া উন্মাদিনী বসিয়া পড়িলেন। কর্ত্তা ধীরে ধীরে গৃহের বাহিরে আসিলেন।

উন্মাদিনী ও কর্ত্তার যে সকল কথোপকথন হইয়াছিল, বাড়ীর অন্যান্য সকলেই অন্তরাল হইতে শুনিতে পাইয়াছিলেন, সুতরাং এই সকল কথা লইয়া সকলে নানা প্রকার আন্দোলন করিতে লাগিলেন। স্ত্রীলোকদের মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, “এ বিবাহে প্রয়োজন নাই। এ যে বউ, বিয়ে না হতে হতেই স্বামীর সহিত ঝগড়া করিতেছে।” কেহ কেহ বলিলেন “যদি এ বউয়ের সহিত বিয়ে হয় তবে ঘরকন্না চলিবে না।” উন্মাদিনী এ সকল কথা সকলই শুনিতে পাইতেছেন, কিন্তু কিছুতেই প্রত্যুত্তর করিতেছেন না। সকলের কথার উপর কর্ত্তা বলিলেন, যে “যখন এত খরচান্ত হইয়াছে তখন বিবাহ হওয়া চাই, পরে যাহা হয় হইবে।”

উন্মাদিনী এই কথা শুনিয়া আরও বিকল চিত্ত হইলেন। এবং ভাবিলেন যখন এরূপ প্রতিবন্ধক হইয়াও কিছু করিতে পারিলেন না, তখন এস্থান পরিত্যাগ না করিলে আর উপায়ান্তর নাই। কি প্রকারেই বা সেখান হইতে আসিবেন—জননী ও মাতুলকে বলিলে তাঁহারা কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না। যদি প্রচ্ছন্নভাবে আসিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলেও পথে অসংখ্য বিপৎপাতের আশঙ্কা—এই তাঁহার পূর্ণ যৌবনাবস্থা, যৌবন স্ত্রীলোকের শত্রু, অতর্কিত ভাবে একাকী চলিয়া আসিলে পথি-মধ্যে দুষ্ট লোকদ্বারা সতীত্ব নষ্ট হইবে—এই সমস্ত চিন্তা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। চক্ষু জলে বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল; অঞ্চল দ্বারা ঘন ঘন চক্ষু মুছিতে লাগিলেন আর ঘরের মধ্যে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন। গৃহের পার্শ্বে একখানা শাণিত ছুরিকা হঠাৎ নয়ন গোচর হইল। তিনি তাড়াতাড়ি ছুরিখানা গ্রহণ করিয়া ত দ্বারাই আপন কষ্টের একবারে অবসান করিবেন বলিয়া মনে করিলেন। আবার ভাবিলেন, "যদি আমি এখন আপনার জীবন বিসর্জন করি, তবে আর সতীশের সহিত দেখা হইল না; অতএব যে প্রকারেই হউক মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে মনের কপাট খুলিয়া দেখাইয়া এই তাপিত জীবনের অবসান করিব। যদি তাহাই করিতে হয়, তবে এখন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার উপায় কি? এই শাণিত অস্ত্র সহায় করিয়াই আমি সেই চেষ্টায় পাদনিক্ষেপ করিব; যদি ইহাতে কোন আততায়ী সম্মুখীন হয়, এই অস্ত্রাঘাতে তাহাকে সমন ভবনে প্রেরণ করিব—যদি কোন দুরাত্মা আমার যৌবন দেখিয়া লুব্ধ শৃগালের ন্যায় আক্রমণ করিতে অগ্রসর হয়, সেই মুহূর্ত্তের এই শাণিত অসি দ্বারা তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিব।" এই বলিয়া গৃহের দ্বারের সন্নিকটবর্ত্তী হইলেন, চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, কেহই নিকটে নাই, অমনি ঘরের বাহির হইলেন। বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ইষ্টক প্রাচীর বেষ্টিত ছিল, সুতরাং বাহির হইয়া কোন্ দিকে যাইবেন কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাড়াতাড়ি এক গৃহের অন্তরালে লুক্কায়িত হইয়া রহিলেন। তখন রাত্রি অনেক হইয়াছে, সুতরাং বাড়ীতে প্রায় সকলেই নিদ্রিত হইয়াছিল; কেবল চারি পাঁচ জন লোক বিমর্ষভাবে বিবাহের কার্য্যানুষ্ঠান করিতেছিল। এমন সময় একটী লোক একটী আলো হস্তে করিয়া বহির্বাটী হইতে অন্দর মহলে প্রবিষ্ট হইল, এই সুযোগে উন্মাদিনী বাড়ী হইতে বাহির হইবার পথ দেখিতে পাইয়া অনতিবিলম্বে সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। যৎকালে তিনি বহির্বাটীর দ্বার হইতে বাহিরে আসিতেছিলেন, তৎকালেই একটী লোক, অবশ্যই বাড়ীর সহিত সম্পর্কিত, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "কে গা?" উন্মাদিনী উত্তর করিল "আমি।" প্রশ্নকারী মনে করিল যে অবশ্যই বাড়ীর কোন লোক বিশেষ কোন কার্য্য উপলক্ষে বাহিরে যাইতেছে, অতএব আর অধিক অনুসন্ধানের প্রয়োজন নাই বলিয়া আর কিছু বলিল না, সুতরাং উন্মাদিনী নিরাপদে

বাটীর বাহির হইলেন বাড়ী হইতে বাহির হইয়া কয়েক পদ গমন করিয়া দেখিলেন যে একটী বিস্তীর্ণ পথ সেই স্থান হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। তিনি হঠাৎ রাস্তায় বাহির না হইয়া নিকটস্থ একটী বৃক্ষের আড়ালে গমন করিলেন। পরিধানের একখানা মাত্র বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই সঙ্গে ছিল না। তিনি ঐ ছুরি দ্বারা পরিধেয় বস্ত্র খানার ঠিক মধ্য স্থানে ছেদন করিয়া তাহার অর্দ্ধাংশ পুরুষের ন্যায় পরিধান করিলেন এবং অপরার্দ্ধ দ্বারা শরীর আবৃত করিলেন, এবং ছুরিখানা কটিদেশে সংলগ্ন করিয়া রাখিলেন। দীর্ঘকেশরাশি লুকাইবার জন্য যদ্বারা শরীর আবৃত করিয়াছিলেন সেই কাপড় দ্বারা মস্তকও আবৃত করিলেন; প্রকৃত পক্ষে একটী যুবকের বেশ ধারণ করিলেন।

দশম স্তবক।

—o:*:o—

নদী বক্ষে।

সতীশ নৌকা হইতে যতক্ষণ ললিতকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাঁহার দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, পরে যখন দেখিলেন যে, ললিত নয়নের অন্তরাল হইয়াছে, তখন ধীরে ধীরে নৌকার ছইয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শয়ন করিলেন। অন্তরে সম্ভবতই উন্মাদিনীর বিষয় ধ্যান করিতেছেন। মাঝীদ্বয় ব্যতীত সতীশের আর কেহই তাহার সহিত কথা কহিবার লোক ছিল না, সুতরাং চুপ করিয়া শুইয়া রহিলেন। চিন্তার সহচরী নিদ্রা। যেখানে চিন্তা আছে, নিদ্রা সেখানে আসিয়া পড়ে। সতীশ ইতি মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলেন। যখন নৌকায় যাত্রা করিয়াছিলেন, তখন অপরাহ্ণ হইয়াছিল, তাহার পর চিন্তা করিতে করিতে যখন সতীশের নিদ্রা হইল, তখন সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। মাঝিরা নদীতে তরঙ্গ নাই বলিয়া নদীর মধ্যস্থিত প্রখর স্রোতের ধারার মধ্য দিয়া

নৌকা ভাটী বাহিয়া যাইতেছে। বিপরীত দিক হইতে এক খানা নৌকা মৃদুমন্দ বাতাসে পাল তুলিয়া আসিতেছে। এই নৌকায় একটী যুবক-মধুর স্বরে একটী গান গাইতেছে।——

" কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেম নিধি গড়িল।
বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল॥
ডুবিলে অতল জলে, তবে প্রেম রত্ন মিলে,
কারো ভাগ্যে মৃত্যুফলে, কার কলঙ্ক কেবল॥"

যুবকের সুমধুর কণ্ঠস্বর নিকটস্থ শ্রোতৃবৃন্দের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইয়া সুধা বর্ষণ করিতেছিল। হঠাৎ সতীশের কর্ণেও সেই সুমধুর ধ্বনি প্রতি-ধ্বনিত হইল। সতীশ চমকিয়া উঠিয়া কান পাতিয়া রহিলেন, আবরও শুনিলেন,——

"বিদ্যুত প্রতিমা প্রেম, দূর হ'তে মনোরম,
দরশনে অনুপম, পরশনে মৃত্যু ফল॥"

সতীশ ভাবিলেন "এ যে আমারই কথা; এ যে আমারই অবস্থা বলি-তেছে;—ভাল আরও শুনি;——

" জীবন কাননে হায়, প্রেম-মৃগ-তৃষ্ণীকায়
যেজন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল॥"

"কি! তবে কি আমার চেষ্টা বৃথা হইবে! তবে কি আশায় নৈরাশ হইব! তবে কি আমি উন্মাদিনীকে পাইতে পারিব না! উন্মা-দিনীকে পাইবার আশা কি আমার দুরাশা মাত্র? হায়! যে উন্মাদিনী পাইবার আশায় উপজীবিকাসম্বল চাকরী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম, সে উন্মাদিনীকে কি আমি পাইতে পারিব না? আমার কি কেবল কলঙ্কই রটনা হইবে? যাহাই হউক, প্রাণ যায় সে ও শ্লাঘ্য, তথাপি হতাশ হইব না।"

তখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর হইয়াছে; যুবকটী মাঝিকে বলিল "রাত্রি হইয়াছে, এখন একস্থানে নৌকা সংলগ্ন করিয়া খাওয়ার আয়োজন

কর।" মাজিও তাঁহার কথা মত নদীর তীরাভিমুখে নৌকা চালাইল। ইহা দেখিয়া সতীশ ও তাঁহার নৌকার মাজিকে বলিলেন "আমাদের নৌকাও ঐ নৌকার নিকট সংলগ্ন কর।" মাজি ও তদনুসারে কার্য্য করিল। সতীশের নৌকা প্রথম নৌকার এক পার্শ্বেই রহিল।

সতীশ যখন ঢাকা হইতে যাত্রা করেন তখন সতীশ ও ললিত একত্র হইয়া নদীর ঘাটে বসিয়া লুচী সন্দেশ প্রভৃতি খাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার আর ক্ষুধা বোধ হইয়া ছিল না এবং তাহার কোন আয়োজন ও করিলেন না, কেবল মাজিরা আপন আপন আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিল। অন্য নৌকার যুবকটী নৌকা তীরে সংলগ্ন হইবামাত্র নদী তটে একটী উনন প্রস্তুত করিতে মাজিকে অনুমতি করিলেন; মাজি ও তদনুসারে কার্য্য করিল। পরে যুবক নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে আর একটী গান করিতে আরম্ভ করিলেন,——

"মনকে না দোষ দিয়ে নয়নেরে দোষ কেন ?
আঁখি কি মজাতে পারে, না হ'লে মন মিলন।

সতীশ শুইয়াছিলেন, যখন আবার এই গানটী শুনিলেন, অমনি উঠিয়া বসিয়া যুবকটীর প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং ভাবিলেন " তাইতো আমিযে উন্মাদিনীকে এত ভালবাসি তাহার কারণ কি ? উন্মাদিনীর সহিত আমার এবং আমার সহিত উন্মাদিনীর মনের মিলন হইয়াছে বলিয়াই ত পরস্পর এত ভালবাসায় আবদ্ধ হইয়াছি ? ভাল, দেখি আরও কিছু শুনা যাক্,—

" আঁখি যত জন হেরে, সকল কি তার মনে ধরে,
মনের মত হলে পরে, সেই হয় তার প্রাণের প্রাণ।"

ঠিক কথা; আমি কি আর উন্মাদিনীর মতন লোক দেখি নাই, অথবা উন্মাদিনীও কিআর আমার মত লোক দেখে নাই ! এইটী কখনই সম্ভব নহে। তবে পরস্পরের মনের মিলন হইয়াছে বলিয়াই আজ আমি তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি এবং সেও আমার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে।" এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সতীশ আবার নিদ্রাভিভূত হইলেন।

মাঝিরাও আহারাদি সমাপন করিয়া শয়ন করিল। রাত্রি অনেক হইয়াছে মাঝিরা ও নিদ্রিত হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ মেঘাচ্ছন্ন করিয়া গগন মণ্ডল আচ্ছাদিত হইল। দেখিতে দেখিতে প্রবল বাত্যা বহিয়া নদীকে তরঙ্গায়িত করিল, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিও হইতে লাগিল, সকলে জাগরিত হইয়া উঠিয়া বসিল। তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে নৌকা একবার ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল এবং একবার নিম্নে পতিত হইতে লাগিল। হঠাৎ নৌকা বন্ধন ছিন্ন হইয়া বায়ুবেগে নদীর মধ্যে নীত হইল; মাঝি তাড়া তাড়ি হাল ধরিয়া নৌকা তীরাভিমুখে অনিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না; অগত্যা বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে নৌকা চালাইতে লাগিল। সম্পূর্ণ রাত্রি আর ঝড়ের বিরাম হইল না, সুতরাং বায়ুর অনুকূল দিকে নৌকা চালাইয়া অনেক দূর আসিয়া পড়িল। যখন রজনী অবসান হইল, ঝড় ও কিছু কিছু কমিতে আরম্ভ করিল। মাঝিরা দেখিল যে তাহারা রাস্তা ছাড়িয়া প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ আসিয়াছে। সতীশ জিজ্ঞাসা করিলেন " মাঝি কোথায় আসিয়াছ? " মাঝি বলিল " আমরা যে পথে যাইব তাহা হইতে প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দক্ষিণে আসিয়াছি।" সতীশ শুনিয়া একবারে স্তম্ভিত হইলেন। ঢাকা হইতে তাঁহার জন্মভূমি প্রায় একশত ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে; সুতরাং নৌকা প্রতিদিন পঞ্চবিংশতি ক্রোশ চলিলেও চারি দিবসে বাড়ী পৌঁছিবার সম্ভাবনা; তাহাতে আবার পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে যাওয়াতে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। যে সতীশ, মুহূর্ত্তের মধ্যে বাড়ীতে পৌঁছা অসম্ভব সত্বেও, তাহা অপেক্ষা শীঘ্র পৌঁছিতে আশা করেন, এরূপ দুর্ঘটনায় সে কেন হতাশ না হইবে? অসম্ভবনীয় দৈব দুর্ব্বিপাকবশতঃ যখন তাঁহার নৌকা বিপরীত দিকে এতদূর চলিয়া গেল, তখন কেনইবা তাঁহার চিত্তবৈকল্য না জন্মিবে? সতীশ প্রথমেই এ দুর্ঘটনা দেখিয়া উন্মাদিনীকে পাইবার আশা একবারে পরিত্যাগ করিলেন। সতীশকে নিস্তব্ধ দেখিয়া মাঝিরা পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছে, কিন্তু সতীশ কিছুই বলিতেছেন না। সতীশের এ অবস্থা দেখিয়া মাঝিরা মনে করিল যে "বাবু হয়ত পদ্মা নদীর ভয়ানক তরঙ্গ দেখিয়া ভীত হইয়াছেন, সুতরাং কথা বলিতেছেন না।"

এই বলিয়া তাহারা সতীশকে আহ্বান করিয়া বলিল "মহাশয়, আমরা সর্ব্বদা নদীতেই থাকি, নৌকা চালাইতে পারিলে নৌকা মারা যায় না; আপনি এত চিন্তা করিবেন না; আমরা থাকিতে আপনার ভাবনা কি? আপনি সুস্থ হউন, কাল আপনার আহার হয় নাই, আজ সকাল সকাল আহারের আয়োজন করিয়া দিতেছি।"

সতীশ মাজিদের কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমি আহার অথবা তরঙ্গের জন্য কাতর অথবা ভীত হই নাই। আমার নিতান্ত শীঘ্র বাড়ী পৌঁছা একান্ত আবশ্যক। যখন পথ ছাড়িয়া প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইবে, এবং বিলম্ব হইলে আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে না, আমি সেই জন্যই চিন্তা করিতেছি, মাজি বলিল, "মহাশয়, আপনি কিছু চিন্তা করিবেন না; আমি দিন রাত্রি নৌকা চালাইয়া আপনাকে নিয়মিত সময়ের পূর্ব্বে বাড়ী পৌঁছিয়া দিব।"

মাজির কথা শুনিয়া সতীশ কিছু আশ্বস্ত হইলেন। যখন মাজির সহিত সতীশের এরূপ কথা বার্ত্তা চলিতেছে, তখনও ঝড় একবারে বিরাম হয় নাই; অল্পে অল্পে নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু একবারে বিরাম হইবার কোনও লক্ষণ অনুভূত হইতেছে না; আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; বায়ুবেগও থাকিয়া থাকিয়া প্রবলবেগে বহিতেছে। মাজি বুঝিতে পারিল যে "আজ আর সুবিধা হইবার সম্ভাবনা নাই" এবং তদনুসারেই তীরের নিকটবর্ত্তী হইয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। লোকের যখন দুঃসময় উপস্থিত হয়, তখন কত বিপদ আসিয়া পড়ে তাহার ইয়ত্তা নাই।

মাজি হাল ধরিয়া আছে, আর এক এক বার ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিতেছে; দেখিতে দেখিতে হঠাৎ এক ঘূর্ণাবায়ু আসিয়া নৌকা নদীর মধ্যে লইয়া গেল। মাজি নৌকার বেগ থামাইতে পারিল না। নৌকা নদীর মধ্যে এক ভয়ানক জলচক্রে পতিত হইয়া ক্রমাগত ঘুরিতে লাগিল; মাজি তখন জীবনের আশা একবারে ত্যাগ করিল, কিন্তু কাহাকেও প্রকাশ করিল না, বরং সতীশকে "ভয় নাই" বলিয়া যথেষ্ট সাহস দিতে লাগিল; সেই সময়ে নদী গর্ভে কয়েকখানা মৎস্যজীবির নৌকা ভিন্ন আর কোন

নৌকা ছিল না। নদীতে ঝড় তুফানে ধীবরগণ যেরূপ নির্ভয়চিত্তে নৌকা চালাইতে পারে এরূপ আর কেহই নহে। বিশেষত পদ্মা নদীতে যে সমস্ত মৎস্যজীবিগণ মৎস্য ধরিয়া থাকে, তাহারা সাধারণতঃ একটু দয়ালু প্রকৃতির লোক। সামান্য কারণেও পদ্মাতে অনেক নৌকা জলমগ্ন হইয়া যায়, তখন ইহারা প্রায়ই আরোহীদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। সতীশের নৌকা তদবস্থ দেখিয়া ধীবরেরা মনে করিল যে নৌকাখানা শীঘ্রই জলমগ্ন হইবে; অতএব নিকটস্থ দুই খানা মৎস্যজীবির নৌকা উভয় দিক্ হইতে সতীশের নৌকার দিকে ধাবিত হইল। সতীশ আপন নৌকা নিয়ত ঘূর্ণায়মান দেখিয়া, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। মৎস্যজীবির নৌকা সন্নিকটবর্ত্তী হইতে না হইতেই সতীশের নৌকার উপর দিয়া একটী ঢেউ চলিয়া গেল, সতীশ মাস্তুলের উপরে উঠিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না, নৌকা ক্রমশই নিম্ন দিকে গমন করিতে লাগিল, সতীশ একটী বাঁশ ধরিয়া ভাসিতে লাগিলেন। এমন সময়ে মৎস্যজীবিদের নৌকাও সমীপবর্ত্তী হইল, মৎস্যজীবিগণ সতীশকে ধরিয়া তাহাদের নৌকায় তুলিল; মাজিগণ আপনিই উঠিল। সতীশ নৌকায় আসিয়া কম্পিত কলেবরে এক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া রহিলেন; মুখে কথাটী নাই, কেবল দুইটী চক্ষু হইতে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতেছে। মৎস্যজীবিগণ একখানা শুষ্ক বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান করিতে দিয়া বলিল "মহাশয়, আপনার কোন ভয় নাই, আমরা আপনাকে তীরে পৌঁছিয়া দিতেছি।"

নৌকা জলমগ্ন হওয়াতে সতীশ সকলই হারাইয়াছেন; থাকিবার মধ্যে কেবল পরিধেয় বস্ত্রখানা, আর ললিতের প্রদত্ত পঞ্চাশটী মুদ্রা আছে। এই মুদ্রা কয়টী তাঁহার কটীদেশে পরিধেয় বস্ত্রে বাঁধা ছিল। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই তীরে অবতীর্ণ হইলেন। একে অপরিচিত স্থান, তাহাতে পরিধানে একখানা বস্ত্র ব্যতীত, চাদর কিম্বা জুতা কিছুই নাই, অতএব এ অবস্থায় কোথায় কি অবস্থায় কাহার নিকট যাইবেন, এ সকল ভাবিয়া ভাবিয়া একবারে অধীর হইলেন। তীরে অবতরণ করিয়াই মাজিরা একদিকে চলিয়া গেল, সতীশ বসিয়া রহিলেন; কোন্ দিকে যাইবেন, কিরূপে

যাইবেন, কেবল এ সমস্তই চিন্তা করিতেছেন। পিপাসা অত্যন্ত বোধ হইয়াছে বলিয়া নদী হইতে হস্ত দ্বারাই কিঞ্চিৎ জলপান করিয়া ধীরে ধীরে পল্লীর দিকে চলিলেন। নদীতীর হইতে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ ব্যবধানে একটী পল্লী দেখা যাইতেছিল, সতীশ সেই দিকেই চলিলেন; ক্ষুধা ও চিন্তায় সতীশ নিতান্ত কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতে পারিলেন না; প্রায় এক ঘণ্টায় সেই পল্লীপার্শ্বে উপনীত হইলেন; দেখিলেন নিকটেই একখানা খড়ো ঘরে একটী বংশমঞ্চের উপর কয়েকটী পাত্রে, চাল, ডাল, চিড়ে প্রভৃতি সজ্জিত রহিয়াছে, এক পার্শ্বে কচুরি সন্দেশ প্রভৃতি কতক কতক খাদ্য দ্রব্যও রহিয়াছে, সম্মুখে কিঞ্চিদুপরি এক ছড়া সুপক্ক কদলী দোদুল্যমান রহিয়াছে; গৃহের অপর পার্শ্বে একখানা তক্তপোষের উপর একটি মাদুর পাতা রহিয়াছে। সতীশ দেখিয়াই ভাবিলেন, এইটি অবশ্যই একটী দোকান হইবে। তিনি অপেক্ষাকৃত দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া দোকানে প্রবিষ্ট হইলেন তিনি দোকানে প্রবিষ্ট হইবার অনতিবিলম্বে একটী ভদ্রলোক সেইখানে উপস্থিত হইলেন, এবং সতীশকে দেখিয়া একদৃষ্টে তাঁহার পানে তাকাইয়া রহিলেন। সতীশও ভদ্র লোকটীকে তাঁহার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে তাকাইতে দেখিয়া অধোমুখী হইয়া বসিয়া রহিলেন। সতীশ যেরূপ রিক্তপদে অনাবৃত গাত্রে সেই দোকানে উপস্থিত হইয়াছিলেন, নিতান্ত নিকটবর্ত্তী পরিচিত লোক ভিন্ন সেই বেশে সেই দোকানে অন্য কাহারও যাওয়া অসম্ভব। আগন্তুক ভদ্রলোকটী সতীশকে চিনিতে না পারিয়া অথবা তদবস্থা দেখিয়াই আশ্চর্য্যের সহিত সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু অধিকক্ষণ আর সে অবস্থায় থাকিতে পারিলেন না, সুতরাং সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম ?"

সতীশ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন "আমার নাম সতীশচন্দ্র ঘোষ।"

ভদ্রলোক বলিলেন "আপনি কি কায়স্থ ?"

সতীশ উত্তর করিল "আজ্ঞে, কায়স্থ, নিবাস—জেলার অধীন, মোহনপুর।"

"আপনি এ অবস্থায় এখানে কি প্রকারে আসিলেন?"

সতীশ এতক্ষণও হৃদয়ের কষ্ট সম্বরণ করিয়া দুই একটী কথার উত্তর দিয়াছিলেন, কিন্তু তখন আর থাকিতে পারিলেন না; বক্ষঃস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল, অশ্রুজলে বক্ষঃস্থল ভাসিতে লাগিল; অনেক চেষ্টা করিলেন কিন্তু কোন প্রকারেই ভদ্রলোকের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। ভদ্রলোকটী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, অবশ্যই কোন বিপদে পতিত হইয়া এরূপ অবস্থা হইয়াছে। তিনি সতীশের হস্তধারণ পূর্ব্বক বলিলেন, "মহাশয়, স্থির হউন, এখানে আপনার কোন ভয় নাই; এইটী ভদ্রস্থান; আপনার মনোগত ভাব বুঝিতে পারিলেও যদি আমাদের দ্বারা আপনার কোন প্রকারে সাহায্য হয় আমরা প্রাণপণে তাহা করিব।"

সতীশ তাঁহার আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করত কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া, ঢাকা হইতে যাত্রা করিবার পরে যে সমস্ত দুর্ঘটনা ঘটীয়াছিল সমস্ত বর্ণন করিলেন। তিনি শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, এবং বলিলেন "আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার বাড়ীতে আসুন, আমি আপনাকে বাড়ী পৌঁছিবার সুবিধা করিয়া দিব।"

সতীশ ক্ষুৎপিপাসায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছিলেন, সুতরাং ঐ ভদ্রলোকটীর সঙ্গে সঙ্গে গমন করিলেন। তাঁহার বাড়ী দোকানের সন্নিকটেই ছিল। এই লোকটী ঐ গ্রামের একজন প্রধান তালুকদার; তিনি বাড়ী যাইয়াই একজন ভৃত্যকে একখানা কাপড় এক ঘটী জল আনিতে আদেশ করিলে, তৎক্ষণাৎ জল ও কাপড় লইয়া ভৃত্য উপনীত হইল; তিনি সতীশকে পদপ্রক্ষালন করিয়া কাপড় পরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন, "আপনি আমার সমজাতি, আমার প্রদত্ত কোন বস্তু গ্রহণ করাকে অবৈধ মনে করিবেন না।" সতীশ নিতান্ত লজ্জার সহিত কাপড় খানা ছাড়িয়া দিলে ভৃত্য তাহা পরিষ্কার পূর্ব্বক ধৌত করিয়া শুকাইতে দিল। ভদ্রলোক সতীশকে লইয়া অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন, এবং যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করত ভোজন করাইলেন। সতীশ ভদ্রলোকটীর ব্যবহারে নিতান্ত প্রীত হইলেন এবং অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিতে লাগিলেন "মহাশয়, আজ আমি যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছি, এ জগতে

কখনও কাহার ভাগ্যে এরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। আপনার ব্যবহারে আমি চিরকালের জন্য আপনার নিকট ক্রীত রহিলাম; যাহাহউক এ জগতে জননী ভিন্ন আমার আর কেহই নাই, এই সকল বিপদের পর তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্য একান্ত বাসনা জন্মিয়াছে; এখন আমার এমন শক্তি নাই, যদ্দ্বারা আমি অনায়াসে বাসনা পূর্ণ করিতে পারি; প্রার্থনা করি আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া সমধিক অনুগৃহীত করেন।"

ভদ্রলোকটী নিতান্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন; সতীশের সকরুণ বাক্য শুনিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল; তিনিও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। অনন্তর কিয়ৎকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন "আপনি আজিকার দিবস বিশ্রাম লাভ করুণ, আগামী কল্য আপনাকে বাড়ী পৌঁছাইবার সুবিধা করিব।" পাঠক পূর্ব্বেই অবগত আছেন সতীশের পরিধেয় বস্ত্রখানা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ভদ্রলোকটীও সমস্ত জানিতে পারিয়া সতীশের জন্য একস্যুট্ কাপড় এবং একজোড়া বিনামা ও দশটী টাকা দিলেন, এবং আপনার অধীনস্থ একখানা নৌকা ঠিক করিয়া সতীশকে বাড়ী পাঠাইবার আয়োজন করিলেন। সতীশ ও ভদ্রলোকটীকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

একাদশ স্তবক।

—০:*:০—

অসম সাহসিকতা।

উন্মাদিনী বৃক্ষের অন্তরাল হইতে বহির্গত হইয়া দ্রুতবেগে রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। রাস্তার উভয় পার্শ্বে অত্যুচ্চ বৃক্ষরাজি শ্রেণী-বদ্ধ রহিয়াছে; মধ্যে মধ্যে নিবিড় বন ও কতকদূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। কোন কোন বৃক্ষের কোটর হইতে পেঁচক পেঁচকী সকল থাকিয়া থাকিয়া

রব করিয়া উঠিতেছে। সরলা বালা, আর কখনও একাকী ঘরের বাহির হন নাই, সুতরাং পক্ষীরবেই ভীত হইয়া এদিক ওদিক্ চাহিতেছেন আর চলিতেছেন। কোন কোন স্থানে শৃগালগণ রাস্তার মধ্য দিয়া ছুটাছুটী করিয়া চলিয়া যাইতেছে। উন্মাদিনী কটীদেশ হইতে ছুরিখানা বাহির করিয়া হাতে লইলেন। যেমনি চলিয়া যাইতেছেন কতকদূর গমন করিয়া আবার পশ্চাদ্দিকে এক একবার ফিরিয়া চাহিতেছেন, এবং কোথায় যাইবেন কেবল এই সকলই চিন্তা করিতেছেন; যখন তিনি ঘরের বাহির হইয়াছিলেন, কোন্ স্থানে যাইবেন, কিছুই মনে মনে লক্ষ্য করিয়া বাহির হন নাই, কিন্তু এখন তাহা চিন্তা করিতেছেন। এইরূপে প্রায় তিন ঘণ্টা সাধ্যমত দ্রুতবেগে চলিয়া আসিলেন। রাত্রি ও প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে; পূর্ব্ব গগন ক্রমে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। এ সময়ে কি করিবেন,—এখন মনুষ্যের গমনাগমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে, লোকে দেখিয়া হঠাৎ স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিতে পারিলে নানা প্রকার অনিষ্টপাতের আশঙ্কা—কেবল এই সকলই চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে, সম্মুখে একটী স্রোতস্বতী পরিলক্ষিত হইতেছে; তাহার নিকটেই একটী ঘাটে তিন চারি খানা নৌকা সংলগ্ন রহিয়াছে, কিন্তু কোন খানিতেই লোক নাই। তাহার একটীতেই দিবস অতিবাহিত করিবেন বলিয়া কৃতসংকল্প হইয়া ত্বরিতপদে একটীতে প্রবেশ করত প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত রহিলেন। ক্ষুৎপিপাসায় এত কাতর হইয়াছেন যে কথা কহিতে শক্তি নাই। যদিও সাক্ষাতে জল রহিয়াছে ইচ্ছা করিলেই পান করিতে পারেন, কিন্তু কেহ পাছে দেখিতে পায় এই ভয়ে আর নৌকা হইতে বাহির হইয়া জল পান করিলেন না। বস্ত্রের যে অংশ দ্বারা শরীর আবৃত করিয়াছিলেন, তাহাই বিস্তার করিয়া শয়ন করিলেন। কমনীয় দেহকান্তি ক্রমাগত তিন ঘণ্টা চলিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাতে আবার অনাহার, কাজেই শয়ন করিবামাত্র নিদ্রাবেশ হইল। অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া গভীর নিদ্রাভিভূত হইয়া রহিলেন, পরে জাগরিত হইয়া দেখিলেন যে দিনমণি মস্তকোপরি আসিয়াছেন। অনুমান করিলেন

যে বেলা প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়াছে। তখন তিনি এতদূর পিপা-সার্ত্ত হইয়াছেন যে আর জল পান না করিয়া থাকিতে পারেন না। ধীরে ধীরে নৌকার এক পার্শ্বে আসিয়া চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন, দেখিলেন যে নিকটে কেহই নাই। পুনরায় শরীরটী পূর্ব্ববৎ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া গণ্ডুষে জল পান করত কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। ক্রমে দিবা অবসান হইয়া আসিল। দিনমণি অস্তাচলের দিকে ধাবিত হইলে অন্ধ-কার আসিয়া সমস্ত জগৎ অধিকার করিল। আকাশের নীলপটে নক্ষত্ররাজী এক দুই করিয়া উদিত হইয়া হীরকের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল; পক্ষী সকল চতুর্দ্দিগ হইতে উড়িয়া আপনা আপন কুলায় আশ্রয় গ্রহণ করিতে চলিল। গাভিবৎস সকল হম্বা হম্বা রবে নদীর ধার দিয়া ছুটাছুটী যাইতেছে। রাখালগণ পশ্চাতে [illegible]য়া অগ্রগামী গাভীবৎস দিগকে তাড়াইয়া আনিতেছে। ক্রমে স[illegible] যাহার যাহার স্থানে গমন করিল। উন্মাদিনী ধীরে ধীরে নৌকা হ[illegible] বহির্গত হইয়া নদীর ধার দিয়া চলিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবস অ[illegible]ন, সুতরাং আজ আর তত দ্রুত চলিতে শক্তি নাই, সুতরাং ধীরে ধী[illegible]তে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় অর্দ্ধ ঘন্টায় অর্দ্ধ ক্রোশ পরিমাণ [illegible] অতিক্রম করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার সম্মুখস্ত ঘাটে একখানা নৌকা সংলগ্ন রহিয়াছে; নৌকায় দুইজন নাবিক বসিয়া আপনা আপনি কথাবার্ত্তা বলিতেছে। উন্মাদিনী নৌকার নিকটবর্ত্তী হইয়া কর্ণ পাতিয়া রহিলেন; শুনিলেন মাঝিগণ তাহারই বিষয় বলিতেছে। তিনি আরও সমীপবর্ত্তিনী হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। মাঝিগণ মোহনপুরের অধিবাসী ছিল বলিয়া উন্মাদিনীও তাঁহার পিতাকে বিশেষরূপে জানিত। মাঝিদের একজন বলিল "তাইত, আশুবাবু এমন লোক ছিলেন যে, মোহনপুরে তাঁহার মত দ্বিতীয় একটি লোক নাই; তাঁহার একমাত্র কন্যা উন্মাদিনী; আমারা শুনিয়াছি উন্মাদিনী নাকি ভাল লেখা পড়া শিখিয়াছে। যখন আশু মিত্তির ব্যারাম হইয়া বাড়ীতে থাকে, ঘোষেদের বাড়ীর সতীশ বাবুর সহিত তাঁহার বিয়ে হওয়ার কথাবার্ত্তা হয়। মেয়েও এ সকল কথা শুনিয়া সতীশ বাবুর সহিত অনেক চিঠিপত্র লেখা লেখি করে। এখন তাদের খুব ভাব

হয়েছে। আশু মিত্তিরের শালা এখন অন্যের নিকট হইতে টাকা খেয়ে অন্যত্র সে মেয়ের বিয়ে দিতে এনেছে। কাল [illegible] কি মেয়ে কোথা গিয়েছে আজ এখন পর্য্যন্ত তার খোঁজ হয় নি। ভাই,—মেয়েটী এমন শান্ত যে মোহনপুর গ্রামের ভেতর এরূপ আর একটী নাই; আমরা যদি পূর্ব্বে জানিতাম যে এই জন্য এখানে মেয়ে নিয়ে আস্‌চে, তবে কখনই এদের নিয়ে আসিতাম না।"

উন্মাদিনী মাজিদের কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে ইহারা তাহাদেরই নৌকার মাজি; অতএব ইহারা যখন পরিচিত লোক্, এবং সকল অবস্থা জানে, তখন ইহাদিগের নিকটে যাওয়াই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া আস্তে আস্তে নৌকায় উঠিলেন। তখন নৌকাতে কোন আলো ছিলনা, উন্মাদিনীও কিছু না বলিয়া নৌকায় উঠিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার নৌকারোহণে নৌকা এক পার্শ্বে ঈষৎ হেলিয়া পড়িল! মাজিরা হঠাৎ ভীত হইল, এবং একটী লাঠি লইয়া সেই দিকে চলিল। বাস্তবিক মাজিরা তখন মনে করিয়াছিল যে কোন ভূত কিম্বা প্রেত নৌকারোহণ করিয়াছে। উন্মাদিনী তাহা বুঝিতে পারিয়া মৃদু মধুর স্বরে বলিলেন "মাজি, আমাকে ধর, আমি চলিতে পারিনা; আজ দুইদিন আমি কিছু খাইনি—আমি তোমাদের সেই আশুতোষ মিত্রের হতভাগ্য মেয়ে উন্মাদিনী—"মাজিরা শুনিয়া একবারে স্তম্ভিত হইল। একজন বলিল "নারে, এটা ভূত কি প্রেত, আশু মিত্তির মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিয়া আমাদের জলে ডুবিয়ে মার্‌বে।" অন্য জন বলিল "আরে না, শুনিস্‌নি যে, সে মেয়ে কাল রাত্রি হতে কোথায় পালিয়েছে তাঁহার খোঁজ নেই; সেই বুঝি আজ খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এখানে এসেছে, ভাল দেখাই যাক্ না কেন?"

প্রথম। "না ভাই, আমার দেখা টেখার কাজ নেই, শেষ কালে বিদেশে রাত্তিরে কোথায় ডুবিয়ে মারবে, আর প্রান্‌টা যাবে। ভাই আমি সবে একমাস বিয়ে করেছি, তারির ভেতর মাগ্‌টাকে বিধবা করে যাব? তোর কি ভাই, চার্‌ পাঁচটা ছেলের বাপ হয়েছিস্, এখন মস্তে পাল্লেই বাঁচিস্।"

দ্বিতীয়। একটা আলো জ্বেলে দেখাই যাক্ না কেন? আমরা কি আর আশু মিস্ত্রিরের মেয়ে কখনও দেখি নি? চেনা লোক দেখ্লেই চিন্তে পার্ব্ব। তুই অমুন করিস্‌নে।

উন্মাদিনী মাজিদের ঝগড়া শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইয়া আর্ত্তস্বরে বলিলেন "মাজি, কাল সন্ধ্যার প্রাক্কালে যে তোমাদের নৌকা হইতে শিবিকারোহণ করিয়া গিয়াছিল, আমি সেই হতভাগিনী উন্মাদিনী; ক্ষুধায় আমার প্রাণ ছট্‌ফট্ করিতেছে, আর সহ্য করিতে পারিতেছি না; শীঘ্র আমাকে কিছু খেতে দেও, পরে সকল কথা বলিব।"

মাজিরা আলো জ্বালিয়া উন্মাদিনীর নিকট গেল; দেখিবামাত্রই উন্মাদিনীকে চিনিতে পারিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ছইয়ের মধ্যে আনিল। দেখিল, উন্মাদিনী দুই দিবস না খাইয়া একবারে মৃত প্রায় হইয়াছেন; চলিতে শক্তি নাই। নৌকাতে চিড়ে এবং চাল ডাল ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; মাজিরা উপস্থিত আর কিছুই না পাইয়া তাড়াতাড়ি কিছু চিড়ে দিল, উন্মাদিনী তাহারই কিঞ্চিৎ আহার করিয়া জল পান করিলেন। মাজিরা বুঝিতে পারিল যে ইহাতে উন্মাদিনীর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় নাই; নৌকাতে এমন আর কিছুই নাই যে উন্মাদিনীকে খাইতে দিয়া তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে। নৌকা নদীর যে তটে সংলগ্ন ছিল, তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে খাবার উপযুক্ত কোন সামগ্রী পাইবার সুবিধা নাই। মাজিরা নৌকা খুলিয়া নদীর অপর তীরে গমন করিল। ইতিমধ্যে উন্মাদিনীকে বলিল "আমরা রান্নার সকল আয়োজন করিয়া দিতেছি, তুমি চার্‌টে ভাত রান্না করে নেও।" উন্মাদিনী অশ্রুপূর্ণ নয়নে বলিল, "যদি তোমরা আমার কথা রাখিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি তোমাদের প্রস্তাবে সম্মত হইব, নতুবা অনাহারে এই জীবন বিসর্জ্জন করিব।" এই বলিয়া অস্ফুটস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মাজিদ্বয়ের মধ্যে বৃদ্ধ মাজি অত্যন্ত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিল; উন্মাদিনীর কথা শুনিবামাত্রই বলিল "আমি তোমাকে প্রতিশ্রুত হইতেছি যে তুমি যাহা বলিবে আমি তাহাই করিব। তুমি সত্বর আহারের আয়োজন করিয়া আহার কর।"

মাজির আশ্বাস বাক্যে বিশ্বাস করিয়া উন্মাদিনী বলিলেন "আমি

গত রজনী প্রচ্ছন্নভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছি, অদ্য আমার বিবাহ হইবার কথা ছিল; যদি তাহারা আমার অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়া এ পর্য্যন্ত আগমন করে তবে আর আমার আত্মরক্ষা হয় না; আমি তোমাদিগকে করযোড়ে বলিতেছি যে, তোমরা আর মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব না করিয়া এখান হইতে নৌকা ছাড়িয়া যাও।

মাজি বলিল "আমরা অনেকক্ষণ নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছি; অপর পারে খাদ্য সামগ্রী যথেষ্ট পাওয়া যায়; সেখান হইতে কিছু খাদ্য সামগ্রী লইয়া প্রথমে আহার কর, পরে যাহা করিতে বলিবে তাহাই করিব।"

উন্মাদিনী বলিলেন "আমার পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আমার নিকট আর কিছুই নাই, আমি কি উপায়ে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিব?".

মাজি বলিল "তোমাকে সে জন্য কিছু চিন্তা করিতে হইবে না; আমি সমস্ত যোগার করিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া তীরে নৌকা সংলগ্ন করিল। মাজি ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া তীরে অবতরণ পূর্ব্বক উন্মাদিনীর জন্য কিছু লুচী ও সন্দেশ আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। উন্মাদিনী তাহা খাইয়া জলপান করিলেন এবং বলিলেন, "মাজি, আমার সম্পূর্ণরূপে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়াছে, বৃথা রান্নার আয়োজন করিয়া আবশ্যক নাই। আমি এখন যাহা খাইয়াছি ইহার উপর আর কিছুই খাইতে পারিব না। তোমরা এখান হইতে নৌকা ছাড়িয়া আমাকে মোহনপুরে লইয়া চল।"

মাজিদ্বয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রথমে উন্মাদিনীকে নৌকায় উঠিতে দেখিয়া ভীত হইয়াছিল, তাহার বুদ্ধি কিছু মোটা ছিল; উন্মাদিনীর কথা শুনিয়াই বলিল "ভাল, আমাদের তিন দিনের ভাড়া পাওনা আছে তাহা কে দেবে? তোমাকে যে লইয়া যাইবে তাহারই বা ভাড়া কে দেবে।"

উন্মাদিনী বলিলেন "সে জন্য তোমরা চিন্তা করিও না। আমি তোমাদের সমস্ত ভাড়া চুকাইয়া দিব।"

মাজি বলিল "হয়েছে, তুমিত দিলে আর কি! নিজে কি খাবে তার পয়সাটা নাই, তাতে আবার সমস্ত ভাড়া চুকিয়ে দিবে!" (অন্য মাজির প্রতি) হাঁ ভাই, আমি ওসব ফক্কুরি কথা শুন্তে চাই না, তোমার যেতে ইচ্ছা হয়ত আমার এবারার ন্যায্য গণ্ডা চুকিয়ে দেও, পরে যেখানে প্রাণ

চায় চল। আমি চার পাঁচ দিন প্রবাস করে, স্বধুহাতে গামছা কাঁধে করে ঘর ঢুক্‌তে পার্‌ব না। বাড়ীতে কি জবাব দেব?"

উন্মাদিনী বলিল "ভাই, যদিও এখন আমার নিকট কিছু নাই বটে, কিন্তু বাড়ীতে পৌঁছিলে যে তোমাদের ভাড়াটাও দিতে পার্‌ব না, এ ওকি বিশ্বাস হয়?"

মাজি বলিল "ঘরে তোমার কে আছে যে আমাদের ভাড়া চুকিয়ে দেবে? থাক্‌বার মধ্যে আছে এক মা,—সেও আবার এখানেই রইল, এখন ঘরে কে আমাদের ভাড়া দেবে?"

বৃদ্ধ মাজি বলিল "আরে, তোর ঝগড়া করে দরকার নাই, যদি ইনি ভাড়া দিতে না পারেন, তোর বখরায় যা পাওনা হবে আমি সব চুকিয়ে দেব।"

প্রথম মাজি বলিল "চুকিয়ে দিব, কথা বুঝি না" এখন দেও তার পর যা হয় কর; নতুবা আমি যাব না; আমি এখন তোমার কথায় যাই—বাড়ীতে জিজ্ঞেস কল্লে বলিগে সে ভাড়া পাব,—এদিকে তোমার ঠাঁই চাইলে তুমি বলবে যে "ভাড়া পাইনি ত দেব কোত্থেকে, আমার মাগ্‌ বেঁচে দেব?" শেষকালে আমি ঘরেও স্থান পাব না। বাবা, আমার এ বন্দোবস্তে কাজ নাই—আগে দেও, শেষে কথা কও।"

বুড় মাজি রাগ হইয়া বলিলেন "তুই যে আচ্ছা রগড়ের লোক দেখ্‌তে পাচ্ছি? এক জনের প্রাণ যায়, আর তুই পয়সা পয়সা ক'রে ঝগড়া কচ্ছিস্‌? চল্‌, মোহনপুরে পৌছিলেই তোর পয়সা দেব?"

প্রথম মাজি বলিল "আচ্ছা, কথা যেন ঠিক থাকে; শেষকালে যেন এ নিয়ে আবার জমীদার বাড়ী পোঁদ ঘস্‌তে না হয়।"

মাজিরা নৌকা খুলিয়া দিলে উন্মাদিনী নৌকার মধ্যে ছিন্ন অঞ্চল বিস্তার করিয়া শুইয়া পড়িলেন। দুই দিবস উপবাসের পর আহার করিয়াছেন সুতরাং গভীর নিদ্রাবেশ হইল। তিনি নিদ্রাবেশে স্বপ্নে দেখিতেছেন যে সতীশ তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করত পাগলের ন্যায় বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন; "সতীশের জননী পুত্রশোকে বিহ্বলা হইয়া ঘরে হাহাকার করিতেছেন।" হঠাৎ জাগিয়া

উঠিলেন, চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখিলেন কিছুই নহে; আবার চক্ষু বুজিয়া দেখিলেন "সতীশ একটী বৃক্ষের ক্ষুদ্র শাখা হস্তে লইয়া আপন শরীর ব্যজন করিতে করিতে তাহাদের নৌকার দিকে আসিতেছে, মাঝিরাও যেন সতীশকে দেখিয়া তাঁহার দিকে নৌকা চালাইতেছে, কিন্তু নৌকা আর তীরে লাগিতেছে না; উন্মাদিনী উচ্চৈঃস্বরে "লাগাও, লাগাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মাঝিরা উন্মাদিনীর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল এবং বলিল "কি বলিতেছ ?" উন্মাদিনী বলিল "ধর, ধর, শীঘ্র ধর।" মাঝিরা বলিল "কি ধরিব।" উন্মাদিনীর ঘুমের ঘোর তখনও দূর হয় নাই, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিলেন যে তাহা কিছুই নহে, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন, তখন লজ্জিতা হইয়া শুইয়া পড়িলেন, মাঝিরাও বুঝিতে পারিল যে উন্মাদিনী স্বপ্ন দেখিয়াছেন, সুতরাং আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। উন্মাদিনী যদিও আবার শুইয়া পড়িলেন, কিন্তু নিদ্রা আসিল না, বারম্বার এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। তখন রজনী প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে; বিমল চন্দ্রমা গগনে প্রকাশিত হইয়া প্রকৃতিকে হাসাইতেছে,—জগত একবারে নিস্তব্ধ; মৃদু মন্দ বাতাসে পাল তুলিয়া তাহাদের নৌকা কল কল স্বরে স্রোত অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; তাহাদের নৌকার ঠিক পাশাপাশি হইয়া অপর একখানি নৌকাও সেই অবস্থায়ই গমন করিতেছে; তাহার মধ্য হইতে তরুণকণ্ঠবিনিসৃত নিম্ন লিখিত গানটী হঠাৎ শ্রুতিগোচর হইল,—

"বিষাদমেঘকুলে লুকা'লোআনন্দশশী।
নয়ন চকোর আমার কাঁদিছে বিরলে বসি॥
পূর্ণ চন্দ্র যে প্রয়াসী, তার ভাগ্যেতমোরাশি।"
অম্বর ঘেরিল আসি, কুহকিনী অমানিশি॥"

"আহা! কি মধুর গান—এ যে আমার মনের কথা—ইহাকে আমার মনের কথা বলিতে কে শিখাইয়া দিল?" উন্মাদিনী নিবিষ্ট চিত্তে গান শুনিতে লাগিলেন। আহা! সংগীতের কি মোহিনী শক্তি। কি সুখী, কি দুঃখী, সকলেই ইহার ধ্বনি শ্রবণ করিলে আত্ম বিস্মৃত হয়; এমন

কি, পুত্রশোকবিধুরা জননী ও সেই সময়ের জন্য প্রিয়তম তনয়ের বিয়োগ যন্ত্রণা পাসরিতে সক্ষম হয়। উন্মাদিনী তখন এক মনে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিতে লাগিলেন। যখন সঙ্গীত ক্ষান্ত হইল, উন্মাদিনী যেন পর্ব্বতের অত্যুচ্চ শৃঙ্গ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন। সমস্ত জগত জনশূন্য অরণ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল; "হায়! কি দেখিলাম, হায়! কি শুনিলাম" বলিয়া আপনা আপনি অশেষবিধ বিলাপ ও অনুতাপ করিতে লাগিলেন। আর নৌকায় থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না—একবার উঠিয়া বসেন, আবার শুইয়া পড়েন—অনবরত এই প্রকারই করিতে লাগিলেন। আবার উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মাজি রাত্রি কতক্ষণ হইয়াছে। মাজি বলিল "রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে।"

উন্মাদিনী বলিলেন "এখান হইতে মোহনপুর আর কতদূর?"

মাজি বলিল "আর অধিক দূর নাই, সকাল বেলাই মোহনপুরের ঘাটে নৌকা পৌঁছিবে।"

উন্মাদিনী আর শুইলেন না; নৌকা যেই দিকে যাইতেছিল, সেই দিকে ফিরিয়া বসিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে রজনী অবসান হইল, কিন্তু তখনও নৌকা চলিতেছে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আর কতদূর?"

মাজি "সন্মুখের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "ঐ যে মোহনপুরের ঘাটদেখা যাইতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইল। নৌকা ঘাটে উপস্থিত হইবামাত্রই উন্মাদিনী নৌকা হইতে অবতরণ করিলেন; তখন ঐ মোটা বুদ্ধিবিশিষ্ট মাজি জিজ্ঞাসা করিল "ভাল তুমিত এখন চল্লে, আমাদের ভাড়াটা কি মুখে মুখে আদায় কল্লে নাকি?

উন্মাদিনী বলিলেন "কেন? বুড় মাজিত আমাদের বাড়ী জানে. সে খানিক পরে যাইয়া ভাড়া নিয়ে আস্‌বে এখন;"

মাজি বলিল "মনে থাক্‌লেই হয়। এখন ত আপনা মতলব সার্‌লে, শেষকালে যেন গরিব বেচারীরা মারা না যাই।" বৃদ্ধ মাজি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল "হতভাগা, তোর সে জন্য ভাব্‌তে হবে না।"

উন্মাদিনী নৌকা হইতে অবতরণ করিয়াই তাঁহার একটী সহপাঠীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার সহিত বাড়ীতে চলিলেন।

দ্বাদশ স্তবক।

হতাশা।

সতীশ ভদ্রলোকের নিকট হইতে বিদায় হইয়া তৃতীয় দিবসে বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। সতীশের জননী সতীশকে দেখিবামাত্রই চঞ্চলগমনে আপন তনয়কে বক্ষে ধরিলেন। সতীশ মাতৃঅঙ্কে মস্তক স্থাপন করিয়া কিয়ৎকাল শুইয়া রহিলেন; তাঁহার জননী সতীশের মুখপানে চাহিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাহর মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে লাগিলেন। আহা! অপত্য স্নেহের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! সতীশের জননীর সতীশই একমাত্র লক্ষ্য। আজ সতীশের জননী সতীশকে পাইয়া যেন হাতে আকাশ পাইয়াছেন; আজ তাড়াতাড়ি সতীশের জন্য রান্না করিতে চলিলেন। সতীশ যাহা খাইতে ভালবাসে তাহা সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনেক দিবস পর আজ সতীশের জননীর মুখে হাসি খেলিতে লাগিল। তিনি এক একবার এক এক কাজ করেন আর একবার সতীশ কি করিতেছেন তাহা দেখিয়া যাইতেছেন। এইরূপ পাঁচ সাত বার আসিয়া দেখিলেন যে সতীশ বিমর্ষভাবে উপবিষ্ট আছেন। জননী যে কথাই জিজ্ঞাসা করেন, করুণ স্বরে তাহার উত্তর মাত্র দিয়াই চুপ করিয়া থাকেন। মুখমণ্ডল নিস্প্রভ ও হাস্যবিহীন, শরীর নিস্তেজ এবং অন্তঃকরণ স্ফূর্ত্তিবিহীন দেখিয়া জননী কথঞ্চিৎ সন্দিহান হইলেন। তিনি কতক সময় আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন না। রান্না প্রস্তুত হইলে সতীশকে আহার করিতে আহ্বান করিলেন; সতীশ প্রায় এক সপ্তাহ পরে আজ প্রথম অন্নাহার করিতে বসিলেন। সতীশ আহার করিতে বসিলে তাহার জননী তাহার সম্মুখে বসিলেন। সতীশ আহার

করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তত দূর আকাঙ্খার সহিত কিছুই খাইতেছেন না। অবস্থা দেখিয়া আহারে অনিচ্ছা বলিয়া অনুমিত হইতেছে। সতীশের জননী সতীশের এরূপ অবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বাছা সতীশ, তোমাকে এমন দেখাইতেছে কেন?" সতীশ ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়া অবধি যে যে বিপদে পতিত হইয়াছিলেন এবং যে উপায়ে ঐ সকল বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন ও বাড়ীতে পৌঁছিয়াছেন, জননীর নিকট সমস্ত বর্ণন করিলেন। জননী শুনিয়া নিতান্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সতীশ যে এ সময়ে বাড়ী আসিবেন তাহা তাঁহার জননী অবগত ছিলেন না, সুতরাং সতীশকে এ সময়ে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "আপনাকে দেখিতে বাসনা হইয়াছে বলিয়াই অসময়ে আসিয়াছি।"

জননী সতীশের কথা শুনিয়া একবারে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলেন, এবং সতীশকে একথা ওকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সতীশ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, উন্মাদিনী কোথায় আছে?" সতীশের জননী বলিলেন "উন্মাদিনীকে তাহার জননী ও মাতুল বিবাহ দিবার জন্য অন্যত্র লইয়া গিয়াছে, বোধ হয় গত কল্য তাহার বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

জননীর নিকট এই নিদারুণ সংবাদ শ্রবণ করিয়া সতীশ একবারে স্তম্ভিত হইলেন; তখনই ভোজন পাত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়া শয্যায় শুইয়া পড়িলেন। হৃদয়ে অভূতপূর্ব্ব শোকাবেগ উদ্বেলিত হইল; আর ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতে পারিলেন না। জননীকে উন্মাদিনীর লিখিত পত্রাদির আদ্যন্ত বিবরণ বলিবেন। পূর্ব্বে উন্মাদিনী ও যে সতীশের লিখিত পত্রের বিষয় সতীশের জননীকে জানাইয়াছিলেন, জননী তাহাও বলিলেন। তিনি সতীশকে অনেক প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু সতীশের কিছুতেই প্রবোধ মানিতেছে না, অথচ, কিছু বলিতেছেন না। সতীশ ললিতের প্রদত্ত মুদ্রা কয়েকটী জননীর নিকট প্রদান করিয়া বলিলেন "মা আমি অনেক দিন হইতে উন্মাদিনীর ভাল বাসায় আবদ্ধ হইয়াছি; কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াছি কোন প্রকারেই

সেই বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিতেছি না। যাহাহউক আমি উন্মাদিনীর অনুসন্ধানে বহির্গত হইলাম, যদি তাহার দর্শন লাভ করিতে পারি তবেই পুনরায় আমাকে দেখিতে পাইবেন, নতুবা অদ্য হইতে আপনার চরণ হইতে এ জন্মের মত বিদায় হইলাম।”

সতীশের এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জননী নিতান্ত বিকলচিত্ত হইলেন এবং সতীশকে নানা প্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি কোন কথাই শুনিলেন না। তিলার্দ্ধকাল বিলম্ব না করিয়া জননীর পদধূলি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। জননীও সতীশের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন, কিন্তু কিছুতেই সতীশের মনের গতি রোধ করিতে পারিলেন না। সতীশ বিনীত ভাবে জননীর চরণ ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন “মাতঃ আপনি বাড়ীতে গমন করুন, আশীর্ব্বাদ করুণ, আমি সপ্তাহ কাল মধ্যেই উন্মাদিনীর অনুসন্ধান করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইব; আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন যে, উন্মাদিনী কোন প্রকারেই অন্যকে পাণিদান করিবে না, যদি তাহার জীবন যায় তাহাও শ্লাঘ্য মনে করিবে, তবু তাহার পিতৃকৃত প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিবে না; এখন উন্মাদিনী জীবিত আছে কিনা তাহাই একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।”

সতীশের জননী অকৃত কার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন; ঘরে আসিয়া শয্যোপরি শায়িত হইয়া কেবল হাহাকার করিতে লাগিলেন। সতীশ ঘরের বাহির হইয়া কোথায় উন্মাদিনীর অনুসন্ধান করিবেন, সতত তাহাই চিন্তা করিতে করিতে উন্মত্ত প্রায় হইলেন। তিনি আর কোথাও গমন করিলেন না, বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; কেবল দিনান্তে একবার উন্মাদিনীর অনুসন্ধান করিবার জন্য তাহাদের বাড়ীতে আসিতেন এবং জননীকে এক একবার দেখা দিয়া যাইতেন। সতীশের জননী সতীশের এরূপ ভাব দেখিয়া দিবারাত্রি রোদন করিয়া কাটাইতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ স্তবক।

উপসংহার।

—০:*:০—

উন্মাদিনী নদীর ঘাট হইতে তাহার সহপাঠীর সহিত বাড়ী আসিলেন। বাড়ীতে আর কেহই ছিল না সুতরাং অনতিবিলম্বে সতীশের জননীর নিকট চলিয়া গেলেন। সতীশের জননী তখন শয্যায় শায়িত আছেন; অনবরত অশ্রুবারি বিগলিত হইতেছে; উন্মাদিনীকে দেখিবামাত্রই আপন বক্ষঃস্থলে জড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। তিনি কি জন্য কাঁদিতেছেন তাহা উন্মাদিনী কিছুই বুঝিতে পারিলেন না; তিনিও সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতে লাগিলেন। উন্মাদিনী একবার মনে ভাবিলেন "হয়ত সতীশের জননী, তাহার অন্যত্র বিবাহ হইয়াছে বলিয়া কাঁদিতেছেন।" তিনি ব্যস্ততার সহিত সতীশের জননীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "মাত, আমার বিবাহ হয় নাই, আমি সেখান হইতে প্রচ্ছন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছি।" সতীশের জননী এই কথা শুনিয়া বলিলেন 'উন্মাদ দুঃখের বিষয় আর কি বলিব? সতীশ আজ তিন দিন আসিয়াছিল, কিন্তু যখন শুনিল যে তোমাকে তোমার জননী এবং মাতুল অন্যত্র বিবাহ দিতে লইয়া গিয়াছে, তন্মুহূর্ত্তেই বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়া বনে বনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দিনান্তে কোন সময় একবার আসিয়া আমাকে দেখা দিয়া যায় বটে, কিন্তু একেবারে উন্মত্তের ন্যায় হইয়াছে; মুখে কথা নাই—জিজ্ঞাসা করিলে কোন কথার উত্তর দেয় না। চক্ষু রক্ত বর্ণ, সর্ব্বদা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাটাইতেছে, কি খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে তাহাও জানি না। যখন যায় তখন বলিয়া গিয়াছে "মা আপনি আশীর্ব্বাদ করুণ, আমি সপ্তাহ কাল মধ্যে উন্মাদিনীর অনুসন্ধান

করিয়া আসিতেছি। যদি উন্মাদিনীকে না পাই তবে আজ হইতেই চিরকালের জন্য আপনার চরণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম।” উন্মাদ, আজ দুই দিন থেকে আমি যে অবস্থায় কাটাইতেছি, তাহা অন্তর্য্যামী বই আর কেহ জানেন না।”

উন্মাদিনী সতীশের জননীর বাক্য শুনিবামাত্রই মূর্চ্ছিতা হইলেন। সতীশের জননী সতীশ হইতেও উন্মাদিনীকে ভাল বাসিতেন। তাহার এই অবস্থা দেখিয়া তিনি আরও শোকার্ত্ত হইলেন। অনেক চেষ্টায় উন্মাদিনী সংজ্ঞা লাভ করিয়া বলিতে লাগিলেন “মাতঃ, যাহার জন্য অশেষ বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া, জননীর অবাধ্য হইয়া, অসংখ্য হিংস্র জন্তুর মুখ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া এখানে আসিলাম, যদি তাঁহাকেই না পাই তবে এ পাপ জীবন রাখিয়া ফল কি? বৃথা এই মাংসপিণ্ড বহন করিয়া আবশ্যক কি?” এই বলিয়া কটীদেশ হইতে ছুরিকা বাহির করিয়া বলিলেন “মা, আমিও তাঁহারই অনুসন্ধানে চলিলাম, যদি অদ্য হইতে দুই দিবসের মধ্যে তাঁহার দর্শন লাভে কৃতকার্য্য হই, তবে পুনরায় দেখিতে পাইবেন, নতুবা এই শাণিত ছুরিকা দ্বারা তদর্থে আত্মবিসর্জন করিয়া দুঃখের অবসান করিব।”

উন্মাদিনীর কথা শুনিয়া সতীশের জননী বলিলেন “উন্মাদ, তুমি যুবতী, এ অবস্থায় কোথায় যাইবে? তোমার অনেক শত্রু আছে; আমি আর তোমাকে অধিক কি বলিব, তুমি কিয়ৎকাল অপেক্ষা কর, হয়ত সতীশ আজ একবার আমাকে দেখা দিতে আসিবে, যদি তোমাকে দেখিয়া এখান থাকে, অথবা তুমি তাহাকে বুঝাইয়া রাখিতে পার, তবে চেষ্টা করিবে। অন্যত্র যাইয়া আবশ্যক নাই। এই কথা বলিতে বলিতেই উন্মাদিনীর পরিধেয় বস্ত্রের প্রতি তাঁহার নেত্র পতিত হইল; দেখিলেন উন্মাদিনী একখানা বস্ত্রের অর্দ্ধভাগ ছিন্ন করিয়া পরিধান করিয়াছেন, সুতরাং জিজ্ঞাসা করিলেন “উন্মাদ তোমার কাপড় এরূপ কেন?”

উন্মাদিনী অশ্রুপূর্ণনয়নে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে উভয়েই রোদন করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে সতীশ পরিধান বস্ত্রের কতক

... মস্তকে জড়াইয়া একটী বৃক্ষের শাখা হস্তে করিয়া শরীর ব্যজন করিতে করিতে বাড়ীর দিকে আসিতেছেন, মুখ হইতে থাকিয়া থাকিয়া হা! হা! শব্দ বিনির্গত হইতেছে। উন্মাদিনী সতীশকে দেখিতে পাইয়াই ঘরের বাহির হইয়া যাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। সতীশ একদৃষ্টে উন্মাদিনীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া রহিলেন, দেখিয়া বোধ হইল যেন, তিনি ইহাকে আর কখনও দেখেন নাই—অথবা কখনও দেখিয়া থাকিবেন, কিন্তু মনে পড়িতেছে না। সতীশ উন্মাদিনীর হাত ছাড়াইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু উন্মাদিনী কোন প্রকারেই ছাড়িল না। সতীশ বলেন "আমাকে ছেড়ে দাও।" উন্মাদিনী বলিল "ছাড়িতে পারি না বলিয়াই ছাড়ি না, নতুবা এত কষ্টে অনেক দিন ছাড়িয়া দিতাম।"

সতীশ বলিলেন "তুমি মরবে নাকি?"

উন্মাদিনী বলিল "তুমি যে অনেক দিন আমাকে মারিয়া রাখিয়াছ, আবার এখন মরাকেও মারিতে চাও। এস, বাড়ীতে এস।

সতীশ। আমার বাড়ী কোথায়, আমার বাড়ী বনে; আমি ব্যাঘ্র, আমি হিংস্র জন্তু, আমি তোমাকে বধ করিব, আমাকে এখনও ছেড়ে দাও।"

উন্মাদিনী। "আমাকে বধ করিতে কি বাকি রেখেছ? আমাকে আজ সাত বৎসর হইতে বধ করিয়া রাখিয়াছ। আমি যে হত হইয়াছি, সে জন্য দুঃখ নাই; কিন্তু তুমি নিজে হত হইও না, আর এক অনাথিনীকেও হত করিও না।" সতীশ কোন প্রকারেই উন্মাদিনীর হস্ত ছাড়াইতে পারিলেন না। উন্মাদিনী সতীশকে হাতে ধরিয়া বাড়ীতে আনিলেন। সতীশের জননী সতীশকে পাইয়া যেন হাতে আকাশ পাইলেন। সতীশের প্রায় সপ্তাহের অধিক স্নান হয় না, তাহার উপর আবার এত দুশ্চিন্তা; উন্মাদিনী মনে করিলেন সতীশের নানা কারণেই মস্তিক গরম হইয়া এরূপ অবস্থা হইয়াছে, সুতরাং তিনি সাধ্যমত সতীশের পরিচর্য্যা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু যতই পরিচর্য্যা করেন কোন মতেই সতীশের মনের ভাবের পরিবর্ত্তন হয় না। এই রূপে প্রায় এক পক্ষ অতীত হইল দেখিয়া সতীশের জননী উন্মাদিনীকে বলিলেন "উন্মাদ! তোমাকে আর কি বলিব; যখন

সতীশ এরূপ হইয়াছে তখন আর তুমি ইহার জন্য বৃথা কষ্ট করিয়া তোমার আপনার পরকাল নষ্ট করিবে কেন?" উন্মাদিনী সতীশের জননীর ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন "মাত, আমার অদৃষ্ট মন্দ বলিয়াই ইহাঁর অবস্থা এরূপ হইয়াছে, যদি তাহা না হইত তবে কেন এরূপ হইবে? আমি যখন ইঁহাকেই আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, তখন যে রূপ অবস্থাই হউক না কেন, ইঁহারই পরিচর্য্যা করিব। যদি আমার অদৃষ্টে সুখ থাকে ইহা দ্বারাই হইবে। আপনি যথা রীতি আমাদের উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন করুন, নতুবা আমার অনেক শত্রু আছে, তাহারা আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বাধা জন্মাইবে।"

সতীশের জননী উন্মাদিনীকে সতীশের প্রতি একান্ত অনুরক্ত দেখিয়া এবং উন্মাদিনীর জন্যই যে সতীশের মানসিক বিকৃততা জন্মিয়াছে, তাহা চিন্তা করিয়া প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন; সপ্তাহের মধ্যেই উদ্বাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। উন্মাদিনী সাধ্যমত সতীশের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। প্রায় তিন মাস অতীত হইতে না হইতেই উন্মাদিনীর শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যা প্রভাবে সতীশ পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। আজ উন্মাদিনীর মনের স্ফূর্ত্তি হইল। আজ তাহার সমস্ত কষ্টকে সুখের আকর মনে করিলেন। তিনি আপন জননীকে আপনার নিকট আনিয়া লইলেন। জননীর অবিবেচকতা গতিকেই যে তাঁহার এত কষ্ট হইয়াছিল তাহা মনে স্থান না দিয়া সাধ্যমত জননী ও শশ্রূর সমতুল্যরূপ সেবা করিতে লাগিলেন।